আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

সেপ্টেম্বর, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

সেপ্টেম্বর, ২০২১ঈসায়ী

AL-FIRDAWS NEWS
আল-ফিরদাউস নিউজ

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

সেক্যুলার তুর্কি প্রশিক্ষিত বাহিনীর উপর আশ-শাবাবের হামলা, হতাহত ৪ এরও বেশি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় সেক্যুলার তুর্কি বাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষিত "গারগার" ফোর্সের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে তুর্কি প্রশিক্ষিত ২ সেনা নিহত এবং কমান্ডারসহ আরও ২ সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিমে আউদাগলি জেলার উপকণ্ঠে "জারজার" নামে পরিচিত সেক্যুলার তুর্কি বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি বিশেষ বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ২ সেনা সদস্য নিহত হয় এবং "জারজার" ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডার মেজর "হাসান ধীর" সহ অপর এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, "জারজার" ব্যাটালিয়নের সদস্যরা আউদাগলি শহর থেকে সামনে এগিয়ে হারাকাতুশ শাবাবের অবস্থানে হামলা চালানোর প্রত্যয় নিয়ে বের হয়েছিল, কিন্তু পথিমধ্যেেই হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনরা সেনাদের আসার সংবাদ পেয়ে রাস্তায় ৩ টি বোমা স্থাপন করেন। সেনারা বোমাগুলোর কাছে আসলেই বিকট শব্দে এগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে, আর তখনই এই হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং মুরতাদ বাহিনী আউদাগলি জেলা কেন্দ্রে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে হেরাতের গভর্নরের সাক্ষাৎ

ইমারতে ইসলামিয়ার কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ হেরাত প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর শের আহমাদ আম্মার মোহাজির হাফিজাহুল্লাহ্ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানেগুলোর শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন।

হেরাতের ডেপুটি গভর্নর উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের শিক্ষার্থীদের ফি কমানো এবং শিক্ষার্থীদের যথাসাধ্য সাহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। সেই সাথে তিনি কর্মকর্তাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ারও পরামর্শ দেন, যাতে তরুণদের শিক্ষায় কোনো বাধা না থাকে।

ইমারতে ইসলামিয়ার গভর্নর বলেন, বহু বছর ধরে আপনারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সেবা করে যাচ্ছেন, যা খুবই প্রশংসনীয় এবং সম্মানের।

এসময় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানান। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে কাজ করার ও সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

উল্লেখ্য যে, এর আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল শিক্ষার্থীরা হেরাতের ডেপুটি গভর্নরের সঙ্গে তাদের টিউশন ফি কমানোর দাবিতে সাক্ষাত করেন। এরপরই গভর্নর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে এই সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

https://ibb.co/JcPL7qk

https://ibb.co/vcxdKKk
https://ibb.co/xm0kqFZ
https://ibb.co/3mXYZ1y
https://ibb.co/DK6kGbd

প্রতিবন্ধীদের নগদ অর্থ প্রদান করছেন কান্দাহারের গভর্নর

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের গভর্নর হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ ওয়াফা হাফিজাহুল্লাহ্ গত বুধবার বিকেলে গভর্নর কার্যালয়ে বেশ কয়েকজন প্রতিবন্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন, এ সময় প্রদেশটির গভর্নর তাদের নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেন।

প্রতিবন্ধীরা ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয় এবং আফগানিস্তানে তাদের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করে এবং কান্দাহারের গভর্নরকে মুজাহিদিনদের বিজয়ে অভিনন্দন জানান। এসময় প্রতিবন্ধীরা তাদের বক্তব্যে প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে সহযোগিতাও কামনা করেন।

তাদের বক্তব্য শোনার পর কান্দাহারের গভর্নর হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ ওয়াফা হাফিজাহুল্লাহ্ সকল প্রতিবন্ধীদের স্বাগত জানান, তিনি প্রতিবন্ধীদের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

কান্দাহারের গভর্নর বলেন, শহীদদের রক্ত আর প্রতিবন্ধীদের অঙ্গের কুরবানির বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা এই ইমারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই সাথে দখলদার শক্তিকে একটি অপমানজনক পরাজয় দিয়েছেন।

তিনি বক্তব্যের শেষে বলেন, ইসলামিক ইমারতের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন শহীদ ও প্রতিবন্ধীদের পরিবারের প্রতি বিশেষ নজর রাখবে এবং প্রতিটি শহীদ ও প্রতিবন্ধীদের কাছে তাদের প্রাপ্য পৌঁছে দেয়া হবে।

https://alfirdaws.org/2021/09/30/52972/

নারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় ৩ পাকিস্তানী সেনাকে হত্যা করল আফগান তালিবান

পাক-আফগান স্পিন বোল্দাক সীমান্তে পাকিস্তানি মুরতাদ সৈন্যরা নারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় সেখানে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, এই সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত তালিবান মুজাহিদদের হামলায় ৩ পাকিস্তানী সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল বেলায়, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষী তালিবান মুজাহিদিন এবং পাকিস্তানি মুরতাদ সৈন্যদের মধ্যে কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোল্দাক সীমান্ত গেটে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তানি সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রমকারী আফগান মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার এবং তাদের শরিরে হাত দেওয়ায় আফগান সীমান্তে অবস্থানরত আফগান সীমান্তরক্ষী মুজাহিদগণ মাহিলাদের ইজ্জত রক্ষায় সামনে এগিয়ে আসেন, এসময় উভয় সীমান্তরক্ষীদের মাঝে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

এই ঘটনার এক পর্যায়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষী ও পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। আর তখনই আফগানের বীর মুজাহিদদের হামলায় ৩ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা যায়।

তালিবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সদস্য শাইখ আহমদ ইয়াসার হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটারে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে "কাবুল নিউজ" এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, এই সংঘর্ষের পর স্পিন বোল্দাক সীমান্ত উভয় দিক থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বেশ কিছুদিন যাবত কান্দাহারের স্পিন বোল্ডক সীমান্ত, নানগারহারের তোরখাম সীমান্ত ও কুনারে পাক-আফগান সীমান্ত গেটে কিছু বিষয় নিয়ে উত্তেজনা চলছে, আর এই উত্তেজনা দেখা দিয়েছে মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার, আফগান সীমান্তে গুলি চালানো ও ট্রানজিটের উপর পাকিস্তানের বিধিনিষেধের কারণে।

আল-আকসা প্রান্তে চার শিশু সন্তানের মাকে গুলি করে হত্যা করল বর্বর ইসরাইলি পুলিশ

জবরদখলকৃত ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতে এক ফিলিস্তিনি মহিলাকে গুলি করে হত্যা করেছে বর্বর ও দখলদার ইসরাইলের ইহুদী পুলিশ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, চার শিশু সন্তানের জননী "ইসরা হুজাইম" নামক ৩০ বছর বয়সী একজন ফিলিস্তিনী নারীকে দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে বর্বর ইহুদীরা।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, দখলদার ও বর্বর ইহুদী পুলিশ কর্তৃক বর্বরোচিত এই হত্যাকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে পবিত্র মসজিদুল-আকসার সিলসাইল (জিনসির্লি) গেটের কাছে।

ইসরায়েলি বাহিনী এই অঞ্চলে অনেক ফিলিস্তিনিকে এইভাবে গুলি করে হত্যা করেছে, এবং পরে দায় এড়াতে অভিযোগ করা হয়েছে যে "নিহতরা বর্বর ইহুদীদের উপর হামলা করার চেষ্টা করেছে"। আর এবারও ঠিক একই অভিযোগ এই মহিলার ক্ষেত্রেও যুক্ত করেছে বর্বর ও মিথ্যাবাদী ইহুদীরা।

বন্দী উইঘুর মুসলিমদের সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করছে দখলদার চীনা সরকার।

চীনা দখলদার সরকার একদিকে উইঘুর মুসলিমদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটক করে নির্যাতন আর গণহত্যা চালাচ্ছে, পাশাপাশি তারা বন্দী উইঘুর মুসলিমদের সম্পত্তি জব্দ করে বিক্রি করছে এবং সেখান থেকে আয় করছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর এক খবরে জানানো হয়, পূর্ব তুর্কিস্তানের(যিনযিয়ান) কোরলা এলাকায় চীনা কর্তৃপক্ষ জেলে বন্দী উইঘুর ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মুসলিমদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রি করছে; এই এক জায়গা থেকেই হানাদার চীনা সরকার আয় করেছে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার!

তাহলে সমগ্র পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে নিষ্ঠুর হানরা মুসলিমদের থেকে ডাকাতি করা সম্পত্তি বিক্রি করে কতো অর্থ আয় করেছে?

২০১৯ সাল থেকে এই পর্যন্ত পূর্ব তুর্কিস্তানের আদালত উইঘুর মুসলিমদের মালিকানাধীন প্রায় ১৫০ টি সম্পদ জব্দ ও নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করেছে; এই সম্পদের মধ্যে মুসলিমদের বসত-বাড়ি, ঘরের আসবাবপত্র, রিয়েল ইস্টেট কোম্পানির শেয়ার সহ রয়েছে আরো অনেক কিছু।

আর এসব সম্পদ বিক্রি করে লুটেরা চীনা সরকারের আয় হয়েছে এ পর্যন্ত ৮৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাহলে নিলাম ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে বিক্রির পরিমাণ যোগ করলে সংখ্যাটা কতোতে দাড়াতে পারে! আর এর বেসরকারি হিসাব বা প্রকৃত হিসাব আসলে কতো - সেটা কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সমগ্র পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়েই চীনা সরকার ইসলাম ও মুসলিম নির্মূলের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে; মুসলিমদের স্থাপনা ধ্বংস এবং বন্দী মুসলিমদের সম্পদ বিক্রি এই প্রক্রিয়ারই অংশ। বিশ্ব মুসলিম রুখে না দাঁড়ালে অচিরেই পূর্ব তুর্কিস্তান হয়তো মুসলিমশূণ্য এক জনপদে পরিণত হবে, যেখানে ইসলামের কোন চিহ্নই থাকবে না।

সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা মুসলিমাকে হেঁটে হাসপাতালে যেতে বাধ্য করলো হিন্দুত্ববাদী পুলিশ!

ভারতের উত্তর প্রদেশ, যার মুখ্যমন্ত্রী কষাই মোদীর একনিষ্ঠ সহযোগী কট্টর হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ। তাদের অধিনস্ত পুলিশ নামক সন্ত্রাসী বাহিনীটিও কট্টর হিন্দুত্ববাদে তাদের তাদেরকেই একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ সবসময়। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশে তারা তাদের নেতাদের দেখানো পথেই চলে।

উত্তর প্রদেশের হিন্দুত্ববাদী পুলিশের এমন জিঘাংসার শিকার হলেন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মুসলিম নারী।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, অন্তঃসত্ত্বা ঐ নারী রিক্সায় করে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে টহলরত ছিল কতোয়াল আম্বার সিং-এর নেতৃত্বে একদল পুলিশ। তো একজন মুসলিম অন্তঃসত্ত্বা নারী রিক্সায় 'আরাম করে' হাসপাতালে যাচ্ছেন- এই দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি সে।

পথিমধ্যে রিক্সা আটকে সে ঐ অন্তঃসত্ত্বা মুসলিমাকে রিক্সা থেকে নামিয়ে দেয়। ঐ মুসলিমা নারী তাকে অনেক অনুরোধ করে বুঝাতে চেষ্টা করেন তাঁর সমস্যার কথা, কিন্তু ঐ সন্ত্রাসী পুলিশ কিছুতেই কিছু মানবে না। রিক্সাচালক ঐ গোপূজারী পুলিশকে কিছু বলার চেষ্টা করলে তার দিকে তেরে যায় ঐ সন্ত্রাসী। অগত্যা বাধ্য হয়ে পায়ে হেটেই বাকি পথের উদ্দেশ্যে রওনা হন ঐ নারী।

মুসলিম বিশ্লেষকগণ তাই বলছেন, একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রতি তাদের এই আক্রোশ এবং আসামের মৃত মইনুল হকের উপর বিজয় বনিয়ার উপর আক্রোশে লাফিয়ে পড়ার দৃশ্যই প্রমাণ করে যে, তারা মুসলিমদের উপর ঢালাও গণহত্যা চালানোর জন্য মানসিকভাবে কতটা প্রস্তুত হয়ে আছে।

https://tinyurl.com/8tk99te5

কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর মতোই ধর্ষণের রেকর্ড গড়ল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীরাও!

বিশ্ব শান্তি রক্ষার নামে দেশে দেশে কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ধর্ষণ আর নারী-শিশু নির্যাতনের ফিরিস্তি বিশ্ব আগেই দেখেছে। এবার বেরিয়ে এলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীদের যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের চেপে রাখা সত্য।

মধ্য আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ৫০ জনের বেশি নারী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অন্যান্য ত্রাণ সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন। এসব অভিযোগ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, এই তদন্ত কমিশন বুধবার ৩৫ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ৮৩ জনের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের প্রমাণ পেয়েছে কমিটি, যার মধ্যে ২১ জনই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মী। খবর - যুগান্তর।

অভিযোগে ঐ নারীরা আরও জানিয়েছিলেন যে, কঙ্গোর নারীদের প্রচুর মদ খাওয়ানো হয়, তারপর হাসপাতালে তাদেরকে জোর করে যৌন মিলনে বাধ্য করা হয়। এতে দুজন নারী অন্তঃস্বত্তাও হয়ে পড়েন।

২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এসব ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ২০১৮ সালে ইবোলা ছড়িয়ে পড়লে ইবোলার বিস্তার ঠেকাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের কর্মীদের সেখানে পাঠায়। তব্র জীবন বাঁচাতে ও স্বাস্থ্য-সুরক্ষা দিতে এসব কর্মীদের পাঠানো হলেও তারা সেখানকার অসহায় নারীদের উপর ধর্ষণের বিভীষিকা চাপিয়ে দেয়; দীর্ঘদিন নীরব থাকলেও একের পর এক অভিযোগ আসার প্রেক্ষিতে নিজেদের কর্মীদের উপর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

মধ্যপ্রদেশে হিন্দুত্ববাদীদের বিশাল মিছিল : মুসলিমদের মারধর করে বন্ধ করা হল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

ভারতের মধ্য প্রদেশে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশাল মিছিলের আয়োজন করে। ঐ মিছিল থেকে মুসলিমদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর চালানো এবং জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, উন্মত্ত হিন্দু সন্ত্রাসীরা রাস্তায় বিশাল মিছিল বের করে। ঐ মিছিল থেকে গণহত্যার উস্কানিমুলক শ্লোগান দিতে দেখা যায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের। মুসলিমদেরকে ক্রমাগত গাদ্দার বলে সম্বোধন করে হয়; মুসলিমদেরকে গুলি করে হত্যা করার শ্লোগান ভেসে আসতে থাকে ঐ মিছিল থেকে।

https://tinyurl.com/m3xr79e8

মিছিলের শেষে অনেক মুসলিমকে আহত অবস্থায় দেখা যায়, তাদের অভিযোগ, তাদেরকে মিছিলরত উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা বিনা উস্কানিতে মারধর করেছে। টুপি পড়া এক কিশোরকে তারা মেরে রক্তাক্ত করেছে। অথচ এসব মিছিলের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কখনোই কোন ধরণের ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না।

মিছিলটি এমন সময় আয়োজন করা হল, যখন আসামে মুসলিমদের উপর নির্বিচারে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে আসামের বিজেপি সরকার; সেখানে উচ্ছেদকৃত মুসলিমদের বিক্ষোভে গুলি চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

মূলত আগফানিস্তানে তালিবান মুজাহিদরা ক্ষমতা দখলের পর থেকেই ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা আরো বেশি আগ্রাসি হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই ভারতের নানান প্রান্ত থেকে মুসলিম নির্যাতনের একাধিক খবর আসছে। আর কাশ্মীরে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী চালাচ্ছে ক্রসফায়ারের নামে মুসলিমদের রক্তের হলিখেলায় মেতে উঠেছে।

https://tinyurl.com/3vezaebv

https://tinyurl.com/4rzunr9r

ভারতের আদালতে আটকে আছে হিন্দুত্ববাদীদের গণপিটুনিতে নিহত মুসলিমদের চাঞ্চল্যকর মামলা

ভারতে ছয় বছর আগে উত্তর প্রদেশের দাদরিতে মুহাম্মাদ আখলাক নামে এক ব্যক্তিকে হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতা পিটিয়ে হত্যা করেছিল। ওই ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রতিবাদে মানুষজন বিক্ষোভ শামিল হয়েছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন।

ওই মামলায় ১০০ বারেরও বেশি শুনানি হয়েছে কিন্তু ঘটনার ৬ বছর পরেও মামলাটি সেশন আদালতে আটকে আছে। সমস্ত অভিযুক্তরা জামিনে আছে। শুধু তাই নয়, এমনকি এই মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণও শেষ হয়নি। এই পরিস্থিতি শুধু আখলাক মব লিঞ্চিংয়ের ঘটনা নয়, দেশে এ ধরণের অনেক মামলা আছে যা দীর্ঘদিন পরেও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত।

১.মুহাম্মাদ আখলাক

২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, রাত সাড়ে ১০টার দিকে দাদরির বিসাহড়া গ্রামে মুহাম্মাদ আখলাক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে লাঠি, ডাণ্ডা নিয়ে কিছু কিছু উন্মত্ত হিন্দু প্রবেশ করে। তারা বাড়িতে গরুর গোশত আছে সন্দেহে ৫০ বছর বয়সী মুহাম্মাদ আখলাককে পিটিয়ে হত্যা করে এবং আখলাকের ছেলে দানীশকে ব্যাপকভাবে মারধর করে। দানীশের দাদী ও আখলাকের মাকেও ওই উন্মত্ত জনতা শ্লীলতাহানি করেছিল।

মামলার বর্তমান অবস্থা

দায়রা আদালতে তদবির করা মুহাম্মাদ আখলাকের পক্ষের আইনজীবী ইউসুফ সাইফি বলছেন, ঘটনার ৬ বছর পরেও মামলার রায় আসতে আরো কত সময় লাগবে, কিছুই বলা যাচ্ছে না। ১৬ অভিযুক্ত'র সবাই জামিনে আছে। বর্তমানে ওই মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণের শুনানি চলছে এবং জবানবন্দি রেকর্ড করা হচ্ছে। উত্তর প্রদেশ সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মানছে না। এখনও দায়রা আদালতের সিদ্ধান্ত আসতে এক থেকে দেড় বছর বা তারও বেশি সময়ও লাগতে পারে। মোহাম্মদ আখলাকের ছোট ভাই জান মুহাম্মদ সাইফি বলেন, যখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল তখন গোটা পরিবার বিসাহড়া গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং এখন তারা দাদরি শহরে থাকে। ঘটনার ৬ বছর পরেও এই মামলার রায় কবে হবে তা স্পষ্ট নয়। মুহাম্মাদ সাইফি আরও বলেন- 'অভিযুক্ত পক্ষের লোকেরা আপোষের জন্য চাপ দিচ্ছে। আমরা আশা করি আমরা ন্যায়বিচার পাব। আখলাকের মা এবং স্ত্রী জীবিত অবস্থায় মনে হয় না যে, এই মামলার রায় দেখতে পারবেন।

২ : জুনায়েদ খান, ফরিদাবাদ, হরিয়ানা

২০১৭ সালের ২২ জুন ফরিদাবাদের বাসিন্দা জুনায়েদ খান দিল্লি-মথুরা লোকাল ট্রেনে সফরের সময়ে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এ সময়ে জুনায়েদের ভাই ও চাচাতো ভাইও গুরুতর আহত হয়েছিলেন। কথিত আসনে বসাকে কেন্দ্র করে একটি বিবাদ শুরু হওয়ার পরে জুনায়েদ মারমুখী জনতার দ্বারা আক্রান্ত হন। জুনায়েদ ভাইদের সঙ্গে কেনাকাটা শেষে দিল্লি থেকে ফিরছিলেন

জুনায়েদ গণপিটুনির ঘটনায় আইনজীবী নিবরাস আহমেদ মামলাটি দেখাশোনা করছেন। তিনি বলেন- 'আমাদের মামলা দায়রা আদালতে চলছিল এবং এতে সাক্ষীদের হাজির হওয়ার কথা ছিল। তদন্ত সংস্থা জামিন আবেদনের শুনানির ঠিক আগে অভিযুক্তদের উপর থেকে ৩০২ এবং ৩০৭ ধারার মত গুরুতর ধারা সরিয়ে দিয়েছিল। এরপরে, অভিযুক্তরা সহজেই জামিন পেয়ে যায়। পুনরায় শুনানি হলে আমরা আমাদের সাফাই দিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত ২ জনের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার অধীনে চার্জ ফ্রেম করা হয়েছে। কিন্তু বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়নি। জুনায়েদ হত্যা মামলায় ৭ জন অভিযুক্ত বর্তমানে জামিনে রয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত নরেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে।

জুনায়েদের পরিবার হরিয়ানার ফরিদাবাদের খান্ডাওয়ালি গ্রামে থাকে। সাংবাদিকরা সম্প্রতি তার বাসায় পৌঁছে তার মা সায়রা এবং ভাইদের সাথে দেখা করেন। জুনায়েদ মামলার কথা শুরু হতেই জুনায়েদের মায়ের চোখের জল ঝরতে শুরু করে। তিনি জুনায়েদের পুরানো ছবি দেখাতে শুরু করেন এবং বলেন, 'আজ ৪ বছর ৩ মাস হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত হত্যাকারীদের

কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি, 'তারা সবাই অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা কোন ধরনের ন্যায়বিচার? আমরা প্রতিদিন জুনায়েদের স্মৃতিতে মারা যাচ্ছি।'

৩ : রাকবর খান, আলওয়ার, রাজস্থান

২০১৮ সালের ২০ জুলাই রাতে, হরিয়ানার কোলগাঁওয়ের বাসিন্দা রাকবর খানকে রাজস্থানের আলওয়ার জেলার লালাবান্দি গ্রামে কথিত গোরক্ষকরা মারধর করে। ৩১ বছর বয়সী রাকবর খান তাঁর বন্ধু আসলাম খানের সঙ্গে রাজস্থানের লাদপুরা গ্রাম থেকে গরু কিনে পায়ে হেঁটে ফিরছিলেন। এসময়ে হামলাকারী জনতা তাকে রামগড় থানার অন্তর্গত লালাবান্দি গ্রামে বাধা দেয়। জনতার গণপিটুনিতে মারা যান রাকবার খান। এ সময় আসলাম হামলাকারী জনতার হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

রাকবর হত্যা মামলার অবস্থা কী?

ওই ঘটনার ৩ বছর ২ মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও ওই মামলার শুনানি চলছে আলওয়ারের অতিরিক্ত জেলা জজ ১ নং-সারিতা স্বামীর আদালতে। দ্রুত রায়ের আশা কম।'

উল্লেখিত তিনটি মামলায় বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও, রায় কবে আসবে তা বলা যাচ্ছে না।

জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ২স্বাধীনতাকামী শহিদ

জম্মু-কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর এনকাউন্টারে ২ স্বাধীনতাকামী শহিদ হয়েছেন।

বান্দিপোরার ওয়াতনিরা এলাকায় গেরিলারা লুকিয়ে আছে বলে ওই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, পুলিশ, সেনাবাহিনীর ১৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ও আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফসহ হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর যৌথভাবে (রোববার) সকালে সংশ্লিষ্ট এলাকা ঘিরে অভিযান চালায়। এ সময়ে, উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে সংঘর্ষ চলে। এতে দুই গেরিলা শাহাদাতবরণ করেন।

কক্সবাজারের উখিয়ায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ নিহত

বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালংয়ে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের গুলিতে মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের নেতা মুহিবুল্লাহ (৫০) নিহত হয়েছেন। তিনি আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান ছিলেন।

(বুধবার) রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুতুপালংয়ের লম্বাশিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। মুহিবুল্লাহ এফডিএমএন ক্যাম্প-১ ইস্টের ব্লক-ডি ৮-এ বসবাস করতেন।

আরেক রোহিঙ্গা নেতা দিল মোহাম্মদ বলেন, “এশার নামাজের পর নিজ অফিসে অবস্থানকালে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা তাকে লক্ষ্য করে মোট ৫ রাউন্ড গুলি করে। এতে তিন রাউন্ড গুলি মুহিবুল্লাহর বুকে লাগলে তার মৃত্যু হয়।”

নিহত মুহিবুল্লাহ আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলেন।

মুহিবুল্লাহ ১৯৯২ সালে রাখাইন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। তখন থেকেই তিনি টেকনাফ অঞ্চলে বসবাস করে আসছিলেন। প্রথমে তিনি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গড়ে তোলেন ‘আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যানরাইটস’ বা এআরএসপিএইচ।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে বস্তি স্থাপনের চেষ্টা ইসরায়েলের, ফিলিস্তিনিদের বাধা

পশ্চিম তীরের শহর নাবলুসে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংঘর্ষে ইসরায়েলের সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর দুইজন সৈন্য আহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখলকারী ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক ঘোষণায় এ কথা জানা যায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হযরত ইউসুফ আ. এর মাজারের কাছে।

পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের সেনারা অবৈধভাবে বস্তি স্থাপন করতে গেলে সশস্ত্র ফিলিস্তিনিরা গোলাবারুদ, পাথর ও উন্নত বিস্ফোরক যন্ত্র দিয়ে বাসের একটি কনভয়কে লক্ষ্য করে হামলা করে। কাফেলাটি হযরত ইউসুফ আ. এর মাজারের দিকে যাচ্ছিল। বাসগুলোতে প্রায় ৫০০ ইহুদি ছিল।

ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা সূত্র মা’য়া সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, ইহুদি বসতি স্থাপনকারী ২০ টিরও বেশি বাস ইউসুফের মাজারের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিল, যা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কঠোর নজরদারিতে ছিল।

সূত্র নিশ্চিত করেছে, ইউসুফ আ. এর সমাধির আশেপাশে বেশ কয়েকটি স্থানে ফিলিস্তিনি যুবক ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে। রাবার টায়ার পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ইসরায়েলি সৈন্যদের পাথর ছোড়া হয়।

উত্তরপ্রদেশের যোগীরাজ্যে দলিত পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ

ভারতে মুসলিমদের পাশাপাশি দলিতদের বৈষম্যমূলক আচরণ নিত্যদিনের ঘটনা। এবার যোগীরাজ্যে সরকারি স্কুলে দলিত পড়ুয়াদের সঙ্গে ফের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে।

ওই স্কুলে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পড়ুয়াদের মিড ডে মিল খাওয়ার ব্যবস্থা পৃথক। খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের থালা-বাটিও ধোয়াধুয়ি কেউ করতে পারবে না। নিজেদেরকেই সেই কাজ করতে হবে। এমনকী উচ্চবর্ণের পড়ুয়াদের পাত্রের সঙ্গে তাদের পাত্র রাখা যাবে না বলেও অলিখিত নির্দেশিকা ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের। এতদিন ওই স্কুলে পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসা হয়েছে। এখনও রাজ্যের বহু স্কুলে এমন আচরণ করা হচ্ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

কিছুদিন আগে ভারতের কর্নাটকের কপ্পাল জেলার মিয়াপুর গ্রামে ২ বছরের দলিত (নিচু বর্ণের হিন্দু) শিশু মন্দিরে প্রবেশ করায় তার পরিবারকে ২৫ হাজার রুপি জরিমানা করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এখবর জানিয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৪ সেপ্টেম্বর। ওই দিন ছিল শিশুটির জন্মদিন। এই উপলক্ষে মা-বাবা শিশুটিকে নিয়ে মন্দিরে প্রার্থনা করতে যায়। বাবা প্রার্থনায় থাকার সময় অবুঝ ছেলেটি মন্দিরে প্রবেশ করে। মন্দিরের পুজারি ও স্থানীয়রা এতে আপত্তি তুলে এবং ১১ সেপ্টেম্বর এই জরিমানা ধার্য করা হয় মন্দিরের শুদ্ধিকরণ কাজের জন্য। শিশুটির বাবা চন্দ্রু বলেছে, সেদিন ছিল আমার ছেলের জন্মদিন। আমরা আজানিয়া মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম। বৃষ্টি শুরু হলে ছেলেটি মন্দিরে প্রবেশ করে। এর বাইরে কিছু ঘটেনি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মিয়াপুরার আজানিয়া মন্দিরের মতো এলাকার অনেক মন্দিরেই দলিতদের প্রবেশের অনুমতি নেই।

অথচ, এই গোড়া উগ্র হিন্দুত্ববাদিরাই আফগানিস্তানের ইসলামিক শরিয়াহর মত ন্যায় ইনসাফের শাসন ব্যবস্থাকে অমানবিক প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

যে শাসন ব্যবস্থা সাদা কালো, উঁচু নিচু, জাতি ও বর্ণ ভেদাভেদকে দূর করে দিয়েছে।

চড়ের পর এবার ইসলাম বিদ্বেষী ম্যাক্রোঁকে ডিম নিক্ষেপ

এবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে ডিম ছুড়ে মারা হয়েছে। সোমবার ফ্রান্সের লিঁয় শহরে এক অনুষ্ঠানে ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করা হয়।

ফ্রান্সের লিঁয়তে একটি খাদ্য মেলায় যোগ দিতে গিয়েছিল ইসলাম বিদ্বেষী ফরাসি রাষ্ট্রপতি। তখনই ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারেন এক বিক্ষোভকারী। অল্পের জন্য তা ফরাসি রাষ্ট্রপতির মুখে না লেগে কাঁধের কাছে লাগে। যদিও ডিমটি ফাটেনি। ডিম ছোড়ার পর ওই বিক্ষোভকারী 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' বলে চিৎকারও করতে থাকেন।

চলতি বছরের গত জুন মাসেই ফরাসি প্রেসিডেন্টকে চড় মেরেছিলেন এক ব্যক্তি। ওই ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণ ফ্রান্সে।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে পরিণাম ভালো হবে না: তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কর্মকর্তারা জানান, কিছু দেশ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু তাদের এটা জানা উচিৎ যে, প্রতিটি কর্মের প্রতিক্রিয়াও আছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার (আইএইএ) উপ-প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আবদুল গনি বারদার হাফিজাহুল্লাহ্ আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তাজিকিস্তান আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু তাদের এটা জানা উচিৎ যে প্রতিটি কর্মের প্রতিক্রিয়াও আছে।

এর একদিন আগে, ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপমন্ত্রী মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক টুইট বার্তায় বলেন, আইএইএ আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে হাজার হাজার নতুন যোদ্ধা পাঠিয়েছে, তাজিকিস্তানের সাথে যার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের মতে; নিরাপত্তার হুমকি মোকাবেলায় ইমারতে ইসলামিয়ার এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল।

https://ibb.co/CWMF1h0

এমনিভাবে ইমারতে ইসলামিয়ার গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা "আরিয়ানা নিউজ"কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, "ইমরান খান নিজে পাকিস্তানি জনগণের রায়ের উপর ক্ষমতায় আসে নি। সবাই ইমরানকে পুতুল বলে ডাকে। কিন্তু আমি তাকে এটি বলবো না। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, আমরা আমাদের হুকুমতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাউকে দেই না। কেউ আমাদের হুকুমতে হস্তক্ষেপ করলে আমাদেরও হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে।

তাই পাকিস্তানি জেনারেল ও ইমরান খানের প্রতি আমাদের পরামর্শ হচ্ছে- আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেন হস্তক্ষেপ না করে।

আরো 1.6M US ডলার এবং 79M AFG অর্থ জাতীয় ব্যাংকে জমা করেছে ইমারতে ইসলামিয়া

আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (সিবিএ) কর্মকর্তারা মঙ্গলবার জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আফগান অর্থ দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোষাগারে হস্তান্তর করেছে ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক বাহিনী।

"সিবিএ" কর্তৃক প্রকাশিত নতুন এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের খোস্ত, লোঘার এবং পাঞ্জশির প্রদেশে ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ আজ আফগানিস্তান ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার প্রশাসন কর্তৃক আফগানিস্তান ব্যাংকে স্থানান্তরিত নগদ এই অর্থের পরিমাণ প্রায় 1.6 মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং 79 মিলিয়ন এএফএন এরও বেশি।

আফগানিস্তান ব্যাংকের সেকেন্ড ডেপুটি গভর্নর মৌলভী আব্দুল কাদির আহমদ, নিরাপত্তা বাহিনীকে তাদের হাতে অর্থ তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সততার জন্য ধন্যবাদ জানান।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, গত ২ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান ব্যাংকে লক্ষ লক্ষ ডলার নগদ অর্থ হস্তান্তর করেছিল ইমারতে ইসলামিয়ার কর্মকর্তারা। যেসব অর্থ প্রাক্তন উপ -প্রধানমন্ত্রী আমরুল্লাহ সালেহ এবং আরও বেশ কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

আফগানিস্তান ব্যাংক (ডিএবি) বলেছিল যে, সেসময় আমরুল্লাহ সালেহসহ প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ১২,৩৬৮,০০০ ডলার ব্যাংকের কোষাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

https://ibb.co/0sFTKN8
https://ibb.co/Tvr8bkh

আশ-শাবাবের হামলায় পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের ২০ সেনা সদস্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার মার্কিন সমর্থিত সরকারি বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ২০ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরের কিছু সময় পর, সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে একটি বড়ধরণের হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে বেশ কিছু সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

সোমালিয়ার বিস্তির্ণ ভূমির নিয়ন্ত্রণকারী আল-কায়েদার সক্রিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম "শাহাদাহ্ নিউজ" জানিয়েছে, শাবাব মুজাহিদদের উক্ত হামলায় জুবাল্যান্ড প্রশাসনের অপরাধ তদন্ত বিভাগের ডেপুটি কমান্ডার এবং অন্য কর্মকর্তাসহ সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর কমপক্ষে ২০ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ভোর রাতে সাদা পোষাকে মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেবকে আটক

আলোচিত ইসলামিক বক্তা মুফতি কাজী ইব্রাহিমকে আজ মঙ্গলবার ভোরে তার মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে আটক করেছে দালাল পুলিশ। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেছে, 'সম্প্রতি তার দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দাদের একটি দল তাকে তুলে নিয়ে যায়।

এর আগে কাজী ইব্রাহিম সাহেব ফেসবুক লাইভে বলেছিলেন, সাদা পোশাকের কিছু মানুষ তার বাড়িতে এসেছিল। তার সেই লাইভের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পাকিস্তানে ঢুকে মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার হুঁশিয়ারি আফগান তালিবানের

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুনার প্রদেশের পাক-আফগান সীমান্তে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী ও আফগান তালিবান মুজাহিদদের মধ্যে বাকবিতণ্ডের ৩ মিনিটের অধিক সময়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, ইমারতে ইসলামিয়ার একজন মুজাহিদ পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "ওয়াল্লাহি! আমি যদি তোমাদের সীমান্তে প্রবেশ না করে তোমাদেরকে এটি (নিজের রাইফেলকে দেখিয়ে) দিয়ে ধাওয়া না করি, তাহলে আমিও আমার বাপের বেটা না! ওয়াল্লাহি! তোমাদের আমি বাজোর এজেন্সির রাজধানী পর্যন্ত তাড়া করব।"

সম্মানিত পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা উক্ত ভিডিওর বাক্যগুলো বাংলা অনুবাদ তুলে ধরছি:

তালিবান মুজাহিদ: তো তোমরা আমাকে বলতে চাচ্ছো যে "পরিস্থিতির" কারণে তোমরা আমার ও আমার গ্রামবাসীর উপর গুলি চালাতে বাধ্য? সীমান্তের এই পাড়ের পুরো অংশটাই তো আমাদের। অতএব যদি তোমরা আমাদের ভূমিতে আক্রমণ কর, তাহলে আমিও বাধ্য আমাদের নিরাপত্তার জন্য এই এম-ফোর রাইফেল দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে।

ওয়াল্লাহি! আমি যদি তোমাদের সীমান্তে প্রবেশ না করে তোমাদেরকে এটি (নিজের রাইফেলকে দেখিয়ে) দিয়ে ধাওয়া না করি, তাহলে আমিও আমার বাপের বেটা না! বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ?

কিন্তু ইমারাহ এবং তোমাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে, শুধু এই কারণেই আমি এখনো কোনো পদক্ষেপ নেইনি। অতএব আমি তোমাদেরকে শেষবারের মত সতর্ক করে বলছি, শেলিং করা বন্ধ কর, গোলাগুলি থামাও। আর যদি তোমরা না থাম, আমি তোমাদেরকে এই অস্ত্র দিয়ে দেখাবো কিভাবে থামতে হয়, আমি যদি বদলা না নেই তাহলে আমিও আমার পিতার সন্তান নই, বুঝতে পারলে?

তোমরা যা করছ এগুলো শুধুই বোকামি এবং নির্বুদ্ধিতা। আমার প্রতিবেশি হয়ে তুমি আমার সন্তানদের উপর হামলা করছ? তোমার কোনো ব্যাপারে সমস্যা থাকলে এখানে এসে বল, আমি সমাধানের ব্যবস্থা করছি!

পাকিস্তানী সেনা: আমাদের গ্রামে প্রতিদিনই কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে! নারী-শিশুর কথা ভেবেই আমরা প্রত্যুত্তরে গুলি করি না।

তালিবান সেনা: তো তাহলে এখানে গুলি করছ কেন, ধৈর্য্যধারণ কর!

অপর এক তালিবান সেনা: তোমাদের কোন গ্রামবাসীর গুলি লেগেছে? প্রমাণ নিয়ে আস।

তালিবান সেনা: ভালো করে শুনে রাখো, আমি পূর্বের দূর্নীতিবাজ আফগান ন্যাশনাল আর্মির বর্ডার গার্ডের সৈন্য নই যে, আমাকে ঘুষ দিবে আর আমি চুপ হয়ে যাব। ন্যাটোভুক্ত ৫২টি দেশের সেনাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে যারা, আমি তাদের দলের সৈন্য। তোমরা এরূপ করতে থাকলে তাদের মত একই পরিণতি তোমাদেরও ভোগ করতে হবে।

অপর তালিবান সেনা: সকাল থেকেই আমাদের মাথার উপর দিয়ে শুধু তোমাদের বুলেটই যাচ্ছে! ওয়াল্লাহি! আমাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তোমরা আমাদের থেকে কি চাও?

তালিবান সেনা: এসব করা বন্ধ কর, আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী। তোমাদের নিজেদের স্বাধীন ভূমি আছে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। তোমরা নিজেদের শত্রুদের হত্যা কর গিয়ে। কিন্তু (টিটিপির হামলার) প্রতিশোধ আমাদের থেকে নেয়া বন্ধ কর। সকালেও তোমাদের থামতে বলেছি, কিন্তু তবুও তোমরা লাগাতার আমাদের ঘরবাড়ি আর মসজিদে গুলি চালিয়েই যাচ্ছ।

তোমাদের যদি কুঠার অথবা এই বন্দুক দিয়ে আঘাত না করি, আমি নিজেকে তাহলে কাপুরুষ বলব! তোমরা নির্বোধের মত আচরণ করছ, কিন্তু আমরা নির্বোধ নই!

তোমাদের সীমান্তের দেয়ালে উঠে তোমাদেরকেই আমি হুঁশিয়ারি দিতে এসেছি কেবল আমার ঈমান ও সাহসের জোরে। আমি চাইলে এখনই ৩০-৩৫ জন মুজাহিদ পাঠিয়ে তোমাদের শায়েস্তা করেত পারি, কিন্তু আমি চাই আমাদের প্রতিবেশীর সম্পর্ক অটুট থাকুক। আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর চোখেই দেখি এবং এখনো দেখছি, কিন্তু যদি তোমাদের শত্রুর চোখে দেখা শুরু করি, ওয়াল্লাহি! তোমাদের আমি বাজোর এজেন্সির রাজধানী পর্যন্ত তাড়া করব।

তোমরা আমাদের উপর গুলি চালিয়ে কি প্রমাণ করতে চাও? ভিক্ষা করে গুলি সংগ্রহ করে হলেও আমি তোমাদের পালাতে বাধ্য করব, খিনযির কোথাকার!

ভিডিও লিংক: https://twitter.com/bsarwary/status/1442145921064742914?s=09

অযথা পুলিশি হয়রানি বন্ধে রাইড শেয়ারিং চালকদের কর্মবিরতি

অযাচিত পুলিশি হয়রানি বন্ধে ছয় দফা দাবিতে মঙ্গলবার (২৮ সেপ্টেম্বর) কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে অ্যাপভিত্তিক ড্রাইভারদের গ্রুপ রাইডশেয়ারিং ড্রাইভারস ইউনিয়ন (ডিআরডিইউ)।

বাড্ডায় একজন চালকের নিজের মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করে বেলাল আহমেদ বলেন, 'বাড্ডার ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। হয়রানির জন্য একজন চালক তার মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের ঘটনাও যদি পুলিশকে নাড়া না দেয়, তাহলে কি আত্মহুতি দিলে তাদের বিবেক নাড়া দেবে?'

তিনি বলেন, 'গাড়ি কোথাও ব্রেক করলে সেখানেই ধরে ফেলে ট্রাফিক পুলিশ। সরকার আমাদের জায়গা নির্ধারণ করে দিক। তাহলে আমরা যত্রতত্র দাঁড়াব না। আমাদের শহর অনুযায়ী যতটুকু জায়গা দেওয়া যায়, ততটুকু দেওয়া হোক। যদি ১০টা স্পট দেওয়া হয়, আমরা সেই ১০টাতেই দাঁড়াব।

'সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা কয়েক দফা আমাদের সমস্যার কথা জানিয়েছি, কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেনি। আমরা ষষ্ঠবারের মতো আন্দোলনে যাচ্ছি।

বিক্ষোভকারীদের ছয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছে রাইড শেয়ারিং কর্মীদের স্বীকৃতি এবং সব ধরনের রাইডে ১০ শতাংশ কমিশন নির্ধারণ।

রাইড শেয়ারিং সার্ভিসের ড্রাইভাররা সব ধরনের পুলিশি হয়রানির অবসান দাবি করেন এবং কর্তৃপক্ষকে ভুয়া অভিযোগ বা অজুহাতে চালকদের বেকার বসিয়ে রাখা থেকে বিরত থাকতে বলে।

বিক্ষোভকারীরা ঢাকা ও সিলেটে রাইড শেয়ারিং যানবাহনের জন্য নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেস এবং সমস্ত নিবন্ধিত রাইড শেয়ারিং যানবাহনে অগ্রিম আয়কর (এআইটি) বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

এছাড়াও গতবছর গ্রহণ করা সব এআইটি এনলিস্টকৃত যানবাহন মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তারা।

মনোরঞ্জন পাল ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েই আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ইউপি চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ ও ভারতের উভয় দেশের নাগরিক হিন্দু মনোরঞ্জন পাল। হিন্দুত্ববাদিদের দালাল আওয়ামী লীগের মনোনয়নে গত ২০ সেপ্টেম্বর বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার চুনখোলা ইউনিয়ন পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। শুধু সে নয়, তার স্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্নেহলতা পালসহ পরিবারের তিন সদস্যই ভারতীয় নাগরিক। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত মনোরঞ্জন পাল মোল্লাহাট উপজেলার চুনখোলা ইউনিয়নের ডাবরা গ্রামের অমৃত লালের ছেলে। সে একই সাথে ভারতের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নাগরিক। উত্তর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগা মহাকুমার বাগদা থানার কনিয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকায়ও তার নাম রয়েছে। তার স্ত্রী ৮২ নং দক্ষিন চুনখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্নেহলতা পাল এর নাম রয়েছে কনিয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকায়। মনোরঞ্জন পালের ছেলে সৌমিত্র পালও ভারতীয় নাগরিক। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার ওয়েবসাইটেও তাদের নাম ও ঠিকানা রয়েছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

পূর্ব তুর্কিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ মসজিদ ধ্বংস করেছে দখলদার চীনা সরকার!

পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও ধ্বংস করে চলেছে আগ্রাসী চীনারা। মুসলিমদের বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের পাশাপাশি কবরস্থান এবং মসজিদও ধ্বংস করে চলেছে নিষ্ঠুর চাইনিজরা।

অস্ট্রেলিয়ার স্ট্রেটেজিক পলিসি ইন্সিটিউট উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছে, ২০১৭ সাল থেকে এই পর্যন্ত পূর্ব তুর্কিস্তানে প্রায় ৮ হাজার ৫০০ টি মসজিদ ধ্বংস করেছে হানাদার চীনারা। এছাড়াও তারা আরও ৭ হাজার ৫০০ টি মসজিদকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে দিয়েছে।

১৯৫০ সালে ভূখণ্ডটি দখলের পর থেকে মুসলিম অধিবাসীদের উপর জুলুম-নির্যাতনের বিভীষিকা নামিয়ে এনেছে দখলদার হান চাইনিজরা। অবরুদ্ধ তুর্কিস্তানি মুসলিমদের উপর চীনা সরকার যে কি পরিমানে খড়গহস্ত, তার নমুনা একের পর এক জনসম্মুখে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

অথচ দশকের পর দশক ধরে চলা এসব অত্যাচার-জুলুমের কাহিনী সম্পর্কে কথিত বিশ্বসম্প্রদায় সর্বদাই উদাসীন থেকে গেছে। তাই হকপন্থী উলামাগ মনে করেন, এই উম্মাহ্‌র সমস্যার সমাধান তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের এই নির্বাক উদাসীনতা মুসলিম উম্মাহ্‌কে বার বার এই সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

ঘুষখোর সার্জেন্টের মামলায় অতিষ্ঠ হয়ে নিজের মোটরসাইকেলে আগুন

ঘুষখোর পুলিশ মামলা দেওয়ার কারণে এক ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেই নিজের মোটরসাইকেলে আগুন দিয়েছেন। আজ (সোমবার) সকালের দিকে রাজধানীর গুলশান-বাড্ডা লিংক রোডে এ ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনার একটি ভিডিও ফেসবুকে বিভিন্ন জনের টাইমলাইনে ঘুরছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে- রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি মোটরসাইকেলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ক্ষুব্ধ একজন ব্যক্তিকে ওই মোটরসাইকেলেই হেলমেট ছুড়ে মারতেও দেখা যায়। আশপাশে থাকা অন্যরা মোটরসাইকেলে পানি দিতে চাইলে ওই ব্যক্তি তাদের বাধা দেন। কারও কথা না শুনে নিজের গাড়িতে আরো পেট্রোল দিতে থাকেন।

কেনিয়া | মুজাহিদদের অসাধারণ এক অভিযানে ২৫ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় একটি অসাধারণ ও বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ১৫ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও ১০ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত রবিবার বিকেল বেলায়, কেনিয়ার উপকূলীয় লামু প্রদেশে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের উপর বড়ধরণের হামলা চালানো হয়েছে। যাতে ১৫ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও ১০ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সৈন্যদের একটি সাঁজোয়া যান।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্র থেকে জানা গেছে, লামু প্রদেশের কিউঙ্গা এলাকার কাছে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

ক্রুসেডার সেনারা যখন তাদের সামরিক বহর নিয়ে প্রদেশটির কিউঙ্গা এবং চিংগানি এলাকার মধ্য হয়ে যাচ্ছিল, তখন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন প্রথমে ক্রুসেডারদের বহর টার্গেট করে শক্তিশালী বোমা হামলা চালান, তারপর পজিশনে থাকা একদল জানবায মুজাহিদ ক্রুসেডার সৈন্যদের উপর তীব্র হামলা চালান। আর তাতেই হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

হিজাব পরিধান করায় অস্ট্রিয়ায় মুসলিম নারীর উপর বর্ণবাদী হামলা

হিজাব পরিধান করায় অস্ট্রিয়ায় এক মুসলিম নারী পশ্চিমাদের বর্ণবাদী হামলার শিকার হয়েছেন।

তুর্কি বংশদ্ভুত বোলাত নামে ভুক্তভোগী নারী জানান, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার একটি বাসে হিজাব পড়ার কারণে তাকে বিদ্বেষী আক্রমণ করা হয়।

ঐ মুসলিম নারী আরো জানান, বাসে এক নারী তার দিকে তেড়ে এসে বলে,"তোমার অন্ধবিশ্বাস নিয়ে তুমি তুরস্কে চলে যাও।"

বোলাত বলেন, এটা আমার জন্য খুব পীড়াদায়ক ঘটনা। জীবনে প্রথম এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। এসব ঘটনায় কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয় তা আমার জানা নেই।

আক্রমণের শিকার নারী আরও জানান, তিনি ওই বর্ণবিদ্বেষমূলক আচরণে প্রথমে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষী আক্রমণকারী তাকে ছাড় দেয়নি। বর্ণবাদী ঐ আক্রমণকারী তাকে অপমান ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেই যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে আক্রমণকারী তার দিকে থুথুও নিক্ষেপ করে।

এই ঘটনার পর ভুক্তভোগী ঐ মুসলিম নারী বাস থেকে নেমে যান। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হয়নি আক্রমণকারী। আক্রমণকারীও তার সাথে বাস থেকে নেমে যায় এবং বোলাতের পরিধেয় হিজাব টেনে ধরে। শক্ত করে হিজাবে টান দেয়ার ফলে হিজাবে সংযুক্ত সুচের আঘাতে বোলাত আহত হয়।

ভুক্তভোগী বোলাত বর্ণবাদী এই হামলা ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন। তিনি লিখেন,"আমার মনে হয়েছে এই ধরনের ইসলাম বিদ্বেষী হামলার বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান নেওয়া উচিত। সবাইকে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। শুধু হিজাব নয়, গায়ের রঙ অথবা নৃগোষ্ঠীগত কারণেও যেন কারো সাথে এমন আচরণ করা না হয়। এ ধরনের আক্রমণের শিকার হলে চুপ করে থাকাও উচিত নয়।"

ভুক্তভোগী মুসলিম নারী স্থানীয় পুলিশের কাছে অভিযোগ করে বলেন, আক্রমণকারী এর আগেও এ ধরনের বর্ণবাদী হামলা ঘটিয়েছে।

বোলাত বলেন,"আক্রমণকারী যদি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে থাকে, তবে হাসপাতালে তার চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। রাস্তায় অন্যের ওপর এ ধরণের বিদ্বেষমূলক আচরণ অগ্রহণযোগ্য।"

তাছাড়াও বাসে আক্রমণের সময় অন্য যাত্রীরা চুপ ছিল উল্লেখ করে ঐ মুসলিম নারী দুঃখ করে বলেন,"এ ধরণের বর্ণবাদী হামলা থামাতে তাদেরও চেষ্টা করা উচিত ছিল।"

প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহা বাড়ি ভারতে, অফিস করে বাংলাদেশে

চাকরি করেন সড়ক ও জনপথ অধিদফতরে; কিন্তু বাড়ি তার ভারতে। আর অফিস করছে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগে। সরকারের একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়ের অধীনে কীভাবে সে কাজ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবৈধভাবে ভারতে যাওয়া-আসা করেন ওই কর্মকর্তা। তার বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতিরও অভিযোগ। সে সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহা। তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সংসদীয় কমিটিতে। সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে সংসদীয় কমিটিতে তোলপাড়।

বৈঠক শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. একাব্বর হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহা অফিসের নিয়ম মেনে চলেন না। শুনেছি তিনি ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করেন। এ অভিযোগের সত্যতা জানতে আমরা তাকে তলব করেছি। কমিটির এক সদস্য বলেন, আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে, ভারতের কলকাতায় তুষার কান্তি সাহার বাড়ি-গাড়ি রয়েছে। তার পরিবারের সদস্যরা সেখানেই থাকেন। তিনি সরকারি কাজের অবহেলা করে প্রায়ই ভারতে যান। সংসদীয় কমিটির অভিযোগ প্রসঙ্গে তুষার কান্তি সাহার মোবাইলে কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেনি। পরে ক্ষুদে বার্তা দিলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি।

চকরিয়ায় ইমামের উপর সন্ত্রাসী হামলা; কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা, পুড়িয়ে দেয় বসতঘর

কক্সবাজারের চকরিয়ায় টর্চ লাইটের আলো চোখে পড়ার প্রতিবাদ করায় হাফেজ ফরিদুল আলম (৫৫) নামে এক মসজিদের ইমামকে কুপিয়ে আহত করেছে একদল সন্ত্রাসী।

শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড নোয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত ফরিদুল আলমকে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। ফরিদুল আলম ওই এলাকার মোহাম্মদ ইসমাইলের ছেলে ও ইলিশিয়া মাঝেরপাড়া জামে মসজিদের ইমাম।

আহত হাফেজ ফরিদুল ইসলাম জানায়, শুক্রবার রাত ৮টার দিকে আমার বাড়িতে অসুস্থ ছেলে আবদুল্লাহকে দেখতে ২ জন মেহমান আসে। তাদের নিয়ে বাড়ির উঠানে বসে নাস্তা করছিলাম। এসময় স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী নাজেম উদ্দিনের ছেলে নুরুল ইসলাম প্রকাশ লালাইয়াসহ তিন যুবক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এসময় আমার উঠানের দিকে টর্চ লাইটের আলো ফেললে মেহমানদের চোখে পড়ে। পরে মেহমানদেরকে আগ বাড়িয়ে বিদায় দেওয়ার পর চোখে টর্চ লাইটের আলো পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে চিহ্নিত সন্ত্রাসী নুরুল ইসলাম, তার সহপাঠি মো.মিনার ও জমির অতর্কিত ভাবে আমাকে বেধড়ক মারধর করে ও কুপিয়ে আহত করে। আমার শোর চিৎকারে পরিবারের লোকজন এগিয়ে এসে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন।

তিনি আরো বলেন, এ ঘটনার জের ধরে ১০-১২জন স্বশস্ত্র সন্ত্রাসী মিলে ঘরে শনিবার ভোর রাত সাড়ে ৪টার দিকে আমার বসত ঘরে আগুন দিয়ে জালিয়ে দেয় তাঁরা। সন্ত্রাসীদের দেয়া আগুনে এতে বসত ঘরসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ারুল আরিফ দুলাল বলেন, মসজিদের এক ইমামকে কুপিয়ে আহত করে তার বসতঘর জালিয়ে ভস্মিভুত করে দেওয়া খুবই দু:খজনক।

টর্চ মারার কারণ জানতে চাওয়াটাই ইমাম সাহেবের " বিরাট অপরাধ"। "শাস্তি" দিতে গিয়ে সন্ত্রাসীরা ইমাম সাহেবকে কুপিয়ে আহত করেই ক্ষান্ত হয়নি, সাথে সাথে তার ঘরবাড়ীও পুড়িয়ে দিয়েছে।
আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ঘটনাটা গত শুক্রবার রাতের। তিনদিন হয়ে গেল অথচ মিডিয়ায় এ নিয়ে কোন শোরগোল নেই। অপ্রাসঙ্গিক হলেও মিডিয়ার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বোঝানোর জন্য এখানে একটা কথা বলতেই হয়, কোন হিন্দুর ঘর পুড়লে ঘটনার তদন্ত ছাড়াই এখানে কিছু মিডিয়া সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোজা শুরু করে দিত।
হ্যা,হিন্দু হোক বা মুসলিম যার ঘরেই সন্ত্রাসীরা আগুন দিক এর বিচার অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু হাফেজ ফরিদুল ইসলাম একজন দুর্বল ইমাম বলে তার আলোচনায় আগ্রহ না দেখানোটা চরম অন্যায়। এই ঘটনায় শুধু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া না, সোশাল একটিভিস্টরাও তো নীরব। স্থানীয় পত্রিকার নিউজ ছাড়া আর তেমন কিছুই চোখে পড়েনি।
ইমাম সাহেবের ব্যাপারে আমাদের এই নিরবতা যে অন্যায় এই উপলব্ধিটুকু থাকা উচিত। কোন খুটির জোরে একজন ইমামকে অকারণেই এভাবে কোপানোর সাহস পায়, হলুদ মিডিয়া চুপ থাকলেও এই প্রশ্ন তোলার দায়িত্ব সোশাল একটিভিস্টদের।

অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুসলিম হলেও সকল শিক্ষক হিন্দু হওয়ায় ভোলার স্কুলে ইসলাম শিক্ষার ক্লাস হয়না ৩২ বছর ধরে

ভোলার তজুমদ্দিনে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩২ বছর কোনো মুসলিম শিক্ষক না থাকায় হচ্ছে না ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ক্লাস। ওই বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই মুসলিম হওয়ায় প্রতিনিয়তই বঞ্চিত হচ্ছেন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ থেকে।

সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে দীর্ঘ ৩২ বছর স্কুলটিতে কোনো মুসলিম শিক্ষক পদায়ন করা হয়নি। যে কারণে ওই বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত বেশিরভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বর্তমানে স্কুলটিতে অধ্যয়নরত ১৮৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২৪ জনই মুসলিম। কর্মরত পাঁচজন শিক্ষকের সবাই হিন্দু।

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী নিজুম আক্তার নুহা, পলি আক্তার ও হাফসা আক্তার বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ক্লাস হয় না। তাই ইসলাম ও নৈতিক বিষয় শিক্ষার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে একজন হলেও মুসলিম শিক্ষক দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ রাসেল বলেন, স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধর্মীয় শিক্ষক পদায়ন করা হয়নি।

উল্লেখ্য, ৯০% মুসলিমের দেশে বেশির ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থী হওয়ার পরও ৩২ বছরে একজনও মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এটা কি মুসলিম দেশে হিন্দুত্ববাদিদের আধিপত্য সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া নয়! এটা কি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা! সরকারী চাকরীর অধিকাংশ পদেই হিন্দুদের দখলে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষকই থাকে হিন্দু। নামে মাত্র ইসলাম শিক্ষার বিষয় থাকলেও ক্লাস করার বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

এভাবেই মুসলিম প্রজন্মকে ইসলাম শিক্ষা থেকে কৌশলে বিরত রেখে নাস্তিক ও ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ করে দিচ্ছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

স্কচটেপ পেচানো বিস্কুটের কার্টুনে পাওয়া গেল নবজাতক শিশু

বরগুনার পাথরঘাটায় স্কচটেপ পেচানো বিস্কুটের কার্টুনের ভেতর থেকে একটি ছেলে নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (২২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নবজাতকটি উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারের পর নবজাতকটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই নবজাতকটিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

জানা যায়, রাতে বরগুনার পাথরঘাটা পৌর শহরের বিএফডিসি মৎস্য ঘাট সংলগ্ন রাস্তার পাশে দেয়ালের ওপর একটি বিস্কুটের কার্টুন দেখতে পান স্থানীয়রা। এটি নিয়ে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা বিষয়টি পাথরঘাটা থানার ডিউটি অফিসারকে জানান। পরে পুলিশ গিয়ে কার্টনটি খুলে ভেতরে একটি ছেলে নবজাতককে দেখতে পায়। নবজাতকটির মুখে স্কচটেপ পেঁচানো ছিল।

উল্লেখ যে, এ ঘটনাগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়। এটি পশ্চিমা সভ্যতার নোংরা সংস্কৃতি অনুসরণের ফল। যা ধ্বংস করে দিচ্ছে পুরো মানব সভ্যতার পারিবারিক পবিত্র বন্ধনকে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর।

পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে ইসরাইলি সেনাদের গুলি : নিহত ৪

পশ্চিমতীরের জেনিন শহরে ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনারা। এতে চারজন মুসলিম নিহত হয়েছেন। এছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় আছেন অসংখ্য।

রোববার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে পশ্চিমতীরের জেনিন শহরে ফিলিস্তিনিদের ওপর এ সন্ত্রাসী হামলা চালায় ইহুদি সেনারা।

ফিলিস্তিনের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, রোববার সকালে পশ্চিমতীরের জেনিন শহরে ফিলিস্তিনিদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালায় দখলদার ইহুদি সেনারা। এতে ফিলিস্তিনিরা প্রতিবাদ জানালে নির্বিচারে গুলি চালায় ইসরাইলি আগ্রাসী বাহিনী। পশ্চিম জেনিনের বোরকিন নামে একটি গ্রামে ওই সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনী গুলিবিদ্ধসহ গুরুতর আহত হন।

আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে গুরুত আহত অবস্থায় সেখানে এক যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এদিকে, গুলিতে নিহত কয়েকজনের লাশ নিয়ে গেছে ইহুদি সেনারা।

নিহতদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন, আহমদ জাহরান, মাহমুদ হামিদান, জাকারিয়া বাদওয়ান।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, শনিবার মধ্যরাত থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত ইসরাইলি বাহিনী জেনিন শহরের ওই এলাকায় এ সন্ত্রাসী হামলা চালায়।

অন্যদিকে, এ ঘটনার আগের দিন মুহাম্মদ আলি খাবিসা নামের এক ফিলিস্তিনি যুবককের মাথায় গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসী ইহুদি সেনারা। সূত্র: কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

ফটো রিপোর্ট | কুন্দুজ ও তাখার প্রদেশের নিরাপত্তায়"মানসুরী ফোর্স" এর মুজাহিদগণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলায় নিযুক্ত করা হয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কয়েকটি স্পেশাল ফোর্সের হাজার হাজার মুজাহিদকে। এরই ধারবাহিকতায় এবার কুন্দুজ ও তাখার প্রদেশের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে মানসুরী ফোর্সের কয়েক হাজার মুজাহিদকে। যারা মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর যে কোনো হুমকি মোকাবিলা করবেন বলে জানানো হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার মানসুরী ফোর্সের মুজাহিদিন...

https://alfirdaws.org/2021/09/26/52853/

সোমালিয়া | রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে মুজাহিদদের শহিদী হামলা, ৩৬ এরও বেশি হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের সামনে একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন শাবাব মুজাহিদ। যাতে কমপক্ষে ৩৬ জন নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর শনিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের প্রধান নিরাপত্তা চৌকিতে একটি শহিদী হামলা চালানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের একজন মুজাহিদ একটি গাড়ি নিয়ে উক্ত শহিদী হামলাটি চালিয়েছেন। এতে গাড়ি বোমাটি বিস্ফোরিত হলে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাসহ সোমালিয়ার সরকারি মন্ত্রণালয়ের ১৬ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিহত হয়, এছাড়াও আরও ২০ এরও বেশি কর্মকর্তা আহত হয়। সেই সাথে মুরতাদ কর্মকর্তাদের ৬টি গাড়িও ধ্বংস হয়ে যায়।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন সোমালিয় মুরতাদ সরকারি কর্মকর্তাদের একটি কাফেলা রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে প্রবেশের জন্য চেকপোস্টে অপেক্ষা করছিল।

https://alfirdaws.org/2021/09/26/52850/

প্রথম আলো'র মাঝে শার্লি হেবদোর প্রতিচ্ছবি

কুফফারদের দালাল দেশীয় মিডিয়ার গুলোর মধ্যে প্রথমেই নাম আসে "দৈনিক প্রথম আলো"-র। দীর্ঘদিন যাবত একনিষ্ঠ ভাবে কুফফারদের দালালি করে আসছে এই মিডিয়াটি। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে আসছে ইসলামের নানা বিধি-বিধানকে। যেখানে তালিবানের বিজয় মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিয়েছে, সেখানে প্রথম আলো'সহ এই ধরণের সেকুলার মিডিয়াগুলো ব্যস্ত, নবগঠিত ইসলামিক ইমারতের ছিদ্রান্বেষণে। আফিম চাষ, নারী অধিকার, ইসলামি শস্তির বিধান (হদ) ও রাষ্ট্র গঠনের নানা দিক নিয়ে একের পর এক মিথ্যাচার করেই চলেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল ২৪ সেপ্টেম্বর প্রথম আলো "শাস্তি হিসেবে অঙ্গচ্ছেদ ফেরাচ্ছে তালেবান" শিরনামের একটি প্রতিবেদনে ইসলামের অকাট্য বিধানকে অবমাননাকর সাব্যস্ত করে। যেখানে, চুরি-ডাকাতি বন্ধে ইসলামের শাস্তির বিধানকে অবমাননা বলা হয়েছে। সেই সাথে কুরআন সুন্নাহ-য় উল্লেখিত ইসলামের শাস্তির বিধান স্পষ্টভাবে বলার কারণে ইসলামিক ইমারত অফ আফগানিস্তানের ধর্মীয় পুলিশের প্রধান মোল্লা নুরুউদ্দিন তোরাবিকে অসম্মান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দোহা চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদদের নাম কালো তালিকা থেকে মুছে ফেলার শর্ত থাকলেও, জাতিসংঘ নামক 'ভাঁড়' সংঘের নিষিদ্ধ তালিকায় এখনো রয়েছে ইসলামিক প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞ এই ধর্মীয় নেতার নাম।

ইসলামের প্রথম যুগে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যে শস্তির বিধানাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে মক্কার জাহেলি সমাজে ফিরিয়ে এনেছিলেন শান্তির সুবাতাস। আজ সেই একই বিধান ইসলামিক ইমারত প্রয়োগ করতে গেলে সেটাকে বলা হচ্ছে বর্বরতা। এর মাধ্যমে প্রথম আলো পরোক্ষভাবে মুহাম্মাদ ﷺ- কে বর্বর প্রমাণ করতে চাইছে। আসলে এই ধরনের সেকুলার মিডিয়াগুলো চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারী ও দখলদাদের পক্ষ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত। এদের কছে সত্য, ন্যয়, আদল, ইনসাফের কোন মূল্য নেই।

উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে ফ্রান্সের রঙ্গ ম্যাগাজিন শার্লি হেবদো মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করে। যা বিশ্বের প্রতিটি নবী প্রেমীর হৃদয়ে তা আঘাত হানে। ফলে ঐবছরের ৭ই জানুয়ারি দুইজন মুসলিম শার্লি হেবদোর হেডকোয়ার্টারে হামলা চালান। এতে নিহত হয় শার্লি হেবদোর কার্টুনিস্টসহ মোট ১২ জন রাসূল অবমাননাকারী, আহত হয় আরো ১১ জন শাতিমে রাসূল। স্বশস্ত্র সংগঠন আল-কায়েদা এই হামলার দায় স্বীকার করে।

বিশ্লেষকগণের মতে, প্রথম-আলোর এই ধরনের ইসলাম বিদ্বেষী প্রতিবেদন, ধর্মীয় বিধানাবলীর অবমাননা, কটাক্ষ, ইসলামিক ইমারত সম্পর্কে এমন মিথ্যাচার উপমহাদেশের এই জমিনে তাদের অবস্থানকে সন্দিহান করে তুলেছে। প্রথম আলোর মাঝে যেন শার্লি হেবদোরই প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন: শাস্তি হিসেবে অঙ্গচ্ছেদ ফেরাচ্ছে তালেবান- https://tinyurl.com/2zx2fjsj

---

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের ঘিরে পাক-তালিবানের তীব্র হামলা, মৃত ৩ সেনাকে ফেলে পলায়ন

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবান ও মুরতাদ সেনাদের মধ্যে তুমুল এক লড়াই সংঘটিত হয়েছে। প্রথমিক তথ্যমতে এতে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে এবং বাকিরা পালিয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত শনিবার ভোর ৬ টায়, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিওম সীমান্তের বোদার এলাকায় টিটিপির জানবায মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতেন অভিযান চালানোর জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। টিটিপির মুজাহিদগণ সেনাদের আসার সংবাদ পেয়েই মুরতাদ বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন এবং হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে গুলি চলতে থাকে। যাতে ব্যাপক হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। তালিবান সূত্রগুলো প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৩ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও অনেক সেনা আহত হয়েছে। বাকিরা ৩ সেনার লাশ যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়।

এদিকে টিটিপির মুজাহিদগণ পালিয়ে যাওয়া সেনাদের উপরও দীর্ঘক্ষণ হামলা চালান। যাতে আরও ডজনখানেক সেনার হতাহত হবার ধারনা করা হচ্ছে।

এদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে জানিয়েছেন যে, উক্ত এলাকায় মুজাহিদদের উপর হামলা চালাতে আসা মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সেনা সদস্যকে মুজাহিদগণ হত্যা করেছেন। তবে এসময় একজন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেন।

ইয়ামানে দেড় কোটির বেশি মানুষ খাদ্য সঙ্কটে

ইয়ামানের দেড় কোটিরও বেশি মানুষ খাবারের অভাবে রয়েছে। যার মধ্যে শিশুদের সংখ্যাই বেশি।

রবিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থার প্রধান ডেভিড বিয়াসলে সতর্ক করে জানিয়েছেন, অনাহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইয়েমেন। নতুন ফান্ড না এলে দেশটিতে অক্টোবর থেকে লাখ লাখ মানুষকে খাদ্য সহায়তা কমিয়ে দেওয়া হবে।

https://alfirdaws.org/2021/09/26/52837/

হিন্দুত্ববাদী সরকারের সমর্থনেই আহত মুসলিমের প্রতি ভারতীয় ফটোগ্রাফারের ক্রোধ

ভারতে আসামের সিপাঝাড়ের একটি ভিডিওতে একজন ফটোগ্রাফার মাটিতে নিঃসাড় শুয়ে থাকা একজন মুসলিম ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ও ভাইরাল হয়। ফটোগ্রাফারের সঙ্গে রয়েছে একদল পুলিশ সদস্য। বিজয় বানিয়া নামের এ ফটোগ্রাফারকে দারং জেলা প্রশাসন সিপাঝাড়ে একটি উচ্ছেদ অভিযানের ছবি তোলার জন্য ঘটনাস্থলে নিয়োগ করেছিল। ডন অনলাইন।

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটি ৩৩ বছর বয়সী মইনুল হক। বন্দুকে সুসজ্জিত পুলিশ সদস্যদের দল তার ওপর হামলে পড়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলির শব্দ শোনা গেল। ওই হামলায় মইনুল হক নিহত হন। তিনি সিপাঝাড়ের ধলপুর ৩-এ থাকতেন। পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে বুধবার রাতে তার গ্রামের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এসব বাসিন্দার বেশিরভাগই বাঙালি বংশোদ্ভূত মুসলমান। তাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে যাতে আসাম সরকার রাজ্যের আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত লোকদের দ্বারা জৈব চাষের জন্য জায়গা খালি করতে পারে।

আসাম এবং বাইরের বেশিরভাগ মানুষ যারা ভিডিওটি দেখেন তারা বানিয়ার হিংস্রতায় হতবাক। কোন ধরনের ঘৃণা কাউকে মৃত বা মৃত ব্যক্তির ওপর এ ধরনের অযৌক্তিক সহিংসতার জন্য প্ররোচিত করে? এটা কোথা থেকে এসেছে? বানিয়ার একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ ছিল না, বা বিচ্ছিন্ন বিদ্বেষও ছিল না। আসামের কয়েক দশকের ঘৃণ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করার নামে তথাকথিত বিদেশীদের শিকারে পরিণত করার সরকারের আবেগে এটি সক্ষম হয়েছে।

ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অফ সিটিজেন্স এনআরসি থেকে, যার উল্লেখিত লক্ষ্য 'অবৈধ অভিবাসীদের' নির্মূল করা, সীমান্ত পুলিশ থেকে আধা-বিচারিক ট্রাইব্যুনাল যা খুব কমই আইনের শাসন মেনে চলে, পরের সরকারগুলো এ আবেশকে খাওয়ানোর জন্য বিস্তৃত প্রক্রিয়া তৈরি করেছে। এটি রাজ্যের জনসংখ্যার একটি অংশের মধ্যে ক্রমাগত অবরোধের অনুভূতি তৈরি করতে সহায়তা করেছে।

এ রাজনীতি থেকে একটি বিষাক্ত অভিধান প্রবাহিত হয়েছে। এটি চিরতরে 'অবৈধ' শব্দটিকে 'অভিবাসীদের' সাথে সংযুক্ত করেছে। এটি বাঙালি বংশোদ্ভূত এবং বিশেষ করে মুসলমানদের অমানবিক এবং ব্র্যান্ডেড সম্প্রদায়, যারা 'অভিবাসী' এবং 'অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন।

২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের কয়েক মাস আগে রাজ্যে ভ্রমণ করার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসীদের 'ধৌড়' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এটি ভাইরাল হয়ে উঠেছিল। আসামে পুরাতন জাতিগত উত্তেজনা এখন একটি হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের বিদ্বেষের সাথে স্তরবদ্ধ। রাজ্যে আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে ২০১৬ সালে আসামে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথম ক্ষমতায় আসে।

পার্টির প্রাথমিক রাজনৈতিক বক্তৃতায় যা বলা হয়নি তা হ'ল এর অর্থ আদিবাসী এবং অমুসলিম সম্প্রদায়। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল, যা আসামে অননুমোদিত বাঙালি হিন্দু অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেবে, কিন্তু তাদের মুসলিম অংশীদারদের নয়।

আসামে দ্বিতীয় মেয়াদে, বিজেপির সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ক্রমবর্ধমানভাবে নিজেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পুনর্বিন্যাস করেছে, অসমিয়া স্বার্থকে হিন্দুত্বের সঙ্গে যুক্ত করেছে। চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে, সে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালায়, আসামকে বাঙালি বংশোদ্ভূত মুসলমানদের থেকে 'বাঁচাতে' সভ্যতর যুদ্ধ' হিসেবে ভোট দেন।

তার সরকার গরু সুরক্ষা আইন পাস করেছে এবং আন্তঃধর্ম বিবাহে বাধা সৃষ্টি করেছে। এটি এমন আইন ছিল যা 'আদিবাসী' এবং 'অভিবাসী' মুসলমানদের মধ্যে রেখাগুলোকে অস্পষ্ট করে। শর্মার আশেপাশে ঐক্যমত্য ছিল যে, স্থানীয় গণমাধ্যম এবং ভোটাররা প্রশাসক হিসেবে তার 'দক্ষতা' উদযাপন করেছে। যদিও সে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল।

ক্ষমতায় আসার পরপরই হেমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করে যে, সে রাজ্যজুড়ে ৭৭ হাজার বিঘা (২৫,৪৫৫ একর) সরকারি জমি খালি করবে। যারা এসব জায়গায় বাস করতেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালি বংশোদ্ভূত দরিদ্র মুসলমান। যদিও তারা আগে 'অবৈধ অভিবাসী' ছিল যাদের জীবন এবং বাড়িগুলো ব্যয়বহুল ছিল, কিন্তুতারা এখন 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী'।

বৃহস্পতিবার সিপাঝাড়ের ফুটেজ বের হওয়ার পরও শর্মা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে। প্রাণ হারানো এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর যে সহিংসতা দেখা গিয়েছিল, সে সম্পর্কে তার কিছু বলার ছিল না। বিজয় বানিয়ার ঘৃণ্য ক্রোধের জন্য সরকারী অনুমোদন আছে।

এটা একা সিপাঝাড় নয়, বৃহস্পতিবারের পর্বটি পুলিশের সহিংসতার দিকে নির্দেশ করে যা আসামে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। রাজ্যটির নিরাপত্তা বাহিনী বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা চালানোর একটি ভয়াবহ ইতিহাস রয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন জাতিগত জাতীয়তাবাদ আসামে সশস্ত্র আন্দোলনের জন্ম দেয়, তখন একটি সহিংস নিরাপত্তা ক্র্যাকডাউন অনুসরণ করা হয়। ১৯৯০-এর দশকে 'গোপন হত্যাকাণ্ড', সরকারের আশীর্বাদে পুলিশ কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড।

অসমের ঘটনার প্রতিবাদে কোলকাতায় বিক্ষোভ, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের পদত্যাগ দাবি

ভারতের বিজেপিশাসিত অসমে উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিবর্ষণে ২ জন নিহত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতায় বিভিন্ন গণসংগঠন বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পদত্যাগ দাবি করেছে। গত (শনিবার) অসম ভবনের সামনে কমপক্ষে ২০টি গণসংগঠনের নেতা-কর্মী ওই বিক্ষোভ প্রদর্শনে শামিল হয়।

গত (বৃহস্পতিবার) অসমের দরং জেলার সিপাঝাড়ের ধলপুরে উচ্ছেদ অভিযান চালানোর সময়ে স্থানীয় মানুষজন রুখে দাঁড়ালে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এ সময়ে পুলিশের গুলিবর্ষণে সাদ্দাম হুসেন ও শেখ ফরিদ নামে দু'জন নিহত হয়।

অসমের পুলিশ নিরীহ দরিদ্র মানুষদের উপরে গুলি চালিয়েছে এবং সরকারি সাংবাদিক কর্মী মৃতদেহের উপরে দাঁড়িয়ে নৃত্য করেছে! বাঙালিদের উপরে অসমে একেরপর এক যে অত্যাচার, নির্যাতন নেমে আসছে সেটাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনোভাবে মেনে নিচ্ছে না। কোভিড মহামারির মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে যে কোনও মানুষকে উচ্ছেদ করা যাবে না। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে অসমের বিজেপি সরকার পুলিশ দিয়ে আট শতাধিক দরিদ্র মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা থেকে ইবাদতগাহ মসজিদ পর্যন্ত প্রশাসনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি! অসম সরকারের এই অমানবিক নারকীয় কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ১৩ ক্রুসেডার ও ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাবের পৃথক ৩টি অভিযানে দখলদার কেনিয়ান, বুরুন্ডিয়ান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১৩ সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুসারে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের মাহদাই শহরের বার্নি এলাকায় ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক বহরে শক্তিশালী বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলশ্রুতিতে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে। সেই সাথে সামরিক বহরে থাকা ৭ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং অষ্টম সৈন্য আহত হয়েছে।

একইদিন দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার জিযু রাজ্যের আইলওয়াক শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। শাবাব যোদ্ধাদের উক্ত আক্রমণে ৩ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর আফজাউয়ী শহরেরও এদিন সোমালিয় মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে একটি আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। যাতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং একটি মোটরবাইক ধ্বংস করা হয়।

হেরাতে ৪ অপহরণকারীর লাশ ক্রেনে ঝুলিয়ে দিল তালিবান, অপরাধীদদের জন্য শিক্ষা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হেরাতে এক বন্দুকযুদ্ধে চার অপহরণকারী নিহত হয়েছে। পরে তাদের লাশ ক্রেনে ঝুলিয়ে রেখে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এসময় ক্রেনে ঝোলানো অপরাধীদের লাশের বুকে 'অপহরণকারীদের এমন শাস্তিই হবে' বার্তা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

গত শনিবার এ ঘটনা ঘটে। এবিষয়ে হেরাতের ডেপুটি গভর্নর মৌলভী শের আহমদ মুহাজির হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, তাদের মৃতদেহ বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে প্রদর্শন করা হয়। অপহরণ কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না এই 'শিক্ষা' দিতেই এমনটা করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা ভিডিও ও গ্রাফিক ইমেজে দেখা গেছে, একটি পিকআপ ট্রাকের পেছনে লাশগুলো রাখা। সেখানে ক্রেন দিয়ে এক অপরাধীর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তা দেখতে ভিড় করেছেন সাধারণ মানুষ।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ক্রেনে ঝোলানো এক অপরাধীর বুকে 'অপহরণকারীদের এমন শাস্তিই হবে' বার্তা সাঁটিয়ে দেওয়া ছিল।

প্রদেশটির গভর্নর বলেন, শনিবার একজন ব্যবসায়ী ও তাঁর দুই ছেলেকে অপহরণ করা হয় বলে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে খবর আসে। এরপরই পুলিশ শহর থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয় এবং মুজাহিদগণ অপহরণকারীদের তথ্য পেয়ে একটি

তল্লাশি চৌকিতে কয়েকজনকে আটকনোর চেষ্টা করলে তারা মুজাহিদদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরে সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় হয়।’

কয়েক মিনিটের ওই বন্দুকযুদ্ধে একজন মুজাহিদ আহত হন এবং চার অপহরণকারী নিহত হয়।

গভর্নর বলেন, এটি একটি ইসলামিক ইমারত। এখানে কেউ অন্য কারো ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে কাউকে অপহরণ করতে দেওয়া হবে না। যারা অপরাধের সাথে যুক্ত প্রমাণিত হবে, তাদের প্রত্যেককেই শরিয়ী আদালতে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

শনিবারের এ ঘটনার আগেও বেশ কয়েকটি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদগণ গত সপ্তাহেও অপহরণকারীদের থেকে একটি ছেলেকে উদ্ধার করেছেন। অন্য অপহরণের ঘটনায় যুক্ত এক অপহরণকারী মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় এবং অপর তিন অপরাধীকে মুজাহিদগণ বন্দী করতে সক্ষম হন।

https://ibb.co/QQq4r8T
https://ibb.co/J3FBBpn
https://ibb.co/BGc0v7F

২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ফ্রান্সের এক স্নাইপার কমান্ডো সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে বন্দুকযুদ্ধে এক ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

স্থানী সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে, বুর্কিনা ফাসো সীমান্তের কাছে মালির গোসি অঞ্চলের এন'ডাকি বসতির নিকট একদল বুন্দুকধারীদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় ক্রুসেডার ফরাসি সেনাদের। এসময় অজ্ঞাত বুন্দুকধারীদের হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৭তম স্নাইপার ব্যাটালিয়নের কমান্ডো "কর্পোরাল ম্যাক্সিম ব্লাসকো" নিহত হয়।

ফরাসি প্রতিরক্ষা বিভাগের জারি করা বিবৃতি অনুসারে,১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণকারী ব্লাসকো ২০১৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্সের দখলদারীত্ব টিকিয়ে রাখতে মালিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।

বামাকো নিউজ সহ মালি ভিত্তিক একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানায়, মালির গোসি অঞ্চলটি বর্তমানে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মজবুত একটি অবস্থানস্থল। ধারনা করা হচ্ছে পূর্বের হামলাগুলোর এটিও আল-কায়েদার সাথে যুক্ত মুজাহিদিনও করেছেন।

আফগান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ বেসামরিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পশ্চিমা দেশগুলোকে : তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানে গত ২০ বছরের দখলদারিত্বের সময় পশ্চিমা দেশগুলো বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ চালিয়েছে। এই যুদ্ধে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন- এমন প্রত্যেক বেসামরিক নাগরিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পশ্চিমা দেশগুলোর।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড আফগানিস্তানে বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ভাবছে।

এআইই কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে, ২০ বছরের এই দীর্ঘ যুদ্ধের সময় বিদেশি বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হামলায় আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ বেসামরিক লোক শহিদ এবং লক্ষ লক্ষ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তাই এসব হামলার সাথে জড়িত প্রতিটি দখলদার শক্তিরই জনগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধের সময় সারা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত বেসামরিকদের রেকর্ড তৈরি করে রাখা হয়েছে এবং যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা সরাসরি এই বেসামরিকদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

ক্রুসেডার আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দখলদার শক্তির দ্বারা ২০০১ সালে এবং পরবর্তী ২০ বছরের যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ বেসামরিক লোক নিহত, আহত, নির্যাতিত এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, তালিবানরা এই যুদ্ধাপরাধের তদন্ত এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দায়ী ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি নিয়ে জোরদার কাজ এবং প্রচারণা চালাচ্ছেন।

আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধাপরাধের তদন্ত চায় তালিবান

আফগানিস্তানে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধাপরাধের তদন্তের জন্য জাতিসংঘে (ইউএন) চিঠি দিবে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

তালিবান মুখপাত্র এবং ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপমন্ত্রী মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ স্পুটনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তাঁরা জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার কথা ভাবছেন।

গত ২৬ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের বিমানবন্দরে হামলা হয়। আইএসআইএস উক্ত হামলা ক্রুসেডার মার্কিন সৈন্যদের টার্গেট করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে যে, মার্কিন সৈন্যরা আক্রমণের পরেও গুলি করে এই অঞ্চলে বেসামরিক লোকদের হত্যা করেছে।

একই সময়ে, এই আক্রমণের কিছু দিন পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাবুলে ড্রোন হামলা চালায়, এতে কমপক্ষে ১০ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়, যাদের মাঝে কয়েকজন ছিল শিশু।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, "কাবুল হামলায় বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল মার্কিন সৈন্যদের খোলা গুলিতে।

কাবুল এবং বিমানবন্দরের আশেপাশের ঘটনাগুলির ফলে সাধারণভাবে নারী ও শিশুসহ অনেক বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং একটি আইনি সমস্যা। আমরা জোর দিয়ে বলছি যে, এটি স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধ। আমরা জাতিসংঘ এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছে এবিষয়ে অভিযোগ করব।"

যদিও জাতিসংঘে তালিবানদের আনুষ্ঠানিক এই অভিযোগ থেকে কোন ফল আশা করা যায় না, তবে মনে করা হচ্ছে যে, আফগানিস্তানের নতুন প্রশাসন ধীরে ধীরে মার্কিন সমর্থিত বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ নিয়ে কথা বলবেন এবং তাঁরা এসব যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধ জোর আওয়াজ তুলতে থাকবেন।

উইঘুর মুসলিমদের কুরআনের উপর মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করছে চীনারা

সম্প্রতি উইঘুর নারী গুলযার আলওকানকিয চীনা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে চাইনিজদের কর্তৃক বন্দী উইঘুর মুসলিমদের উপর চালানো নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন।

তবে সবচেয়ে অস্বস্তিকর যে বর্ণনাটি তিনি দিয়েছেন, তা হল - চাইনিজ গার্ডরা বন্দী মুসলিমদেরকে পবিত্র কুরআনের উপর মল-মূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করছে। যুক্তরাজ্যের উইঘুর ট্রাইব্যুনালে দেওয়া সাক্ষ্যে এমন বর্ণনা দেন গুলযার।

এর আগেও উইঘুর মুসলিমদের উপর চাইনিজদের অত্যাচারের বর্ণনা আমরা শুনেছি। পূর্ব তুর্কিস্থানের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমরা কুরআনের সম্মান বাঁচাতে পলিথিন ব্যাগে ভরে কুরআন নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

তবে গুলযারের এবারের বর্ণনা সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করছেন হকপন্থী উলামাগণ। কেননা কুরআন আল্লাহ্র কালাম এবং মুসলিমদের নিকট প্রাণাধিক প্রিয়। আর এই কিতাবের উপর যখন অসহায় বন্দী মুসলমানদেরকে মল-মূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, তখন সেটা তাদের কাছে মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রনাদায়ক।

উল্লেখ্য, উইঘুর ট্রাইব্যুনাল হল যুক্তরাজ্যভিত্তিক ট্রাইব্যুনাল যা চীনা সরকার ও এর বাহিনী কর্তৃক চীনের উইঘুর, কাযাক এবং অন্যান্য তুর্কি মুসলিমদের উপর চালানো মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার তদন্ত করে থাকে।

আর বিভিন্ন মাধ্যমে চীনা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে উইঘুর বন্দিদের সংখ্যা ১০ লাখ বলা হলেও, জেলফেরত বন্দিদের ভাষ্য ও স্থানীয়দের বর্ণনা অনুযায়ী এই সংখ্যা ৩০-৫০ লাখ!

শিবমন্দির নির্মাণের জন্য মুসলিমদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ; বুলডোজার দিয়ে ভাঙ্গা হল মাদ্রাসাসহ ২ মসজিদ

ভারতের আসাম রাজ্যের দরং জেলায় হিন্দুদের শিবমন্দির নির্মাণের জন্য সংখ্যালঘু মুসলিমদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের পর গত ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আশ্রয়চ্যুত মুসলিমদের বিক্ষোভে মালাউন পুলিশ গুলি চালিয়ে ২ মুসলিমকে নিহত করেছে।

স্থানীয় সাংবাদিকরা হিন্দুত্ববাদী পুলিশের গুলিতে অন্তত দুই মুসলিম নিহত ও কমপক্ষে দশজন আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে।

একটি সুবিশাল শিবমন্দির নির্মাণের জন্য হাজার হাজার বাঙালি মুসলিমকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার পর গত বৃহস্পতিবার সেই আশ্রয়চ্যুত মুসলিমদের বিক্ষোভে মালাউন পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালায়।

জানা যায়, রাজ্যের দরং জেলার ধলপুর হিলস ও সিপাহঝাড় এলাকায় প্রায় ৭৭ হাজার বিঘা জমি দখল করে বিশাল একটি শিবমন্দির বানানোর লক্ষ্যে মুসলিমদের বৈধ ভূসম্পত্তিতে আসাম সরকার দফায় দফায় উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে বেশ কয়েক মাস ধরেই।

সেই উচ্ছেদ অভিযানের সর্বশেষ ধাপে গত ২০ সেপ্টেম্বর সোমবার ওই অঞ্চলের প্রায় ৮০০ মুসলিম পরিবারের কমপক্ষে ৫ হাজার লোককে তাদের ভিটাবাড়ি থেকে জোড়পূর্বক উচ্ছেদ করে সেই জমি দখল করে নেয় হিন্দুত্ববাদী আসাম সরকার।

তারই প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার দরংয়ে উচ্ছেদ-বিরোধী কমিটির জমায়েতে পুলিশ গুলি ২ জন মুসলিমকে নিহত করেছে।

স্থানীয় সাংবাদিক দেবব্রত দত্ত একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে বলেন, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে সেল গড়ে তোলা হয়েছে তাদের ডাকে ধলপুর ১, ২ ও ৩ নম্বর গ্রামের কয়েক হাজার মুসলিম গত বৃহস্পতিবার জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হামলায় কমপক্ষে দশজন মুসলিম গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে আমরা জানতে পারছি।

সাংবাদিক দেবব্রত দত্ত আরো জানান, আসাম সরকার কর্তৃক জোড়পূর্বক উচ্ছেদ হওয়া সবাই বাঙালি মুসলিম যারা যুগ যুগ ধরে ধলপুরের চরাঞ্চলে বসবাস করছেন।

রহিমা শেখ নামে এক মুসলিম নারী বলেন, "নদীর বুকে বারবার ঘর বাঁধি আর সেই নদীর বুক থেকে বারবার আমাদের খ্যাদায়ে দেয়। অথচ আমাদের এনআরসি, প্যান কার্ড, ভারত সরকারের কাগজপত্র সব আছে।

নিজেরা খাই বা না-খাই সরকারি খাজনা ঠিকই দিয়ে যাচ্ছি। সেই তিরাশি সালেরও কত আগে থেকে আমরা এখানে থাকতেসি। তখন এখানে মন্দির-টন্দির কিছুই ছিল না, ছোট্ট একটা পাহাড় আছিল শুধু!"

অসমে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই নানাভাবে নিশানা করা হচ্ছে রাজ্যের ৩৫ শতাংশ জনসংখ্যার সংখ্যালঘু মুসলিমদের। বিজেপির দ্বিতীয় দফার সরকারে হিমন্ত বিশ্বশ্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শাসক দলের মুসলিম বিদ্বেষ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজ্যের সবক টি সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ করার পর, গাে-সংরক্ষণের নামে গাে-মাংস নিষিদ্ধ থেকে শুরু করে বেছে বেছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মহল্লাগুলিতে চালানাে হচ্ছে উচ্ছেদ অভিযান। ইতিমধ্যে বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যার সিংহভাগই মুসলিম। অথচ এদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। এবার উচ্ছেদের নিশানা অসমের বিস্তীর্ণ চর-চাপুরি অঞ্চলে। সেখানেও বেছে বেছে সংখ্যালঘু মুসলিমদেরই টার্গেট করা হচ্ছে। সম্প্রতি অসমের দরং জেলার সিপাকারে প্রশাসনের তরফ থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে মুসলিম পরিবারগুলোকে আশ্রয়হীন করা হয়েছে। সরকারি জমিতে বেআইনি দখল আখ্যা দিয়ে যাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তাদের কেউই হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসা পরিবার নয়। কয়েক পুরুষ ধরে তারা অসমের বাসিন্দা। ব্রহ্মাপুত্রের আগ্রাসী ভাঙনে ভিটে-জমি হারিয়ে তারা চর অঞ্চলে বসবাস করে আসছিলেন। ধলপুর, সিপাঝারে যাঁদের উচ্ছেদ করা হয়, সরিয়ে ফেলা হয়েছে তাদের বাঁশ-টালির মাথাগোঁজার ঠাইটুকু। এভাবেই বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসাসহ, ২ মসজিদ। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে ভেঙ্গে ফেলা মসজিদের সামনেই খোলা জায়গায় মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন।

https://ibb.co/qJmzfbM

মুজাহিদদের প্রতি ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সতর্কবার্তা

অতি সম্প্রতি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুহতারাম মোল্লা ইয়াকুব ওমারি (হাফিযাহুল্লাহ) ইমারতে ইসলামিয়ার সেনাবাহিনীতে থাকা দায়িত্বের প্রিত অবহেলা প্রদর্শনকারী ও অতি আবেগপ্রবণ সদস্যদের উদ্দেশ্য করে গুরুত্বপূর্ণ একটি অডিও বার্তা প্রেরণ করেছেন।

উক্ত বার্তায় তিনি বেশ কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে মুজাহিদদের হুঁশিয়ারি প্রদান করেন এবং নির্দেশ অমান্য করলে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবার কথাও ঘোষণা করেন।

বার্তাটি আল-ফিরদাউস এর অনুবাদক টিমের হাতে এসে পৌঁছেছে এবং বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য আমরা এর অনুবাদ পেশ করছি:

১. আমরা খবর পাচ্ছি যে কোনো কোনো কমান্ডার তাদের সাথে এমন কতক সৈন্য ও অফিসারদের নিয়োগ দিচ্ছেন, যারা দূর্নীতির সাথে যুক্ত। আমি আপনাদের সাবধান করছি: দূর্নীতির সাথে যুক্ত এমন সবাইকে দল থেকে বহিষ্কার করুন, অন্যথায় আমি আপনাদের পুরো স্কোয়াডকে বহিষ্কার করে দিব।

২. শিশুসুলভ আচরণ পরিহার করতে হবে। সরকারি গাড়ি ও সাঁজোয়াযান দিয়ে দেশজুড়ে আনন্দভ্রমণ করার কোনো অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি। অর্থহীনভাবে ভিডিও ফুটেজ ধারণ করা পরিহার করতে হবে।

৩. কোনো মুজাহিদের যদি কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা মনোমালিন্য থাকে, কোর্টে গিয়ে তার ফয়সালা করুন। আইনকে নিজের হাতে তুলে নিলে আপনাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৪. আপনারা সবাই ইমারতে ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। অতএব যথাযথভাবে ইউনিফর্ম ও পোশাক পরিধান করুন এবং কথার উপর লাগাম রাখুন। একজন প্রকৃত মুজাহিদের মত আচরণ করুন।

৫. আপনার কাজেকর্মে ইমারতে ইসলামিয়ার বদনাম যেন না হয়! ইমারতে ইসলামিয়া গড়ে উঠেছে শুহাদাদের রক্ত দিয়ে, তাঁদের কুরবানিকে কোনোকিছুর বিনিময়েই বিক্রি হতে দিবেন না।

৬. আমার কাছে সেনা সদস্যদের ব্যাপারে অনেকগুলো নালিশ এসেছে। তারা নাকি কতিপয় লোকের কারণে পুরো ইমারতে ইসলামিয়াকে দোষারোপ করছে এবং তাদের কমান্ডারদেরকে পর্যন্ত অমান্য করছে।

ধৈর্য্য ধরুন! আপনারা কি আপনাদের আমিরদের আনুগত্য করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব কুরবান করার ওয়াদা করেননি? আর আপনাদের কমান্ডাররা কি আপনাদের বিজয়ের পথে পরিচালিত করেননি?

নবগঠিত ইমারতে ইসলামিয়ার সেনাদলে শামিল হয়েছেন বহুসংখ্যক নতুন মুজাহিদ। এদের অনেকেই আবার প্রাক্তন মুরতাদ কাবুল সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছিল, অতএব ছোটোখাটো মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। মোল্লা ইয়াকুব ওমারি (হাফিযাহুল্লাহ) এর জ্ঞানগর্ভপূর্ণ এই পদক্ষেপ ইনশাআল্লাহ নবীন মুজাহিদদের ছোটখাটো ভুল সংশোধন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করবে।

মন্দির বানাতে মুসলিম উচ্ছেদ : বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে নিহত দুই

পূর্বভারতের রাজ্য আসাম, যেটি ইন্দো-ব্রিটিশ চক্রান্তে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শিয়াদের নির্লিপ্ততায় মুসলিমদের হাতছাড়া হয়েছিল বলে মনে করেন মুসলিম ইতিহাসবিদরা। সেই আসামেই এবার হিন্দুদের মন্দির বানাতে মুসলিমদেরকে তাদের বাপ-দাদার বসত-ভিটা থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হল, প্রতিবাদে রাস্তায় নামলে করা হল গুলি।

ঘটনাটি ঘটেছে আসাম রাজ্যের দরং জেলায়; ধলপুর গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরকে অনেক বড় আকারে গড়ে তোলার জন্য গত কয়েক মাস ধরেই আসাম সরকার সেখানে দফায় দফায় উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। আর বৃহস্পতিবার সেই আশ্রয়চ্যুতরা তাদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করলে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাতে গুলি চালায়। স্থানীয় সাংবাদিকরা পুলিশের গুলিতে অন্তত দু'জনের মৃত্যু ও আরো বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার খবর জানিয়েছেন।

মূলত আসামের দরং জেলার ধলপুর হিলস ও সিপাহঝাড় এলাকায় প্রায় ৭৭ হাজার বিঘা জমি দখল করে বিশাল একটি শিবমন্দির কমপ্লেক্স বানানোর জন্য রাজ্য সরকার সেখানে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে বেশ কয়েক মাস ধরেই। সেই অভিযানের সবশেষ ধাপে গত সোমবার ওই অঞ্চলের বাসিন্দা প্রায় আট শ' পরিবারের বেশ কয়েক হাজার মানুষকে তাদের ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে সেই জমি খালি করিয়ে দেয়া হয়।

কিন্তু সেই ভিটেমাটি-হারানোরা দাবি করছেন যে, তাদের কাছে সব ধরনের সরকারি নথি ও পরিচয়পত্রই থাকার পরেও কেবল মুসলিম হওয়ার কারণেই তাদেরকে জোড় করে উচ্ছেদ করেছে হিন্দুত্ববাদী সরকার। স্থানীয় সাংবাদিক দেবব্রত দত্ত জানিয়েছে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা সেলগুলোর ডাকে ধলপুর ১, ২ ও ৩ নম্বর গ্রামের বেশ কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন; সেখানে পুলিশের হামলায় অন্তত ১০ জন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে আমরা জানতে পারছি। তাদের মধ্যে অন্তত দু'জন নিহত হয়েছেন, একজনের লাশের ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

মুসলিম চিন্তাবিদরা বলছেন, আসামে হিন্দুত্ববাদী ভারত ও বিজেপি ইসলাম ও মুসলিম নিশ্চিহ্ন করার যে নীলনকশা ধাপে বাস্তবায়ন করে চলেছে, এই শিবমন্দির নির্মাণের নামে মুসলিম উচ্ছেদ ও হত্যা তারই ধারাবাহিকতা। এনআরসি করার পর যখন ১৯ লাখ লোকের নাম বাদ যায়, তখন সিএএ বিলের অধিনে বাদপড়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। তাঁর মানে স্পষ্টতই মুসলিমদের নাগরিক অধিকার কেরে নিতেই এই কাজ করেছে তারা। আর নাগরিকত্ব প্রমানে ব্যর্থ হওয়া মুসলিমদের জন্য রাজ্যজুড়ে নির্মাণ করা হচ্ছে চীনের আদলে বিশাল আকারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। আসামের মুসলিমদের ভাগ্যে যে আসলে কি ঘটতে চলেছে, এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে তা সহজেই অনুমেয়।

ইব্রাহিমি মসজিদে মুসলিমদের প্রবেশ বন্ধ করে দিল ইসরায়েল

হেবরনের ইব্রাহিমি মসজিদ নামে পরিচিত আল-খলিল মসজিদে মুসলিমদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে জায়নবাদী ইসরাইলি সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অভিশপ্ত ইহুদিদের সুকোত উৎসব পালন নির্বিঘ্ন করতে মুসলিমদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় মসজিদটি। খবর - মিডল ইস্ট মনিটর ও নয়া দিগন্ত।

নাপাক ইসরাইলি সেনারা হেবরনের পুরাতন শহরাঞ্চলে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের চলাচলের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যাতে করে এ ফিলিস্তিনিরা হেবরন শহরে প্রবেশ করতে না পারে এবং অভিশপ্ত ইহুদিরা নির্বিঘ্নে তাদের মনগড়া সুকোত উৎসব পালন করতে পারে।

মসজিদের পরিচালক শেখ হাফতি আবু স্নেইনা বলেন, "ইসরাইলি সেনাবাহিনী হেবরনের এ ইব্রাহিমি মসজিদের (আল-খলিল মসজিদ) প্রশাসনকে বলে যে মঙ্গলবার রাত থেকে শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত এ মসজিদ বন্ধ।" মিডল ইস্ট মনিটরের প্রতিবেদন অনুসারে, এ মাসের মধ্যে হেবরনের এ ইব্রাহিমি মসজিদকে তৃতীয়বারের মতো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১৪ মুরতাদ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে ১৪ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের বারাবি শহরে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যাতে সামরিক ঘাঁটিতে থাকা ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরোও ৬ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি আরও নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের লাগানো বোমা বিস্ফোরণে হতাহতের এই ঘটনা ঘটেছে। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন মুরতাদ সেনারা ঘাঁটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

পাকিস্তান | থানায় পাক-তালিবানের গ্রেনেড হামলা, হতাহত কতক সেনা

পাকিস্তানের বান্নু থানায় এক গ্রেনেড হামলার ঘটনায় কতক সেনা হতাহত ও ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানা গেছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮ টার দিকে পাকিস্তানের বান্নুর ডোমেল থানার ভিতরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে হ্যান্ড গ্রেনেড দ্বারা হামলা চালানো হয়েছে। যাতে থানার প্রধান ফটক ক্ষতিগ্রস্থ এবং সেখানে অবস্থানরত কতক সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র- মোহাম্মদ খুরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আসামে ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে ৩ জেলায় মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান, পুলিশের গুলিতে নিহত ২

ভারতের আসামে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা তকমা দিয়ে তিন জেলায় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে রাজ্যটির ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। বুলডোজার দিয়ে একের পর এক বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সশস্ত্র পুলিশ। মূলত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিদের ভিটেহারা করতেই এই উচ্ছেদ অভিযান বলে অভিযোগ করছে রাজ্যটির বিরোধীরা।

ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। তাতে দেখা যাচ্ছে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকা এক ব্যক্তির উপর ছুটে এসে লাফাচ্ছে এক ফটোগ্রাফার। পাশে দাঁড়ানো হিন্দুত্ববাদী পুলিশেরাও ওই গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির উপর লাঠি চালাচ্ছে। পুলিশের বরাতে

অসমীয়া প্রতিদিন জানায়, দ্বিতীয় দিনের মতো বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান চালানোর সময় প্রতিবাদকরায় গুলি চালায় পুলিশ। এ সময় পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত হয়।

দৈনিক যুগশঙ্খের এক খবরে বলা হয়, 'উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলো ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করছে। তাদের পূর্বপুরুষদের নাম ১৯৬৬ বা তার আগের ভোটার তালিকায় আছে। সকলের নাম এনআরসি তালিকায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকার তাদেরকে রোহিঙ্গা তকমা সেঁটে দিচ্ছে। এর আগের সপ্তাহে শোনিতপুর জেলার প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার উচ্ছেদ করে তাদেরকে বাংলাদেশি তকমা দেন বিজেপির নেতারা। হোজাই জেলায় কয়েকটি পরিবার উচ্ছেদ করে একই রকম মিথ্যা প্রচার করছে বিজেপি।

পত্রিকাটি জানায়, রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস ও এআইইউপিএফ জোট নেতারা বলছেন, নির্বাচনের পর প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি। কাউকে ব্যবসায় বাধা দিচ্ছে, কাউকে উচ্ছেদ করছে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দিচ্ছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সন্ত্রাসী দলের কর্মীরা।

ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদের নতুন প্রতীক হয়ে উঠেছে 'চামচ'

এবার প্রতীকী প্রতিবাদে শামিল ফিলিস্তিনিরা। জেলপলাতক ছয় বন্দির ব্যবহৃত 'চামচ'ই এখন নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলনে পতাকা ও ব্যানারের পাশাপাশি জনপ্রিয় প্রতীক হয়ে উঠেছে।

যদিও সর্বশেষ দুজন বন্দির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ছয় বন্দিই এখন ফিরেছে ইসরাইল প্রশাসনের কব্জায়। বন্দিদের জেল থেকে পালানোর ঘটনা কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনিদের ওপর ব্যাপক ধরপাকড় চালাচ্ছে ইসরাইলি পুলিশ। খবর আলজাজিরার।

ইসরাইলের চূড়ান্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি বন্দিরা পালানোর সময় চামচ ব্যবহারের কথা জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

৬ সেপ্টেম্বর ইসরাইলের কুখ্যাত গিলবোয়া কারাগার থেকে ছয় ফিলিস্তিন পালিয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, সুড়ঙ্গের মুখে অনেক মাটি রয়েছে। কিন্তু চামচ দিয়েই ওই মাটি খোঁড়া হয়েছে, ইসরাইল কারা কর্তৃপক্ষ এমন দাবি তুললেও তার কোনো চিহ্ন ছিল না।

তবে ফের বন্দি হওয়া এক ফিলিস্তিনির আইনজীবী বুধবার দাবি করেছেন, তার মক্কেল মাহমুদ আব্দুল্লাহ আরদাহ চামচ, প্লেট ও কেটলির হাতল দিয়ে কারাগারের সেল থেকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে বেরিয়ে গেছেন। গত ডিসেম্বরে মাটি খুঁড়তে শুরু করেছিলেন তিনি। ফিলিস্তিনিরা এটিকে এক ধরনের 'বিজয়' হিসাবে দেখছে।

ফিলিস্তিনি কার্টুনিস্ট মোহাম্মদ সাবানেহ বলেছেন, ঘটনাটি 'ব্ল্যাক কমেডি' এবং এতে ইসরাইলের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছে। তিনি চামচ নিয়ে কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। একটির শিরোনাম, 'মুক্তির সুড়ঙ্গ'।

ফিলিস্তিনের বাইরেও এই চামচ আলোচনায়। কুয়েতের শিল্পী মাইথাম আবদাল একটি বড় চামচের ভাস্কর্য তৈরি করেছেন। নাম দিয়েছেন 'মুক্তির চামচ'।

একইভাবে জর্ডানের আম্মানভিত্তিক গ্রাফিক ডিজাইনার রায়েদ আল-কানতানিও ছবি তৈরি করেছেন। যাতে দেখা গেছে, চামচ দিয়ে ছয়টি প্রতীকীভাবে একটি মুক্তির সেতু পার হচ্ছেন।

জেলপলাতক এই বন্দিদের সমর্থন করে রামাল্লা, বেথেলহেম, হেবরন ও পশ্চিম তীরে শত শত ফিলিস্তিনি জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করা ২৫ বছর বয়সি জিহাদ আবু আদি বলেন, দখলদারদের কারাগারে আটক ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সংহতি জানাতে আমরা জড়ো হয়েছি।'

জেনিনে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরাইলি বাহিনীর সংঘাত হয়েছে রোববার। এ সময় গণহারে ধরপাকড় চালিয়েছে ইসরাইলি পুলিশ। এমনকি শিশুদেরও গ্রেফতার করছে তারা।

রামাল্লাসংলগ্ন নীলিন শহর থেকে তেরো বছর বয়সি মোস্তফা আমিরাকে গত সপ্তাহে একটি খেলার মাঠ থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

তার বাবা খলিল আমিরা আলজাজিরাকে বলেন, মোস্তফা ও তার চাচাতো ভাইসহ ১০ জনকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ, আটকে রেখে মারধর করা হয় তাদের। মামলা বা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এ ধরনের গ্রেফতারে ক্ষোভ জানান খলিল।

পাকিস্তান | সেনাদের টহলদলে টিটিপির হামলা, নিহত দুই, আহত আরও এক

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ সেনাদের একটি টহলদলে হামলার ঘটনায় ৩ সেনা হতাহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে, বাজোর এজেন্সির লোই মামুন্দ সীমান্তের কিট-কোট এলাকায় মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি টহলদলের উপর ভারী হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। যাতে ২ মুরতাদ সেনা নিহত এবং অপর এক সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

হামলার পর তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের সফল হামলায় ৫ এরও বেশি মুরতাদ সদস্য নিহত

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৮টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।এরমধ্যে রাজধানী মোগাদিশুতে পরিচালিত হামলাতেই ৫ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিম আফজাউয়ী শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক চেকপয়েন্টে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। উক্ত হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২ সেনা সদস্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিন রাজধানীর করান জেলায় আরও একটি সফল অভিযান চালান আশ-শাবাবের নিরাপত্তা বাহিনীর মুজাহিদগণ। উক্ত অভিযানেও সোমালিয় এক পুলিশ সদস্য নিহত হয় এবং মুজাহিদগণ তার অস্ত্রটি জব্দ করেন।

এমনিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাই রাজ্যের বাইদাওয়ে শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারের সংসদ কমিটির সদস্য "লিবান কাদি আলী" কে টার্গেট করেও হামলা চালান আশ-শাবাবের নিরাপত্তা বাহিনীর মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে নির্বাচন কমিটির উক্ত সদস্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

অপরদিকে এদিন সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলিয় শাবেলী সুফলা এবং জুবা রাজ্যের ৫ টি শহরে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর যৌথ ৬টি ঘাঁটিতে একজোগে ভারী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসব ঘাঁটি থেকে যৌথভাবে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতো ক্রুসেডার কেনিয়ান ও উগান্ডান সেনাদের পাশাপাশি ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর।

আলহামদুলিল্লাহ্‌, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের একজোগে পরিচালিত এই সফল অভিযানগুলোতে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সেনা হতাহত এবং সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

’জঙ্গি’ ভেবে মন্দিরে পুলিশ সদস্যকে হত্যা করল সহকর্মীরা

ভারত দখলকৃত উত্তর কাশ্মিরের কুফওয়ারা জেলায় একটি মন্দিরে সন্দেহজনক ‘জঙ্গি’ ভেবে এক পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে তারই হিন্দুত্ববাদী সহকর্মীরা। বুধবার এ কথা জানিয়েছে উপত্যকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ জানায়, অজয় দার নামে এক পুলিশ সদস্য গভীর রাতে জোর করে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করে। মন্দিরে দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা সন্দেদভাজন জঙ্গি ভেবে গুলি করে। পরে তাকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই পুলিশ সদস্যের কানে হেডফোন লাগানো ছিল, সহকর্মীদের উচ্চশব্দ সত্ত্বেও তিনি সাড়া দেননি। পরে মন্দিরে থাকা পুলিশ কর্মীরা তাকে গুলি করে।

কাশ্মিরের বেশিরভাগ মন্দিরে পুলিশের পাহারা রয়েছে। অতীতে রাতের অন্ধকারে ‘ জঙ্গি’ মনে করে বেসামরিকদের গুলি করে হত্যা করেছে মালাউন বাহিনীর সদস্যরা।

বাদগিস প্রদেশে তালেবানের সমর্থনে বোরকা পরে মিছিল করলেন আফগান নারীরা

আফগানিস্তানের বাদগিস প্রদেশের রাজধানী কালা নু শহরে তালেবানের সমর্থনে একদল নারী মিছিল করেছেন। নারী অধিকার রক্ষা করার দাবিতে দেশটির রাজধানী কাবুলসহ আরো কিছু শহরে যখন প্রায়ই নারীদের বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সেসব মিছিলের ছবি প্রকাশিত হচ্ছে তখন তালেবানের সমর্থনে এ মিছিল হলো।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি দেখা যাচ্ছে বোরকায় আপাদমস্তক ঢেকে রাস্তায় নেমেছেন আফগান নারীরা।

গত ১৫ আগস্ট কাবুলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তালেবান এবং চলতি মাসের গোড়ার দিকে অস্থায়ী সরকার গঠন করে।

এদিকে তালেবানের সমর্থনে তাদের সমর্থক নারীরা এরইমধ্যে বেশ কিছু সমাবেশও করেছেন। এসব সমাবেশেও বোরকা আবৃত নারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সেনা-গেরিলা ভয়াবহ সংঘর্ষ; মিয়ানমারের থান্টলাং শহর ছেড়ে পালিয়েছে হাজারো মানুষ

ভারত সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের একটি শহরে দেশটির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গেরিলাদের ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনায় হাজার হাজার লোক পালিয়ে গেছে। মিয়ানমারের চীন রাজ্যের থান্টলাং শহরে গতকাল (মঙ্গলবার) এ ঘটনা ঘটেছে। প্রচণ্ড গোলাগুলির কারণে শহরের বহুসংখ্যক ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যায়। এতে শহরে বসবাসকারী ১০ হাজারের অর্ধেক লোক পালিয়ে গেছে।

সালাই থাং নামে একজন কমিউনিটি লিডার জানিয়েছে, সেনাবাহিনী ও গেরিলাদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন।

গত ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর দেশটি মারাত্মক গোলযোগের মধ্যে পড়েছে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত কয়েকশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

নোয়াখালীতে ইয়াবা বিক্রির সময় পুলিশ সদস্য গ্রেফতার

নোয়াখালীতে ইয়াবা বিক্রির সময় এক পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তার কাছ থেকে দুই দফায় ২ হাজার ৫৫০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃত মো. শহীদুল ইসলাম (২৬) নোয়াখালীর সদর উপজেলার নোয়াখালী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুর গ্রামের রুহুল আমিন মেম্বারবাড়ির রুহুল আমিনের ছেলে। তিনি কক্সবাজারের মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত।

বুধবার দুপুরে গ্রেফতারকৃত আসামিকে নোয়াখালী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নোয়াখালী পৌরসভার জামতলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইয়াবা বিক্রির সময় ৪০০ পিস ইয়াবাসহ তাকে নোয়াখালী পৌরসভার জামতলা এলাকা থেকে হাতেনাতে আটক করে। পরবর্তীতে তার দেখানো মতে সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়েনের উত্তর নারায়ণপুর গ্রামের ১টি কবরস্থান থেকে রাত সাড়ে ৮টার দিকে আরও ২ হাজার ১৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে নিজেকে কক্সবাজার জেলায় কর্মরত পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে স্বীকার করে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাইকালে ছাত্রলীগ নেতা আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার উজিরপুর এলাকায় এক গরু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাইকালে ছাত্রলীগ নেতাসহ দুজনকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। বুধবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। এর আগে মঙ্গলবার রাতে উজিরপুর-সাত্তার মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হল- উপজেলার উজিরপুর ইউনিয়নের তালপট্টি গ্রামের দুলালের ছেলে ও ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি হাসিব আলী (২৩) ও অটোচালক শিবগঞ্জ পৌর এলাকার শেখটোলা মহল্লার রাসেল আলী (২০)।

পাঁকা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন জানায়, উপজেলার চরপাঁকা কদমতলা গ্রামের মসফুল হকের ছেলে বাহাদুর আলী তর্তিপুর পশুহাট থেকে গরু বিক্রি করে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে উজিরপুর-সাত্তার মোড় এলাকায় পৌঁছলে ৬ জন ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ঠেকিয়ে তার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করার চেষ্টা করে।

এ সময় তিনি চিৎকার করলে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ও হাতেনাতে হাসিব ও রাসেলকে আটক করেন। এ সময় বাকি চারজন পালিয়ে যায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শিবগঞ্জ থানার ওসি ফরিদ হোসেন জানান, গরু বিক্রি করা ৫ লাখ ৩৮ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। বুধবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

তুরখাম সীমান্তে পাকিস্তানের পতাকা নামালেন তালিবান মুজাহিদিন

পাক-আফগান তুরখাম সীমান্ত অতিক্রমকালে একটি ট্রাক থেকে পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী পতাকা নামিয়ে দিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন।

সম্প্রতি পাক-আফগান তুরখাম সীমান্ত হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশকারী একটি ত্রাণবাহী ট্রাকের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যে ট্রাকটির সামনে পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী পতাকা উড়তে দেখা যায়। ভিডিওটিতে দেখা যায়, সীমান্ত হয়ে ট্রাকটি আফগানিস্তানে প্রবেশ করলে কয়েকজন তালিবান মুজাহিদ ট্রাকটির দিকে ছুটে আসেন। এসময় সীমান্তে দায়িত্বরত তালিবান মুজাহিদরা ট্রাকটির সামনে লাগানো পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ফেলেন এবং তাকবির ধ্বনি দিতে থাকেন।

ভিডিওর এক পর্যায়ে একজন তালিবান মুজাহিদকে বলতে শুনা যায় যে, এটি পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

এটা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

এ বিষয়ে তালিবান সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো থেকে মন্তব্য করা হয় যে, পাকিস্তানিরা তাদের মাটিতে ইসলামের পতাকা সহ্য করতে পারেনা, তারা রাসূল (সাঃ) এর রয়াতুত তাওহীদ এই কারণে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, এটি তালিবান মুজাহিদরা ব্যবহার করছে! তাই তালিবানরা কিভাবে পাকিস্তানের পতাকা আফগানের মাটিতে উড়তে দিতে পারেন?

অন্য একজন মন্তব্য করেন যে, এই মুজাহিদরা গর্বিত দেশপ্রেমিক, যারা তাদের মাটিতে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ পশতুনদের হৃদয়কে প্রশান্ত করেছেন। কেননা এই পতাকার দোহাই দিয়ে পাকিস্তান বছরের পর বছর পশতুনদের উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে।

অন্য একজন মন্তব্য করে বলেন, যাই হোক, এটা লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসা থেকে পাকিস্তান প্রশাসন কর্তৃক কালিমার পতাকা নামানোর প্রতিক্রিয়া।

https://ibb.co/gm2stJW
https://ibb.co/sjB7Fgz
https://ibb.co/FqWbnJy

ভারতের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা কালিম সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ

ভারত পুলিশের সন্ত্রাস বিরোধী নামক সন্ত্রাসী স্কোয়াড (এটিএস) উত্তর প্রদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা কালিম সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ভারতের স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় মাওলানা কালিম সিদ্দিকী লিসারি গেটের হুমায়ুন নগরের 'মাশাআল্লাহ মসজিদের' ইমামের বাসায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। রাত ৯টায় এশার নামাজের পর তিনি তার সাঙ্গীদের নিয়ে ফেরার উদ্দেশে রওনা করেন। কিন্তু সময় মতো বাসায় না পৌঁছানোয় পরিবারের লোকজন তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

পরে এই তথ্য মাশাআল্লাহ মসজিদের ইমামকে জানানো হয়। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা তাকে খোঁজাখোজি শুরু করে। তবে তার কোনো খোঁজ না পাওয়ায় লিসাদী গেট থানায় ভিড় করে তারা। গভীর রাত পর্যন্ত তারা সেখানে ছিল। এরপর পুলিশ তার গ্রেফতারের খবর নিশ্চিত করে।

এক বিবৃতিতে ভারত পুলিশের সন্ত্রাস বিরোধী স্কোয়াড জানিয়েছে, মাওলানা কালিম সিদ্দিকী জামিয়া ইমাম ওয়ালিউল্লাহ ট্রাস্ট পরিচালনা করেন। এই ট্রাস্টের অর্থ দিয়ে তিনি কয়েকটি মাদ্রাসা পরিচালনা করেন। এই ফান্ডে তিনি ব্যাপক পরিমাণে বিদেশি অর্থ গ্রহণ করেছেন।

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে উত্তর প্রদেশের এডিজি প্রশান্ত কুমার বলেছে, ধর্মীয় এই নেতার গণবিদ্রোহের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাশ হয়। এই আইনের জেরে বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে। আর সেই আন্দোলনের উপকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল দিল্লির শাহীন বাগ। এই আন্দোলন চলার সময় পুলিশ ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন কথোপকথন ফাঁস করে।

পুলিশ তদন্ত করে আরও জানিয়েছে, মাওলানা কালিম সিদ্দিকির ট্রাস্ট ৩ কোটির বেশি বিদেশি অর্থ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে দেড় কোটি এসেছে বাহরাইন থেকে।

মাওলানা কালিম সিদ্দিকী ভারতের বিখ্যাত আলেম মুসলিম ধর্মপ্রচারক। দেশটির হাজার হাজার অমুসলিম বিভিন্ন সময়ে তার আলোচনা ও প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজে জড়িতসহ বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকারী বহু অমুসলিমও তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এদিকে মাওলানা কালিম সিদ্দিকীকে গ্রেফতারের পরপরই স্থানীয়রা বিক্ষোভ মিছিল করেন। আম আদমি পার্টির আমানাতুল্লাহ খান এবং দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান এই ঘটনাকে 'মুসলিম নির্যাতন' হিসেবে আখ্যা দিয়ে নিন্দা জানান।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের গেরিলা হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এরমধ্যে গেরিলা হামলা ও স্নাইপার হামলায় ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গত (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর ওপর মুজাহিদিন কর্তৃক দুটি হামলা পরিচালনার দাবি করেছেন।

এরমধ্যে প্রথম অপারেশনটি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের রাজমাক সীমান্ত এলাকায় সংঘটিত হয়। উক্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের লক্ষ্য করে একটি সফল গেরিলা হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। যেখানে টিটিপির স্নাইপার ব্যাটালিয়নের দক্ষ শুটাররা দুই মুরতাদ সৈন্যের মাথা উড়িয়ে দেন। এসময় আরো ১ এরও বেশি সেনা স্নাইপারের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছে।

এদিন একই অঞ্চলের গারিওম সীমান্তের কাকাখাইল এলাকায় মুরতাদ সেনাদের লক্ষ্য করে আরও একটি সফল স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের সফল স্নাইপারের গুলিতে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

উত্তর প্রদেশে গত ৪ বছরে একজন মুসলিমকেও ঘর দেওয়া হয়নি

উত্তর প্রদেশে গত ৪ বছরে একজন মুসলিমকেও ঘর দেওয়া হয়নি। উত্তর প্রদেশে ২০১৯ সালের ‘এনসিআরবি’ তথ্যে প্রকাশ, এক হাজারেরও বেশি মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। গত (সোমবার) গুজরাটে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই মন্তব্য করে ওয়াইসি।

ওয়াইসি বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগি আদিত্যনাথের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেছে, ‘আমরা যোগির কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’য় ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ সালে একটি ঘরের কথা বলুন যেটা মুসলিমদের দেওয়া হয়েছে। অনুমোদন ছেড়ে দিন, কেবলমাত্র একটি ঘরের কথা বলুন যেটা মুসলিমদের দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ নিরক্ষরতার হারে উত্তর প্রদেশের মুসলিমরা আছেন। ৫/১৫ বছর বয়সী মুসলিম শিক্ষার্থীদের ড্রপ আউটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৫৯/৬০ শতাংশের কাছে। উত্তর প্রদেশে দুই শতাংশ মুসলিম স্নাতক হয়। সংখ্যালঘু উন্নয়নের কথা কী বলছেন উনি?’

সিরিয়া | ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন হুররাস আদ-দ্বীনের একজন কমান্ডার

সিরিয়ায় ক্রুসেডারদের ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার একজন কমান্ডার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, সম্ভাব্য ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বিমান বাহিনীর একটি ড্রোন (SOHA) গত ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

জানা যায় যে, ক্রুসেডারদের ড্রোন হামলার শিকার হওয়া উক্ত গাড়িটি ছিল আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের সংশ্লিষ্ট মুজাহিদদের।

স্থানীয় সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ইদলিব-বিন্নিশ সড়কে দিনের আলোতে যাতায়াতকালে গাড়িটি টার্গেট করে ড্রোন হামলা চালানো হয়। কিছু গণমাধ্যম উল্লেখ করেছে যে, ড্রোনটি ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

আল-কায়েদা সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের তথ্যমতে, উক্ত ড্রোন হামলায় তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের কমান্ডার শাইখ আবু হামযা আল-ইয়ামানী শহিদ হয়েছেন। তবে বাকি দু'জনের বিষয়ে মুজাহিদগণ এখনো কোন মন্তব্য করেন নি।

উল্লেখ্য যে, কিছু সূত্র বলছে, ক্রুসেডার আমেরিকার এই হামলার টার্গেটে ছিলেন শাইখ আবুল বারা আত-তিউনিসী। তবে হামলার পর শাইখের শাহাদাতের বিষয়ে এখনো সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

نسأل الله أن يتقبل أخينا و يحشره مع النبيين و الصديقين

মালি | মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৯ মুরতাদ সেনা হতাহত, ৫টি গাড়ি ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন JNIM মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৬ সেনা নিহত এবং ৩ সেনা আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ সেপ্টেম্বর মালির সেগু রাজ্যে দেশটির মুরতাদ "FAMA" বাহিনীর একটি টহলরত দলের উপর হামলা চালানো হয়। যাতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৬ সেনা নিহত এবং আরও ৩ সেনা আহত হয়েছিল। হামলার পর নিখোঁজ হয়েছে আরও ৩ সেনা। এছাড়াও উক্ত অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর ৫টি গাড়িও ধ্বংস হয়েছিল।

সম্প্রতি আল-কায়েদা শাখা "জিএনআইএম" এর স্থানীয় গ্রুপ কাতিব আল-মাসিনা উক্ত বরকতময় হামলার সুসংবাদ নিশ্চিত করে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওটিতে মুজাহিদগণ সেগু রাজ্যের অভিযান থেকে প্রাপ্ত গনিমতের কিছু দৃশ্য দেখান।

ভিডিওটিতে দেখা যায়, মুজাহিদগণ উক্ত অভিযান শেষে ২টি বাহনসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র গনিমত পেয়েছেন।

https://ibb.co/vmnsqh0
https://ibb.co/6Hbndsx
https://ibb.co/JBzRNrB
https://ibb.co/7VWx3qX
https://ibb.co/wdh9wL4

পাকিস্তান | টিটিপির সফল হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের বিজোর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন পাক-তালিবান মুজাহিদিন। এতে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত এবং অপর এক সেনা আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর রবিবার, পাকিস্তানের উপজাতীয় বাজোর এজেন্সির তারখো এলাকার কাছে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি টহল দলকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে এক মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

এই হামলার একদিন আগে, একই অঞ্চলের চার্মাং সীমান্তের হাশিম-গাও এলাকায় মুরতাদ এফসি কর্মীদের একটি পদাতিক দলকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালিয়েছিলেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যার ফলে ২ এফসি কর্মী নিহত এবং অন্য এক এফসি কর্মী আহত হয়েছে।

২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

কাশ্মীরে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, দুই মালাউন পাইলট নিহত

কাশ্মীরে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ভারতের দুই পাইলট নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের উধামপুর জেলার ঘন জঙ্গলে এই ঘটনা ঘটে। ভারতের সেনাবাহিনী এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে এই দুর্ঘটনায় মেজর এবং ক্যাপ্টের র‍্যাঙ্কের দুই কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।
এর আগে ভারত সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেবেন্দ্র আনন্দ জানায়, প্রশিক্ষণের সময় সেনাবাহিনীর একটি চিতা হেলিকপ্টার উধামপুর জেলার শিব গরধর এলাকায় বিধ্বস্ত হয়। এতে হেলিকপ্টারটির দুই পাইলট মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তাদেরকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই তারা মারা যায়।

এর আগে জম্মু-কাশ্মিরে সহকর্মীর গুলিতে নিহত হয়েছে এক সৈনিক। সোমবার বিকেলে জম্মু ও কাশ্মিরের কুপওয়ারা জেলায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানায় ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ। দুই সৈনিকের মধ্যে মতানৈক্যের এক পর্যায়ে একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে গুলি করলে এ ঘটনা ঘটে।

সেনা কর্তৃপক্ষ জানায়, সোমবার কুপওয়ারা জেলার লাসিপুরা গ্রামে টহল চলাকালে দুইজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পরে একজন সহকর্মীর গুলিতে অপরজন নিহত হয়।

কাশ্মিরে সহকর্মীর গুলিতে মালাউন সৈন্য নিহত

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মিরে সহকর্মীর গুলিতে নিহত হয়েছে এক সৈনিক। সোমবার বিকেলে জম্মু ও কাশ্মিরের কুপওয়ারা জেলায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানায় ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ। দুই সৈনিকের মধ্যে মতানৈক্যের এক পর্যায়ে একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে গুলি করলে এ ঘটনা ঘটে।

সেনা কর্তৃপক্ষ জানায়, সোমবার কুপওয়ারা জেলার লাসিপুরা গ্রামে টহল চলাকালে দুইজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পরে একজন সহকর্মীর গুলিতে অপরজন নিহত হয়।

সেনা মুখপাত্র আরো জানায়, টহলের মধ্যে তখন বিরতি চলছিল। এ সময় দুইজন সেনাসদস্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়ে। পরে তাদের একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিসকরা সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনায় নিহত বা দায়ী সৈনিকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম নিউজ১৮ এ ঘটনা জানিয়েছে।

মালাউনদের দুর্গাপূজায় হিন্দুঘেষা প্রধানমন্ত্রীর ৩ কোটি টাকা অনুদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৩ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর, এই অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এম এম ইমরুল কায়েস। সে জানায়, এদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অনুদানের চেক হস্তান্তর করেছে। আর তা গ্রহণ করে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ডা. দিলীপ কুমার ঘোষ।

ইসলামিক বই বিক্রির কারণে আর রিহাব পাবলিকেশনসের প্রকাশক ও মালিক হাবিবুর রহমান শামীম গ্রেপ্তার

রাজধানীর বাংলাবাজারের আর রিহাব পাবলিকেশনসের প্রকাশক ও মালিক হাবিবুর রহমান শামীমকে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । গত শনিবার বিকেলে পুরান ঢাকার বাংলাবাজার এলাকার ইসলামি বইয়ের মার্কেট ইসলামী টাওয়ার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)।

মোহাম্মদ আসলাম খান আরো জানান, তিনি ধর্মীয় বইয়ের প্রকাশনা সংস্থা 'আর রিহাব পাবলিকেশনস'র মালিক। তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের মোহনপুর। তিনি ২০১৬ সালে প্রকাশনা সংস্থাটি চালু করেন।

আওয়ামীলীগ প্রার্থীর সমর্থকেরা হাত কেটে দিল স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের

দেশজুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ এবং এর কর্মী-সমর্থকরা। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়েও তাদের গুন্ডাগিরি দেখানো চাই।

এরই ধারাবাহিকতায় স্বতন্ত্র ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থীর ১৫ জন সমর্থককে আহত করা সহ এক সমর্থকের হাতের কবজি কেটে নিয়েছে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াখালির হাতিয়ার বুড়িরচর ইউনিয়নে। স্বতন্ত্র প্রার্থী ফখরুল ইসলাম জানান, রোববার বিকালে সাগরিয়া বাজারে তাদের পূর্ব নির্ধারিত পথসভা ছিল। ৮নং ওয়ার্ডে থেকে লোকজন সাগরিয়া বাজার আসার পথে ইব্রাহীম মার্কেট এলাকায় আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জিয়া আলী মোবারকের লোকজন হামলা করে। এতে ঘটনাস্থলে ১৫ জন আহত হয়। এর মধ্যে জহির উদ্দিন বাবর (৪৫) নামে একজনের হাতের কব্জি কেটে দিয়েছে প্রতিপক্ষের লোকজন। আব্দুর রহমান (৪০) নামে আরো একজনকে মাথায় কুপিয়ে যখম করা হয়।

বুড়িরচর ইউনিয়নে নৌকার প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন জিয়া আলী মোবারক কল্লোল। প্রতিপক্ষ হিসাবে মাঠে অবস্থান করছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ফখরুল ইসলাম। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতেই এধরনের নেক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জিয়া আলী মোবারক কল্লোলের সমর্থকেরা বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসী আরও জানান, উপজেলা পরিষদ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়েছে। হাতিয়ার এই ঘটনাই মূলত দেশজুড়ে আওয়ামী গুন্ডাদের নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের চিত্র বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে।

আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পর ইসরায়েলের শরণাপন্ন সৌদি আরব

২০১৯ সালে সৌদি আরবের তেল উৎপাদন ক্ষেত্রে ইরান সমর্থিত হুতি গোষ্ঠীর হামলার প্রেক্ষিতে রাজধানী রিয়াদের কাছে থাকা প্রিন্স সুলতান বিমান ঘাঁটিতে থাড ও প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে সম্প্রতি তালিবান বিজয়ে নাস্তানাবুদ যুক্তরাষ্ট্র মিত্র আলে সৌদের বিপদ উপেক্ষা করেই সেগুলো সরিয়ে নিয়েছে; ফলে ইয়েমেনি হুথিদের হুমকির মুখে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পরে গেছে সৌদি আরব। উদ্বিগ্ন সৌদি তাগুত প্রশাসন তাই অপর মিত্র ইহুদিবাদি ইসরায়েলের দারস্থ হয়েছে। খবর - মিডল ইস্ট মনিটর ও মানব জমিন।

বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ ও বিশ্লেষণের জন্য পরিচিত 'ব্রেকিং ডিফেন্স ম্যাগাজিন'-এর বরাত দিয়ে মিডল ইস্ট মনিটর জানায়, ইসরাইল থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয়ের চেষ্টা করছে সৌদি আরব। ইসরাইলি প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি কোম্পানি রাফায়েল উৎপাদিত আয়রন ডোম এবং ইসরাইল এরো স্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরি বারাক ইআর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে কোনো একটি কিনতে যাচ্ছে সৌদি।

ইসরাইলের সামরিক সূত্র ম্যাগাজিনটিকে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমস্যা না থাকলে এই চুক্তিটি অত্যন্ত বাস্তবিক। অন্য আরেকটি সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, ইসরাইলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার জন্য সৌদি আরব পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে। তেল-আবিবের সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরেই এমন একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয়ের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে রিয়াদ।

এসকল বিষয় সহ আরও নানান প্রেক্ষাপটে আলে সৌদের ইহুদি প্রীতির বিষয়টি দিন দিন আরও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম জনমত উপেক্ষা করেই দিন দিন ইসরায়েলের সাথে সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলাকে মুহাম্মাদ বিন সালমানের 'ডিইসলামাইজেশন' প্রকল্পেরই অংশ বলে মনে করছেন হকপন্থী আলেমগণ।

২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রকাশিত হল আল কায়েদার ইতিহাস নিয়ে লেখা বই 'শাজারাত মিন তারিখিল কায়িদাহ'

সম্প্রতি আল কায়েদা জাজিরাতুল আরব শাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা শাইখ খুবাইব আস সুদানি'র লেখা সাড়ে চারশত পৃষ্ঠার বই 'শাজারাত মিন তারিখিল কায়িদাহ' প্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে মাকতাবা বাইতুল মাকদিস, যারা আল কায়েদাসহ বিভিন্ন মুজাহিদিন উলামা ও উমারাহ'র বই প্রকাশে প্রসিদ্ধ। ইতিমধ্যে অসংখ্য সাড়া জাগানো বই প্রকাশ করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

প্রধানত ৫ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই বইতে আল কায়েদার সূচনা থেকে নিয়ে সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যন্ত চলে এসেছে। যেহেতু লেখক আল কায়েদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা, সুতরাং এই বইতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

প্রথম অধ্যায়ে শাইখ উসামা বিন লাদেনের পাকিস্তান আগমন ও আল কায়েদা গঠনের পূর্বের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল কায়েদার গঠন থেকে নিয়ে শাইখ উসামা'র সুদান গমনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে শাইখ উসামা'র সুদান অবস্থানকালীন পুরো জিহাদি কর্মকাণ্ডের ইতিহাস উঠে এসেছে, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, শিশান ও ইয়েমেনে আল কায়েদার কর্মতৎপরতার ইতিহাস উঠে এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শাইখ উসামার দ্বিতীয়বার আফগানিস্তান গমন ও ৯/১১ এর পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ৯/১১ এর মোবারক হামলা ও তৎপরবর্তী রক্তাক্ত দাস্তান উঠে এসেছে। সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। যা বইটির মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনটি তথ্যের কথা আমি তুলে ধরতে চাই- এই বইতেই সর্বপ্রথম শাইখ উসামা'র সুযোগ্য সন্তান শাইখ হামজা বিন উসামা'র শাহাদাত হয়েছে বলে ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উনার নামের শেষে তাকাব্বালাহুল্লাহ লিখা হয়েছে।

দ্বিতীয় তথ্যটি হল আল কায়েদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব শাইখ আবু মুহাম্মাদ আলমিসরি উনার মেয়েসহ (উনার মেয়ে শাইখ হামজা বিন উসামা'র স্ত্রী ছিলেন।) ইরানে মোসাদের গুপ্ত হামলায় শহীদ হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় তথ্যটি হল বিখ্যাত কিতাবুস সাওরাহ' এর লেখক মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন যায়দান-ই যে আল কায়েদার অন্যতম ব্যক্তিত্ব শাইখ সাইফ আল আদিল, এই বইয়ের পাঠকের কাছে তা পরিস্কার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য এই কিতাবুস সাওরাহ' বইটি আল কায়েদার বাংলা ভাষার মিডিয়া আন-নাসর থেকে 'বিপ্লবের রূপরেখা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

পরিশেষে বলবো 'শাজারাত মিন তারিখিল কায়িদাহ' বইটি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি, যা প্রত্যেক গবেষক, পাঠক, উলামা ও তালিবুল ইলমদের পড়ার তালিকায় থাকা উচিত। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এই বইটির জায়গা পাওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে আল কায়েদাকে জানা উচিত। নিশ্চই এই ইতিহাস জানাটা আপনার ইতিহাস গড়ার সুগভীর পথচলাকে আরও সহজ করে তুলবে।

شذرات من تاريخ القاعدة

ডাউনলোড লিংক

https://archive.org/details/al-maqdis

https://ia601502.us.archive.org/29/i...%D8%A9%202.pdf

https://file.fm/u/cmq5rsurm

মহেশখালীতে ভোটকেন্দ্রে গোলাগুলি: নিহত ১

মহেশখালীর কুতুবজোম ইউনিয়নে একটি ভোটকেন্দ্রে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শেখ কামাল ও বিদ্রোহী প্রার্থী মোশাররফ হোসেন খোকনের সমর্থকদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় আবুল কালাম নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও চারজন।

সোমবার (২০ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে কুতুবজোম ৫ নং ওয়ার্ড পশ্চিম পাড়ায় জামিয়ুসসুন্নাহ দারুল উলুম দাখিল মাদরাসা কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই ওই কেন্দ্র এবং পার্শ্ববর্তী কুতুবজোম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রেও ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়।

কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম জানান, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আবুল কালাম নামে একজনকে গুরুতর অবস্থায় সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী শেখ কামাল জানান, ৫ নং ওয়ার্ড জামিয়ুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা কেন্দ্রে সকাল থেকে সুশৃঙ্খল ভাবে ভোটগ্রহণ চলছিল। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী মোশাররফ হোসেন খোকনের সমর্থকরা হঠাৎ ধারালো ছুরি নিয়ে কেন্দ্রে ঢুকে দুজনকে ছুরিকাঘাত করে। এরপরই পরিকল্পিতভাবে গুলি করে তারা। এ ঘটনায় আহতরা নৌকা প্রতীকের সমর্থক কর্মী বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ‘৫ নং ওয়ার্ডের জামিয়ুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা কেন্দ্রে দুই ইউপি সদস্যপ্রার্থী ফুটবল প্রতীকের ফরিদুল আলম ও টিউবওয়েল প্রতীকের জহিরুল ইসলামের সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেখানেও আমার লোকজন হামলা করেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।’

কাশ্মিরে মসজিদ বন্ধ, অন্যান্য উপাসনালয় খোলা

করোনার দোহাই দিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে কাশ্মিরের মসজিদগুলো। অথচ, অন্যান্য উপাসনালয় খোলে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার পাকিস্তানের জাতীয় একাধিক গণমাধ্যম ও টিভি চ্যানেল এ তথ্য জানিয়েছে।

করোনা মহামারীর অজুহাতে শুধু মসজিদগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা সহ্য করা যায় না। সরকার দাবী করেছে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাই নিরাপত্তা এবং করোনা ভাইরাসের অজুহাতে উপত্যকার বড় বড় মসজিদ বন্ধ রাখার যুক্তি নেই।

‘অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয় খুলে দেয়া হয়েছে। জনসমাগম হচ্ছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানও চলছে। তাহলে মসজিদ কেন বন্ধ? তাই পুরো উপত্যকা বিশেষ করে দরগাহ হযরত বিল এবং শ্রীনগর জামে মসজিদ অতিদ্রুত জুমার নামাজের জন্য খুলে দেয়া উচিত।’ সূত্র: ডেইলি পাকিস্তান, ডেইলি জং, জিও নিউজ, জিও টিভি।

জিহাদে উজ্জীবিতকরণের অভিযোগে মুসলিম প্রকাশনা বন্ধ করল ফ্রান্স

ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের অংশ হিসাবে ক্রুসেডার ফ্রান্স জিহাদে উজ্জীবিতকরণের অভিযোগ তুলে "নাওয়া এডিশন" নামে একটি মুসলিম প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে।

ফ্রান্সের ডানপন্থী অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন এক টুইট বার্তায় বলে,"আমি ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা "নাওয়া"কে বাজেয়াপ্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি কারণ তারা জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে বেশ কিছু কাজ করেছে। সংগঠনটির মূলধন ও মালিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।"

ফরাসি প্রশাসন অভিযোগ করে, নাওয়া এডিশনের প্রকাশকদের কর্মগুলো সার্বজনীনতা বিরোধী এবং পশ্চিমা মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

নাওয়া এডিশন তাদের ওয়েবসাইটে- ইসলামের আলোকে মানবতা ও রাজনৈতিক জ্ঞানকে উৎসাহিতকরণ; পশ্চিমা বিশ্ব, বিজ্ঞান, আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মতবাদ অধ্যয়ন করে এই শাখার পুনর্জাগরণে অবদান রাখতে চেয়েছিল।

এটা স্পষ্ট নয় যে, বর্তমানে অনিয়মিত এই প্রকাশনার ঠিক কোন বইটি ফ্রান্স সরকার জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণের কারণ হিসাবে সনাক্ত করেছে।
প্রকাশনাটির ফেইসবুক পেইজের বইগুলি মূলতঃ পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং সাইয়্যেদ কুতুবের মতো বিশিষ্ট ইসলামী রাজনীতিবীদদের বই।

ইসলামী প্রকাশনাটি জানায়, তাদের বিরুদ্ধে ফরাসি সরকারের আনীত অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক।

নাওয়া এডিশন একটি বক্তব্যে বলে,"যেহেতু মিডিয়া যা বলে আমরা তা বিশ্বাস করি, তাই আমাদের সংগঠন মূলত রাজনৈতিক কারণে বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা ফ্রান্সে সাম্প্রতিক যে ঘটনাবলী এবং ফরাসি সরকারের নির্দেশনা দেখছি, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফ্রান্সের নগ্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশ করে।...আমরা এবং আমাদের হাজারো পাঠক জানে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।"

উল্লেখ্য, গত বছর ক্রুসেডার ফরাসি সরকার কথিত জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ফ্রান্সের বৃহত্তম দাতব্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। তারা একই সাথে মসজিদগুলো ও ইমামদের উপর ঘৃণ্য আক্রমণ চালায়।

মুসলিমদের দাতব্য বারাকা সিটি প্রধান ইদ্রিস সিহামেদী জানান,"ফ্রান্স সরকার মৌলবাদী হয়ে উঠেছে। আমরা এমন এক আদর্শের মুখোমুখি হচ্ছি যা কেবল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, মুসলিমদের উপর প্রশাসনিক শাস্তি আরোপ করতে চায়।"

সোমালিয়া | উদ্বোধনের আগেই আল-কায়েদার হামলায় মুরতাদ সরকারের এয়ারপোর্ট ধ্বংস

সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় হিরান রাজ্যের বোলোবারদি শহরের একটি এয়ারপোর্টে বিস্ফোরক দিয়ে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের জানবায মুজাহিদীনরা।

বিভিন্ন সোমালি নিউজ পোর্টালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কুফফার জাতিসংঘের সর্বাত্মক সহায়তায় বোলোবারদি শহরের এই এয়ারপোর্টটি তৈরি করা হয়। সোমালিয়ার মুরতাদ সরকারের সেনা, রসদ ও সরঞ্জামাদি আনা-নেয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল এই এয়ারপোর্টটি।

মুজাহিদীনরা কোনো এক সময় এয়ারপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপনায় আইইডি (বিস্ফোরক) ও মাইন সেট করে রেখেছিলেন। এয়ারপোর্টটি উদ্বোধন হবার কয়েক ঘন্টা আগে তারা সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটান, ফলে সব স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায় এবং রানওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও বিস্ফোরণে এয়ারপোর্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সরকারি বাহিনীর ৫ সেনা আহত ও একজন নিহত হয়েছে।

বছরখানেক লাখ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে নির্মাণ করার পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর এয়ারপোর্টটির উদ্বোধন হবার কথা ছিল, কিন্তু উদ্বোধন হবার কয়েক ঘন্টা আগেই মুজাহিদীনদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় কুফফার জোটের বড় এই প্রজেক্ট পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রতিবছর এসব এয়ারপোর্ট ব্যবহার করে ক্রুসেডার জোট ড্রোন হামলা পরিচালনা করে এবং হত্যা করে সাধারণ মানুষদের। এই কারণেই মুজাহিদরা হামলা চালিয়ে থাকেন এসব স্থাপনায়।

‘সম্পূর্ণ সুস্থ’ ছাত্রলীগ নেতা তুলছে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী না হয়েও লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইদুল ইসলাম সরকার ওরফে বাবু (৩১) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করে ভাতা তুলেছে। ওই নেতা স্নাতকোত্তর পাস ব্যবসায়ী। সর্বশেষ উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে সে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনও করেছে। তাঁকে এই কার্ড করে দিয়েছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়। শুধু তা–ই নয়, এই ছাত্রলীগ নেতা প্রতিবন্ধী কার্ড করে প্রতিবন্ধী কোটায় সরকারি চাকরির চেষ্টাও করে বলে জানা গেছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আদিতমারী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মাইদুল ইসলাম সরকারের নামে ইস্যু করা বইয়ের নম্বর ৭৯৬। সোনালী ব্যাংক আদিতমারী শাখায় তাঁর সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ৫২০১৯০১০১৯৬০৯। ওই ৭৯৬ নম্বর বইয়ের বিপরীতে মাইদুল ইসলাম সরকার দুই দফায় সর্বমোট ১১ হাজার ২৫০ টাকা উত্তোলন করেছেন।

আদিতমারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয় ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের আদিতমারী শাখার ব্যাংক হিসাব বিবরণী সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের ৬ অক্টোবর সেখানে ৯ হাজার টাকা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা হিসেবে জমা হয়। এই টাকা মাইদুল ওই বছর ২০ অক্টোবর উত্তোলন করেন। এরপর দ্বিতীয় দফায় গত ১৫ মার্চ একই খাত থেকে ভাতা হিসেবে আরও ২ হাজার ২৫০ টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসেবে জমা হয়। এই টাকা গত ২৩ মার্চ উত্তোলন করেন।অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করে ভাতা তুলেছে।

https://i.imgur.com/EOnLCdH.jpg

১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

ভোলায় আবারো মালাউন গৌরাঙ্গ কর্তৃক রাসূল সা.-কে অবমাননা

ভোলায় হিন্দু উগ্রবাদী গৌরাঙ্গ কর্তৃক মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হজরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটূক্তি করেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ভোলায় গৌরাঙ্গ নামক এক মালাউন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান, মান ও মর্যাদাকে কটাক্ষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোষ্ট দিয়ে সারা বাংলাদেশ তথা সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানের কলিজায় আঘাত করেছে।-ইনসাফ

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি মহল রাসুল (সা.)এর বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটভিত্তিক অবমাননা করে যাচ্ছে। এজন্য দেশের শীর্ষ ওলামা মাশায়েখগণ বার বার দাবি জানিয়ে বলেছেন, আল্লাহ ও রাসুল (সা.) এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রাসুল (সা.)এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে বার বার রাসুল (সা.)কে অবমাননাকর বক্তব্য দিতে কেউ সাহস করতো না।

কিন্তু এ সরকার গোস্তাখে রাসূলদের বিচারের ব্যবস্থা না করে উল্টো উলামায়ে কেরাম ও তাওহিদী জনতার উপর নানা রকম জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অনেক নবী প্রেমিককে গুলি করে হত্যাও করেছিল।

কানাডার মুসলিমদের বাড়ছে দুশ্চিন্তা

নানা দুশ্চিন্তা ও ভীতির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে কানাডার মুসলিমদের। জি সেভেন দেশগুলোর মধ্যে কানাডায় ইসলামবিদ্বেষ থেকে সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান থেকে এ খবর জানিয়েছে দেশটির সংগঠন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব কানাডিয়ান মুসলিম (এনসিসিএম)।

কানাডার মোট জনসংখ্যার ৩.২ ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী। এদিকে ইসলামফোবিয়া রোধে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান দেশটির রাজনীতিবিদরা। কিন্তু আগামী ২০ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা সমাধানের আরো পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন দেশটির মুসলিমরা।

অ্যালবার্টার এডমনটনের আল-রশিদ মসজিদের যোগাযোগ ও জনসংযোগ পরিচালক নুর আল হেনেদি বলেন, মুসলিমদের মধ্যে ‘ভয় ও হতাশার অনুভূতি’ রয়েছে। কারণ এডমনটনের ঘটনার পর অনেক মুসলিম নারী মৌখিক ও শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত জুন মাস থেকে কানাডায় সতর্কতা বৃদ্ধি পায়। সেই সময় লন্ডনের অন্টারিও শহরের একটি মুসলিম পরিবারের চার সদস্যকে পিকআপে চাপা দিয়ে মারা হয়। তাদের একমাত্র ৯ বছর বয়সী একটি ছেলে গুরুতর আহত হয়ে রক্ষা পায়।

আল হেনেদি আরো বলেন, ‘এমনকি অনেক হিজাব পরা নারী ও মেয়েরা চুল ঢেকে রাখতে বিশেষ ধরনের টুপি পরে সন্ধাবেলা হাঁটতে বের হন। যেন তাদের দেখতে মুসলিম মনে না হয় এবং তারা যেন কারো টার্গেট না হয়।’

তিনি আরো বলেন, ‘তারা এখন আরো বেশি সতর্ক। এয়ারপড লাগিয়ে তারা হাঁটতে যান না। এখন তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তা ছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে হামলার কথা বলাও আমাদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক।’

আল হেনেদি জানান, ‘ফেডারেল পার্টির নেতারা মৌখিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন। বিশেষত ইসলামবিরোধী হামলার পর তাদের সক্রিয় ভূমিকার কারণে খুব বেশি ঘটনা ঘটেনি।’

‘আলবার্টা সরকার আল রশিদ মসজিদে মুসলিম নারীদের আত্মরক্ষার উদ্যোগ ও অন্যান্য কর্মসূচির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু এটা তৃণমূলের সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা জাতীয় বা প্রাদেশিক পর্যায়ে নয়।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমরা এ কথা বলব না, শব্দের গুরুত্ব কম। তবে সেগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। বরং আমাদের মৌলিকভাবে পরিবর্তন দরকার। এই সমস্যাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া জরুরি। কারণ আমরা আর কোনো প্রাণ হারাতে চাই না।’

২০১৭ সালে ইসলামফোবিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কানাডায় ১১ জন মুসলিমকে হত্যা করা হয়। একই বছর কিউবেক সিটির ছয় মুসল্লিকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে টরেন্টো মসজিদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কর্মরত একজন বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাত করা হয়। কানাডার অনেক মসজিদে চিঠি দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়।

ফ্রান্সে মোহাম্মদ নাম নিষিদ্ধ করার আহ্বান নিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে ইহুদি প্রেসিডেন্টপ্রার্থী

বিভিন্ন সময়ে ঘৃণা উসকে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ফ্রান্সের সাংবাদিক, লেখক এরিক জেমুরের বিরুদ্ধে। এই উগ্র ডানপন্থী লেখক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এবার মোহাম্মদ, কেভিন ও জর্ডানের মতো বিদেশি উচ্চারণের নাম নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

সম্প্রতি তার নতুন একটি বইয়ের প্রচারে নেমে গণমাধ্যমে দেওয়া কয়েক দফা সাক্ষাৎকারে সে এমন আহ্বান জানিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াইয়ে নামার ভিত্তি তৈরি করছে। দ্য টাইম, এএফপি ও গার্ডিয়ান এমন খবর দিয়েছে।

এতে ফ্রান্সের উগ্র ডানপন্থীদের মধ্যে তার প্রভাব আরও শক্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফরাসি দৈনিক লা ফিগারোর রাজনীতি বিষয়ক সাংবাদিক ছিল। টেলিভিশনে দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং অনুষ্ঠানে ইসলাম ও অভিবাসীদের নিয়মিতভাবেই ভর্ৎসনা করে আসতে দেখা গেছে তাকে।

চলতি গ্রীষ্মের শুরুতে প্যারিসের বিভিন্ন অঞ্চলে এরিক জেমুরের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার পক্ষে পোস্টার দেখা গেছে। সম্ভাব্য প্রচারের জন্য তার সমর্থকেরা তহবিল তুলতে শুরু করেছে।

বইয়ের প্রচারে চলতি সপ্তাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভক্তদের মুখোমুখি হয়েছে। এতে নিয়মিতভাবেই ইসলামবিদ্বেষ ও বর্ণবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে এই লেখক। তার তুলনায় অভিবাসীবিরোধী কট্টরপন্থী লা পেনকে অনেকটা নরম সুরের বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

গেল এক দশকে ফ্রান্সে সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া বইয়ের তালিকায় শীর্ষে থাকছে এরিক। সে বলেছে, এক শতকের মধ্যে ফ্রান্স আর থাকবে না কিংবা তা ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হয়ে যাবে। কাজেই মুসলিম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এখনই ধরপাকড় শুরু করতে হবে।

নতুন বইয়ে সে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নিজেকে সামান্তরালভাবে তুলনা করেছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে ফ্রান্সে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে লড়াইয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুলে ম্যাক্রন ও উগ্রপন্থী ম্যারিন লা পেন চূড়ান্ত পর্বে উঠতে পারবে বলে জনমত ভোট বলে দিচ্ছে।

ইহুদি বর্বর জাতিগোষ্ঠীর সদস্য এরিক জেমুর প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেছে। তার বাবা ১৯৫০-এর দশকে আলজেরিয়া থেকে অভিবাসী হিসেবে ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছে।

এই সাংবাদিক বলেছে, আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে শিশুদের নামের প্রথম অংশ অ-ফরাসি রাখা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানেরা তাদের সন্তানদের মোহাম্মদ নামে ডাকতে পারবেন না। তবে নামের মাঝে মোহাম্মদ থাকতে পারবে।

তবে এটিকে হাস্যকর ও ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন ফরাসি জ-মাইকেল জার। তিনি বলেন, ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য হচ্ছে সবচেয়ে ইতিবাচক উদহারণ। সেখানে বহু শিশকে মোহাম্মদ নামে ডাকা হচ্ছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৫ এরও বেশি মুরতাদ সেনা নিহত, আহত আরও অনেক

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেনন। যাতে ৫ এরও বেশি মুরতাদ সেনা নিহত এবং অর্ধডজনেরও বেশি সেনা আহত হয়েছে।

টিটিপির অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায়, গত ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টার দিকে, ওয়াজিরিস্তানের মির-আলি সীমান্তে অবস্থিত হেডকোয়ার্টার হাসপাতালের কাছে অবস্থানরত পাকিস্তান মুরতাদ সেনাদের উপর সফলভাবে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

মুজাহিদগণ তাদের হামলাটি এমন সময় চালিয়েছেন যখন সেনারা নাস্তা খাচ্ছিল। গ্রেনেড হামলার পরপরই টিটিপির কমান্ডোরা সেনাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করেন, এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সেনা সদস্য নিহত হয় এবং আরও বেশ কিছু সেনা সদস্য আহত হয়।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের জোড়া হামলা, হতাহত অনেক

পাকিস্তানের খাইবার ও ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনী ও টিটিপির মুজাহিদদের মাঝে ২টি তীব্র হামলা সংঘটিত হয়েছে। এতে উভয় বাহিনীতে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে।

সূত্র অনুযায়ী, গত ১৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া অঞ্চলের লোয়ার দির জেলার বাঁনশাহী এলাকায় একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবানের মুজাহিদগণ। হামলাটি মুরতদা এফসি বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে চালানো হয়। যার ফলে গাড়িটি ধ্বংস এবং তাতে থাকা সমস্ত এফসি কর্মী নিহত ও আহত হয়।

একইদিন, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের রাজমাক সীমান্তে মুরতাদ সেনাবাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদদের একটি অবস্থানে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অভিযান চালাতে আসে। ফলশ্রুতিতে সেখানে মুজাহিদ ও মুরতাদ বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই শুরু হয়।

টিটিপির মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী জানান, উক্ত অভিযানে টিটিপির তীব্র হামলায় মুরতাদ বাহিনীর এক সেনা ক্যাপ্টেন মারাত্মকভাবে আহত হয়। তবে এসময় আমাদের দুই মুজাহিদ সাথী ভাইও শহীদ হন।

এদিকে স্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে যে, টিটিপির হামলায় আহত হওয়া উক্ত সেনা ক্যাপ্টেনসহ বেশ কিছু মুরতাদ সেনা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেছে।

মুরগি না দেওয়ায় দোকানিকে মারধর- ডাকাতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের

রাজধানীর পলাশী বাজারের এক মুরগি ব্যবসায়ীকে মারধর করে দোকান থেকে ১০-১২ হাজার টাকা ছিনতাই ও দোকানিকে পিস্তল দেখিয়ে গুলি করার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ। আর এ অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পলাশী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

ওই ব্যবসায়ীর নাম নুরুজ্জামান ওরফে মোজাম্মেল। হামলাকারী ও ছিনতাইকারীদের নাম বলতে না পারলেও তিনি বলছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (এসএম হল) সংসদের সাবেক ভিপি ও হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি এম এম কামাল উদ্দিন এবং হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মিলন খান এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

নুরুজ্জামান গণমাধ্যমকে অভিযোগ করে বলেন, 'আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। কামাল ও মিলনরা প্রায়ই জুনিয়র ছেলেপেলেদের পাঠিয়ে টাকা ছাড়া আমার দোকান থেকে মুরগি নিয়ে যায়। প্রতিবাদ করলে তারা আমাকে গুলি করার হুমকি দেয়। আজ সন্ধ্যায় কামালের পক্ষ থেকে চারজন এসে আমার কাছে দুটি মুরগি চায়। আগের টাকা না পাওয়ায় আমি তা দিতে রাজি হইনি। তখন তারা আমাকে দোকান বন্ধ করতে বলে। কারণ জানতে চাইলে কিছু না বলে তারা আমার শার্টের কলার চেপে ধরে ও গালাগালি করতে থাকে। একপর্যায়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে আরও সাত-আটজন সেখানে আসে। মাছের দোকান থেকে বঁটি নিয়ে আমাকে কোপ দিতে তেড়ে আসে। পিস্তল দেখিয়ে আমাকে গুলি করার হুমকি দেয় তারা। দোকানের সামনে থাকা বালতি ও ড্রাম তারা লাথি দিয়ে ফেলে দেয়। ক্যাশ ভেঙে তারা আমার সারা দিনে বেচাকেনার ১০-১২ হাজার টাকা নিয়ে গেছে।'

'আমাদের নিরাপত্তা কে দেবে?' এমন প্রশ্ন করে নুরুজ্জামান বলেন, 'এ ঘটনায় আমি মামলা করব।'- প্রথম আলো

ঘটনার কিছুক্ষণ পর পলাশী বাজারে গিয়ে দেখা যায়, দোকানিদের একটি অংশ বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ও উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। দোকানিরা এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এসময় বাজারের পাশেই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এসএম হল শাখার ১৫-২০ জন নেতা-কর্মী মারমুখী অবস্থায় অবস্থান করছিলো।

এদিকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উল্টো দোকানিকে গাঁজা ব্যাবসায়ী বলে চালিয়ে দিয়ে হয়রানি করছে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ দাবি করে, গাঁজা বিক্রির খবর পেয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাঁর দোকানে গিয়েছিল। তারা মুরগি চুরি করতে যায়নি।

সিরিয়া | নুসাইরী ও রুশ সেনাদের একাধিক দুর্গে মুজাহিদদের হামলা

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী সরকারি বাহিনী ও দখলদার রাশিয়ান সেনাদের একাধিক সামরিক দুর্গে হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলাম গ্রুপের মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদা সমর্থক কুর্দি জিহাদী গ্রুপটির অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ১৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, সিরিয়ার হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে অবস্থিত দখলাদর রাশিয়ান সেনাদের একটি দুর্গ লক্ষ্য করে হামলা

চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ। সূত্রটি জানায়, রাশিয়ান সেনাদের দুর্গ লক্ষ্য করে 120mm ক্ষমতার মর্টার শেল দিয়ে মুজাহিদগণ হামলা চালিয়েছেন, যা ক্রুসেডার সেনাদের দুর্গে সরাসরি আঘাত হানে বলেও নিশ্চিত করেছেন মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে লাতাকিয়া সিটির জাবালুল আকরাদ অঞ্চলেও এদিন হামলা চালান মুজাহিদগণ। আনসার আল-ইসলামের সংবাদ সূত্র জানায়, এলাকাটিতে অবস্থিত ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনী ও নুসাইরী শিয়া মিলিশিয়াদের দুর্গ লক্ষ্য করে এখানেও মুজাহিদগণ 120mm সক্ষমতার মর্টার শেল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন। যা সরাসরি কুফফার সেনাদের দুর্গে আঘাত হানে, যার ফলে সেনাদের তাঁবুগুলিতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। আলহামদুলিল্লাহ্

পাকিস্তান | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সী ও খাইবার অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যাতে স্নাইপার আঘাতে ৩ এবং টার্গেট কিলিং অপারেশনে আরও ১ সেনা নিহত হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, গত (১৬ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার রাতে বাজোর এজেন্সির নওগাই সীমান্তের কামানগাড়াহ এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনীর আদম-খান চেকপোস্টে অজ্ঞাত দিক থেকে আক্রমণ চালান টিটিপির মুজাহিদগণ।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার সংবাদ নিশ্চিত করে জানান যে, হামলাটি একটি স্নাইপার রাইফেল দিয়ে করা হয়েছিল। যাতে ২ সেনা সদস্য নিহত এবং অপর ১ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

একইদিন মধ্য রাতে খাইবার পাখতুনখাওয়ার মার্দান জেলার তখত-ভাই সীমান্তে দেশটির মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে গুলি চালান টিটিপির মুজাহিদগণ।

হামলার ঘটনাটি ঘটে তখত-ভাই সীমান্তের "চিরাগ দিন গাঁও" এলাকায়। যেখানে সশস্ত্র মুজাহিদগণ পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে হামলা চালটন। এতে পুলিশের এক এএসআই শাহ ফয়সাল মুজাহিদদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

টিটিপির মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উভয় হামলার সুসংবাদ নিশ্চিত করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে কাজ করছে তালিবান: সেনাপ্রধান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সেনা প্রধান ক্বারী ফসিহউদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এমন একটি পরিকল্পনা নিয়ে বর্তমানে কাজ শুরু করেছে যা বাস্তবায়িত হলে আফগানিস্তানকে একটি সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী উপহার দেওয়া যাবে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রায় দুই সপ্তাহ পর দেশটির ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান ক্বারী ফসিহউদ্দিন (হাঃ) বুধবার বলেছেন, তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক ও সুসংগঠিত একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করার জন্য কাজ করছেন।

সেনা প্রধান বলেন, সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে।

তিনি আরও বলেন "আমাদের প্রিয় দেশ আফগানিস্তানের একটি নিয়মিত এবং সুসংগঠিত শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকা উচিত, যাতে সহজেই আমাদের দেশকে রক্ষা করা যায়।"

তিনি এও জোর দিয়েছিলেন যে, এই সেনাবাহিনীর সদস্যরা আফগানিস্তানের নিরাপত্তার জন্য যে কোনো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক হুমকির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়াবেন এবং প্রতিহতরররর করবেন।

ফাসিহউদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, নতুন সেনাবাহিনীর জন্য সাবেক সরকারের সৈনিক ও কর্মকর্তাদেরও নিয়োগ দেওয়া হবে। " এই ক্ষেত্রে যারা প্রশিক্ষিত এবং পেশাদার তারা আমাদের নতুন সেনাবাহিনীতে থাকা উচিত। আমরা আশা করি এই সেনাবাহিনী খুব শীগ্রই গঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে, ইমারতে ইসলামিয়া বারবারই সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের তাদের কর্তব্যে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন। অতি সম্প্রতি কাবুলের নিরাপত্তার জন্য ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি দায়িত্ব পালনের জন্য সাবেক সরকারি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

সাবেক সরকারি সেনাসদস্যদের কাজে লাগানোর তালিবানের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন বেশ কয়েকজন সাবেক সামরিক অফিসার। তারা বলছেন, এসব ব্যক্তির দক্ষতা ও সক্ষমতা তালিবানদের কাজে লাগানো উচিত।

ভারতে দিনে ৮০ হত্যা, ৭৭ ধর্ষণের ঘটনা; শীর্ষ অবস্থানে উত্তর প্রদেশ

ভারতে ২০২০ সালে প্রতিদিন গড়ে ৮০ জনকে হত্যা এবং ৭৭টি ধর্ষণের মামলা তালিকাভুক্ত হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২০ সালে মোট ২৯ হাজার ১৯৩টি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই তালিকায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে উত্তর প্রদেশ।

২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে হত্যার ঘটনা এক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে ২৮ হাজার ৯১৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে। সে বছর গড়ে প্রতিদিন ৭৯টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

গত বছর সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশে। ওই রাজ্যে গত বছর ৩ হাজার ৭৭৯ জনকে হত্য করা হয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বিহারে ৩ হাজার ১৫০ জন, মহারাষ্ট্রে ২ হাজার ১৬৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ২ হাজার ১০১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১ হাজার ৯৪৮টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২০ সালে দিল্লিতে ৪৭২টি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০২০ সালে গড়ে প্রতিদিন ৭৭ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ওই বছর মোট ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৮ হাজার ৪৬টি।

গত বছর নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ৩ লাখ ৭১ হাজার ৫০৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০১৯ সালের তুলনায় এই হার ৮ দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে। সে বছর এই সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৫ হাজার ৩২৬।

২০২০ সালে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে ২৮ হাজার ৪৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এনসিআরবির ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে রাজস্থানে। গত বছর ওই রাজ্যে ৫ হাজার ৩১০ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অপরদিকে উত্তর প্রদেশে ২ হাজার ৭৬৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ২ হাজার ৩৩৯ জন এবং মহারাষ্ট্রে ২ হাজার ৬১টি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০২০ সালে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ১ লাখ ১১ হাজার ৫৪৯টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই হয়েছে স্বামী বা নারীদের স্বজনদের দ্বারা। অপরদিকে ৬২ হাজার তিনশো অপহরণের ঘটনা ঘটেছে।

গত বছর পুরো ভারতে ১০৫টি এসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৭ হাজার ৪৫ জন। এর মধ্যে মারা গেছেন ৬ হাজার ৯৬৬ জন। তবে আগের বছরের তুলনায় গত বছর অপহরণের হার ১৯ শতাংশ কমেছে।

২০২০ সালে শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ১ লাখ ২৮ হাজার ৫৩১টি। ২০১৯ সালের তুলনায় এই হার ১৩ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে।

সাংবাদিকতার আড়ালে নঈম নিজামের কালো অধ্যায়!

সাংবাদিকতা যদিও বিশ্বব্যাপী একটি মহান পেশা হিসেবে পরিচিত, বর্তমান বিশ্বে সৎ ও পক্ষপাতহীন সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত খুবই কম। আর বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতা পেশা যেন হয়ে উঠেছে অবৈধ উপার্জন ও পক্ষপাতের পুস্তকীয় উদাহরণ।

এমনই একজন সাংবাদিক নঈম নিজাম, যিনি একাধারে বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক এবং টেলিভিশন চ্যানেল NEWS24 ও Radio Capital FM -এর সিইও। নিজে সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হয়ে তার স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিনকে বানিয়েছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি, যে পদে অতীতে আর কোন মহিলাকে দেখা যায়নি।

নঈম নিজামের বিরুদ্ধে সমালোচনা তুঙ্গে উঠে- প্রথমত, যখন তিনি পেশাগত নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ভূমিদস্যু আহমেদ আকবর সোবহানের সকল অপকর্মকে ঢেকে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; এবং দ্বিতীয়ত, যখন সে সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধে আওয়ামী দালাল সরকার কর্তৃক প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকে।

৮০'র দশকে নঈম নিজাম দৈনিক ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজ পত্রিকার রাজনৈতিক প্রতিবেদক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এটিএন বাংলা চ্যানেলের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন কয়েক বছর।

১/১১-এর সময় DGFI-এর ফজলুল বারির সাথে সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে নঈম নিজাম নিজের অবস্থান শক্ত করে নেন। তিনি সে সময়ে বলে দিতেন রাজনীতির মাঠে কাকে ধরতে হবে কাকে ছাড়তে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পতনের পর এই মিডিয়া মাফিয়া 'বসুন্ধারা গ্রুপের' মাধ্যমে নিজের প্রভাব বাড়াতে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিদিন তখন হয়ে উঠে ভূমিদস্যু আহমেদ আকবর সোবহানের ঢাল। আকবর সোবহান প্রতি মাসে কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে পত্রিকাটি সচল রাখে।

নঈম নিজামের তত্ত্বাবধানে বসুন্ধরার মিডিয়া হাউজ, প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীদের এবং সোবহানের শত্রুদের ঘায়েল করার কাজও চালিয়ে গেছে সমানতালে। এই মিডিয়া আউটলেট গুলোর আক্রমনের মুখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী অনেক কণ্ঠও চুপ হয়ে যায়।

তবে কথিত আছে, সাংবাদিক নঈম নিজামের কোন ডিগ্রী নেই; এজন্য অনেক পেশাদার সাংবাদিক অফ দা রেকর্ডে নঈম নিজামকে অর্ধশিক্ষিত হিসেবে উল্লেখ করেন। সম্প্রতি এই অর্ধশিক্ষিত সাংবাদিক ডেইলি স্টার সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহফুজ আনামের সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছে।

বাংলাদেশ ফাইনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) গতবছর মধ্য জুনে নঈম নিজামের ব্যাংক হিসাব তলব করে। সাধারনত একাউন্টে কোন অস্বাভাবিক লেনদেন দেখলে বা মানি লন্ডারিং-এর অভিযোগ থাকলে বা টাকা পাচারের আলামত পেলে BFIU কারো ব্যাংক হিসাব তলব করে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ সেপ্টেম্বর ১১ জন সাংবাদিক নেতার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে BFIU, যাদের মধ্যে নঈম নিজামের স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিনের নাম রয়েছে।

এই দম্পতি শুধু যে নিজেদের পকেট মোটা করেছে তা নয়, তাদের দুই ছেলে-মেয়েকে উচ্চশিক্ষার জন্য পড়াচ্ছে আমেরিকার ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই যখন বাংলাদেশের কথিত সাংবাদিক নেতাদের অবস্থা, তখন এদেশে সাংবাদিকতা যে কতটুকু স্বাধীন আর নিরপেক্ষ, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বলা হয়ে থাকে, সাংবাদিকতার একটি মূলনীতি হচ্ছে- এটি ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতা হয়ে ক্ষমতাবানদেরকে দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় যে তারা তাদের ক্ষমতার কতটুকু কিভাবে কার স্বার্থে প্রয়োগ করছে।

কিন্তু নঈম নিজাম ও তার স্ত্রীর মত সাংবাদিকরা টিকেই আছে ক্ষমতাবানদের পদলেহন করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করতে।

এটাই বিগত দশকজুড়ে এদেশের অধিকাংশ সাংবাদিকের মূলনীতি হয়ে দাড়িয়েছে বলে মনে করেন সচেতন নাগরিক মহল।

সাংবাদিকতা এদের কাছে নিজেদের পেট-পূজা, নিজেদের বিলাসী জীবনের অর্থ যোগানের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়!

তথ্যসূত্র:

https://tinyurl.com/yhayn4tc

১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ২ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের মাহমান্দ ও খাইবার অঞ্চলে দেশটির এক মুরতাদ সেনাকে গুলি করে হত্যা এবং অপর এক সৈন্যকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে পাক-তালিবান (টিটিপি) মুজাহিদিন।

সূত্র অনুযায়ী, গত ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সির আম্বার সীমান্তে দেশটির এক মুরতাদ সামরিক কর্মকর্তাকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। অভিযানে মুজাহিদদের গুলিতে "এমআই" কর্মকর্তা মুহাম্মদ জাদা ওরফে "গাদার" নিহত হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সীমান্ত অঞ্চলটির খারাই এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে, এরপর হামলাকারী মুজাহিদগণ সহজেই ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে সরে যেতে সক্ষম হন।

অপরদিকে আজ ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে খাইবার পাখতুনখাওয়ার বান্নু জেলায় অবস্থিত দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর 'পীরদল খেইল' নামক একটি চেকপোস্টে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান টিটিপির মুজাহিদগণ। মুজাহিদিনদের উক্ত ঘটনায় কমপক্ষে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উভয় হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের পৃথক হামলায় ডজনখানেক মুরতাদ সেনা হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, বে-বুকুল, শাবেলী সুফলা ও যুবা রাজ্যসমূহে দেশটির মুরতাদ ও দখলদার কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর উপর একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদগণ।

শাহাদাহ্ নিউজের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পরিচালিত উক্ত হামলায় দেশটির গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা পরিষদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ সোমালি মুরতাদ বাহিনীর ৪ সদস্যকে হত্যা করেন শাবাব মুজাহিদিন।

একইদিন রাজধানীর কানশাদারি এবং বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাওয়ে শহরে পৃথক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে আরও বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়।

একইভাবে সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জানালী, হদর, হুজিংকো এবং ব্রুল শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একাধিক সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ফলশ্রুতিতে বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্থ এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাবের এসব ধারাবাহিক হামলার ফলে পশ্চিমা সমর্থিত মুরতাদ সরকার পতনের ধারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

বিশ্বের শীর্ষ প্রভাবশালী নেতার তালিকায় মোল্লা বারাদার হাফিজাহুল্লাহ্

নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রকাশিত শীর্ষ প্রভাবশালী নেতার তালিকায় এবার স্থান পেয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ডিপুটি প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গণি বারাদার হাফিজাহুল্লাহ্।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার উমারাগণ পুনরায় ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টাইমস ম্যাগাজিনের বিশ্বের শীর্ষ ১০০ প্রভাবশালী নেতার তালিকায় স্থান লাভ করেছেন তালিবান আন্দোলনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত এ নেতা।

বর্তমানে মোল্লা বারাদার হাফিজাহুল্লাহ ইমারতে ইসলামিয়া আফগান প্রশাসনের অন্তর্বর্তী মন্ত্রিপরিষদের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়াও তিনি তালিবানদের একজন চৌকস সামরিক নেতা ও ধর্মীয় গুরু হিসাবে অগ্রগণ্য।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর বুধবার টাইমস ম্যাগাজিন কর্তৃক বার্ষিক প্রকাশিত বিশ্বের শীর্ষ ১০০ প্রভাবশালী নেতার তালিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, চাইনিজ প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং, ব্রিটিশ রাজপুত্র প্রিন্স হ্যারি, পুত্রবধূ ম্যাগান ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশাপাশি তালিবান নেতা মোল্লা আব্দুল গণি বারাদার হাফিজাহুল্লাহ স্থান লাভ করেন।

উল্লেখ্য, টাইমস ম্যাগাজিন তালিবান নেতা মোল্লা বারাদারকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চাইনিজ প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং এর সারিতে মূল্যায়ন করেছে।

দেশের মোট ইন্টারনেটের অর্ধেকই ব্যয় হচ্ছে পর্নোগ্রাফি ও টিকটকে

‘ সম্প্রতি বাংলাদেশ মানবাধিকার ফাউন্ডেশন’ একটি জরিপ চালাতে ঢাকার একটি স্কুলের নবম শ্রেণীর কক্ষে আকস্মিক প্রবেশ করে। সেখানে উপস্থিত ৩০ জন ছাত্রের ২৯ জনের কাছেই স্মার্ট মোবাইল ফোন পাওয়া যায়; এই ২৯ জনের মধ্যে ২৫ জনই পর্নোগ্রাফি দেখছিল ক্লাস চলাকালীন সময়ে!

'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' ২০১৩ সালে তাদের করা একটি জরিপে দেখিয়েছে যে, ঢাকা শহরের স্কুলগামী ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত, যে হার এখন আরও বেড়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ সাবনাজ জাহেরিন এক জরিপ চালান ১৫০ জন স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর, যাদের বয়স ১৬-১৯। তাদের শতকরা ৬০ ভাগই ইতিমধ্যে কোন না কোন উপায়ে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তিনি বিশেষভাবে ছেলে-মেয়ে উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। এর মূল কারণ হিসেবেও পর্নোগ্রাফি আসক্ত হয়ে এমন অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্খাকে দায়ী করেছেন তিনি।

শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর,2021) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে ইন্টারনেট সেবাদাতাদের সংগঠন আইএসপিএবি'র সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক দাবি করলেন, বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত ২৬শ' জিবিপিএস ব্যান্ডউইথের অর্ধেকই ব্যয় হচ্ছে ভার্চুয়াল গেম, টিকটক, লাইকি ও পর্নোগ্রাফি দেখার পেছনে।

বিশেষজ্ঞদের মতে মাদকের মতোই পর্নোগ্রাফি ও একটি ভয়ংকর নেশা। এই নেশার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধর্ষণের মাধ্যমে, আবার কখনো অনিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে; যার হৃদয়বিদারক উদাহরণ দেখা গেছে দিহান-আনুস্কার ঘটনায়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের সমন্বয়ক ডাঃ বিলকিস বেগম জানান, কিছুদিন আগে তারা ৪ বছরের এক শিশুর একটা কেইস পেয়েছেন। ঐ বাচ্চাটিকে তার এক কাজিন ইন্টারনেটে পর্ন দেখিয়ে তার সাথে সকল ধরণের যৌন

ক্রিয়া সম্পাদন করেছে। এরকম দুই-পাঁচ-সাত বছরের শিশুদের ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে, যার মধ্যে অল্প সংখ্যকই মিডিয়ায় আসছে। তবে আমাদেরকে আরো বেশি আশ্চর্যান্বিত করে ছেলে শিশু ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনা!

কথিত প্রগতিশীলদের প্রচার করা অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ফ্রি-মিক্সিং আর পর্ণ-আসক্তির আরেকটি বিষাক্ত প্রভাব হল অনিরাপদ গর্ভপাত। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ১১ লাখ ৯৪ হাজার অনিরাপদ গর্ভপাত হয়েছে; অর্থাৎ, প্রতিদিন গড়ে ৩ হাজার ২৭১ টি। তবে বর্তমানে পরিস্থিতির ভয়াবহতা যে আরও মারাত্মক, তা সহজেই অনুমেয়।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সিটিউটের সাইকোথেরাপি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মহিত কামাল বলেন, "গ্লোবাল সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকে আমাদের তরুন প্রজন্ম, শিশু পজন্ম, টিনেজ প্রজন্ম- নেতিবাচক দিকটা গ্রহণ করতে করতে, প্রফেশনাল নারী-পুরুষের অসৎ অপকর্ম দেখতে দেখতে তাদের ভিতরে কিন্তু শ্রদ্ধাবোধ ও মূল্যবোধগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং তাদের ভিতরেও একটি সহিংস মনোবৃত্তিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঠেসে দিচ্ছি আমরা। এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, আমি প্র্যাকটিক্যাল অবজারভেশন থেকে বলছি, আগামী ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত সংস্কৃতিক জীবনধারা ছিল, ধর্মীয় অনুসাশন ছিল - সব ভেসে যাবে।"

এই বিশেষজ্ঞদের সাথে অনেক আগে থেকেই একমত প্রকাশ করে আসছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। তাদের মতে ইসলাম আমাদেরকে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বা পশ্চিমা নোংরা অপসংস্কৃতি অনুসরণের অনুমতি দেয় না। মহান আল্লাহ্ তাআলা মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামের বিধিবিধান পালন ও বাস্তবায়ন ব্যতীত যে এই বস্তুবাদী অসভ্যতা ও জাহিলিয়াত দূর করা সম্ভব নয়, এব্যপারে জাতিকে বরাবরই সতর্ক করে গেছেন উম্মাহদরদী আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

https://tinyurl.com/2uednevj

https://tinyurl.com/mym3r4sm

https://tinyurl.com/3cka78cd

https://tinyurl.com/jx6hrjcy

বৈশ্বিক কুফ্ফার জোটের উপর হামলার আহ্বান আল-কায়েদা প্রধান ড. আইমান আয-যাওয়াহিরীর- ২

সম্প্রতি বৈশ্বিক জিহাদী তানযিম জামা'আতুল-কায়েদার কেন্দ্রীয় আস-সাহাব মিডিয়া দলটির প্রধান আমীর শাইখ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ্' নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। "من فصيل لابن زايد؟ | العرب صهاينة!" শিরোনামে প্রকাশিত এই ভিডিওটি দৈর্ঘ্য ১:০১:৩৬ সেকেন্ড।

ভিডিওটিতে শাইখ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরীর হাফিজাহুল্লাহ্ ফিলিস্তিনের সাথে আরবের গাদ্দারদের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনার পর ১৯৩৫ সালের ২৬ জানুয়ারী মাসজিদুল আকসাতে সংগঠিত উলামাদের জামায়েত থেকে প্রকাশিত একটি ফতোয়া উল্লেখ্য করেন। যেখানে তাঁরা সকলেই ইজমা হয়ে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, ফিলিস্তিনের এক বিঘত ভূমিও ইয়াহুদীদের কাছে বিক্রি করা হারাম; শুধু এতটুকুই নয়, বরং যারা বিক্রি করবে বা বিক্রিতে কোন ভাবে সহযোগীতা করবে, তা তাদের রিদ্দাহ ও কুফুর প্রমাণ এবং বাইতুল মাকদিস, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে।

শাইখ এর পরেই এই ফতোয়াকে ঐসমস্ত গাদ্দারদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে ইপস্থাপনের কথা বলেছেন, যারাই ফিলিস্তিনের ব্যপারে জাতিসংঘের কোন সিদ্ধান্তকে মেনে নিবে।

এরপর শাইখ বলেন ইসরাইল হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের বুকে আমেরিকার তৈরিকৃত পরামানু বোমা সহ সকল সক্ষমতার অধিকারী এক শক্তি। আর এটা তাদের পক্ষ থেকে পরিচালিত একটি ক্রুসেড। তাই আমাদেরকে পুরো বিশ্বে এই ইসরাইলকে সাহায্যকারী বৈশ্বিক জোটের উপর হামলা চালাতে হবে।

তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম অস্ত্র হচ্ছে সচতেনতা; কে শত্রু ও কে বন্ধু তা ভালোভাবে চেনা। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা এক উম্মাহ, বিভিন্ন ফ্রন্টে আমাদের যুদ্ধ এক। আমাদেরকে সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র ছেড়ে তাওহীদের কালিমাতলে একত্রিত হতে হবে। কারণ, এছাড়া সবই ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু বয়ে আনবে না। ফিলিস্তিন যার উৎকৃষ্ট উদাহারণ।

শাইখ বলেন, উম্মাহকে যুদ্ধের ময়দানে ফিরিয়ে আনতে হবে ও অস্ত্র ধারণ শিক্ষা দিতে হবে। কারণ সকল সরকারী আলেমদের ফতোয়ার লক্ষ্য হচ্ছে উম্মাহ যাতে অস্ত্র ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন, আমাদেরকে আকিদাগত, চিন্তাগত, তারবিয়াগত, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে এই জয়ানিষ্ট জোট ও তাদের ক্রুসেডার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই ক্রুসেড যুদ্ধ প্রতিহত করা আমাদের পরবর্তি প্রজন্মের প্রচেষ্টাকে সহজ করে দিবে। এ জন্য আমাদেরকে প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আর উম্মাহর মাঝে যেকোন ফাটলের চেষ্টাই অপরাধ, যার জন্যে শাস্তি পেতে হবে।

শত্রুরা সবচেয়ে বেশি ভয় করে মরক্কো থেকে কাশগর পর্যন্ত মুসলিমদের ঐক্য হয়ে যাওয়াকে। তাই তারা যুদ্ধ, ধোঁকা ও মুসলিম উম্মাহকে গোলাম বানানোসহ বিভিন্ন মাধ্যমে এই ঐক্যকে বাঁধা দিয়ে রাখে।

তাই এই ক্রুসেডকে প্রতিহত করতে আমাদের প্রয়োজন দীর্ঘ সবর ও জিহাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির। সেই সাথে প্রয়োজন সর্বত্র শত্রুর শক্তি ক্ষয় ও শত্রুকে পরাস্ত করা। তাই আমাদেরকে প্রথমে সুসজ্জিত শত্রুদের ক্লান্ত করার কৌশল অবলম্বন করতে হবে, শত্রুকে ক্লান্ত ও তাদের শক্তি ক্ষয়ের জন্যে তেমন কিছুই প্রয়োজন নেই। বরং উদ্ভাবনী শক্তি ও সাধারণ উপাদান দিয়েও শত্রুর শক্তি ক্ষয় করা সম্ভব, যেখানে সমগ্র বিশ্ব হবে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র। এই মারহালায় শত্রুদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আমরা শত্রুকে অর্থনৈতিক ও সামরিক রক্তপাতের মাধ্যমে হতাশ, ক্লান্ত ও তাদের মনোবল শেষ করে দিতে পারি। আর এই প্রেক্ষাপটে শত্রুর প্রত্যাশার বাইরে শত্রুকে আঘাত করা, শত্রুর নিরাপত্তা সারির পিছনে আক্রমন করা এবং শত্রুর মাটি ও শত্রুর সীমানার বাইরে অপারেশনগুলো পরিচালনা করার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শাইখ বলেন, এই ধরণের অভিযানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযান ছিল সাম্প্রতিক সময়ে সিরিয়ার রাক্কায় রাশিয়ার একটি ঘাঁটিতে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের শহিদী হামলা। এই অভিযানটি ছিল শত্রুর সামরিক অবরোধ ভাঙার একটি বাস্তব উদারহরণ।

এরপর শাইখ আল্লাহর কাছে এই দো'আ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন এই অপারেশনের শহীদদের কবুল করেন এবং যারা এই অপারেশনকে সমর্থন করেছেন তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুসলিম ভাইদের এবং সিরিয়া ও অন্য স্থানে মুজাহিদিন ও এই উম্মাহকে সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তিনি বলেন, ইসলামের শত্রুরা সর্বদা চায় জিহাদকে তাদের চাহিদামত স্থান ও সময়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে। তাই আমাদেরকে এই সীমানা ভেঙ্গে বাহিরে আঘাত করতে হবে। তারা যেমনভাবে সব জায়গা থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করে, আমাদেরকেও সর্বস্থানে তাদেরকে আক্রমণ করতে হবে।

তাই হে মুসলিম ভাইয়েরা, আপনারা সর্বস্থান থেকে এই হামলায় শরীক হোন, যাতে আমরা প্রমান করে দিতে পারি যে, কুদ্স কখনো ইয়াহুদীদের ভূমিতে পরিনত হবে না, ইনশাআল্লাহ।

শাইখ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরীর হাফিজাহুল্লাহ্ আশা করেন যে, আগামী বছরগুলোতে এই উম্মাহ জায়নিস্ট-ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও একতাবদ্ধ প্রচেষ্টার সাক্ষী হবে। ইনশাআল্লাহ্।

বীর মুজাহিদের শাহাদাত বরণে শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরির সান্তনা বার্তা- ১

সম্প্রতি বৈশ্বিক জিহাদী তানযিম জামা'আতুল-কায়েদার কেন্দ্রীয় আস-সাহাব মিডিয়া দলটির প্রধান আমীর শাইখ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ্' নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। "صهاينة العرب | من فصيل لابن زايد؟!" শিরোনামে প্রকাশিত এই ভিডিওটি দৈর্ঘ্য ১:০১:৩৬ সেকেন্ড। যেখানে তিনি মুসলিম ভূমিতে জায়নিস্ট-ক্রুসেডারদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এবং তাদের কর্মকান্ডের প্রসারে সাহায্যকারী একদল কুচক্রী ও চরিত্রহীন 'আরব জায়নিস্ট'দের নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে এই আলোচনার পূর্বে তিনি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ কয়েকজন বীর মুজাহিদ ও উমারাদের শাহাদাত বরণে এই উম্মাহকে সান্তনা বার্তা শুনান।

যেখানে শাইখ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, আমি উম্মাহকে সান্তনা দিতে চাই একদল বীর মুজাহিদের শাহাদাত বরণে, আল্লাহ তাঁদের সকলের রুহের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁদের দান করুন জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম, আমাদেরকেও তাঁদের সঙ্গী হবার তৌফিক দান করুন। শহীদের এই কাফেলায় শামিল ভাইরা হলেন - মুহাম্মাদ সাইদ আল শিমরানি, আবু হুরায়রা আস সান'আনি, হিশাম আল ইশমাউই, শাইখ আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদ, আবুল কাসেম আল উরদুনি এবং আবু মুহাম্মাদ আল সুদানি - আল্লাহ তাঁদের সকলকে কবুল করুন। দ্বীন এবং উম্মাহর গৌরব এবং পবিত্রতা রক্ষায় এই ভাইরা আমৃত্যু লড়ে গেছেন ক্রুসেডার ও তাদের পদলেহীদের বিরুদ্ধে। তাঁরা এমন আদর্শ রেখে গেছেন, যা সকলের জন্য অনুকরণীয়। তাঁরা তাঁদের আদর্শকে রেখে গেছেন জিহাদ, কুরবানী এবং আত্মত্যাগের রাস্তার মশালস্বরূপ।

সাইদ আল শিমরানি। তাঁর চিন্তাভাবনাই ছিল শুধু উম্মাহকে নিয়ে। সাহসিকতার সাথে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর অনুসৃত শাতিমে রাসূলকে হত্যার পন্থাকে। এই পন্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে তিনি ক্রুসেডার বাহিনীর ব্যূহ ছিন্ন করে হামলা চালিয়েছেন নিজের সর্বশক্তি দিয়ে। ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত তাঁকে সর্বোচ্চ জাযা (প্রতিদান) দান করুন, আমীন!

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক অবিচল নেতা ও অকুতোভয় বীর সিংহ আবু হুরায়রা আস সান'আনি এর উপর। সাফাভিদের উত্তরসূরি হুথি সন্ত্রাসী, ক্রুসেডার আমেরিকা এবং তার উচ্ছিষ্টভোগী সৌদি ও আমিরাতি বাহিনীর সাথে পুরোপুরি অসম এক সমরে নিজের অনুসারি মুজাহিদ ভাইদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তিনি শত্রুর প্রবল হামলায় না শঙ্কিত হয়েছেন, না হাল ছেড়ে পিছু হটেছেন। বরং কালিমার ঝান্ডা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বুলন্দ করে রেখেছিলেন তিনি, এরপর পান করেছেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। কালিমার এই ঝান্ডাকে রক্তে রঞ্জিত করে এটি বহনের মহান দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি মুজাহিদ ভাইদের।

উম্মাতে মুসলিমাকে আমি সান্ত্বনা দিতে চাই আরো এক বীরের বিয়োগব্যথায়। তিনি হলেন সদা ধৈর্য্যশীল বীর মুজাহিদ হিশাম আল ইশমাউই, আল্লাহ তাঁর রুহের উপর রহমত নাযিল করুন। হিশাম ইশমাউই এর বীরগাথা বলতে গেলে বলতে হবে তাঁর সাথীভাই - ইমাদ আব্দুল হামীদ এবং উমর রিফা'ই সুরুর এর ব্যাপারেও। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর রহম করুন। আলোর দিশারি এই আত্মোৎসর্গকারীরা সদা অবিচল থেকেছেন মিশরের বিপদশঙ্কুল ময়দানে। তাঁরা উম্মতকে জানিয়ে দিলেন, মিশরের ভূমি এখনো সক্ষম এমন এক প্রজন্ম তৈরীতে যারা সদা তৎপর দা'ওয়াহ, জিহাদ এবং নিজেকে বিলিয়ে দেবার ময়দানে।

আফ্রিকার ইসলামিক মাগরিবের আমার ভাই, প্রখ্যাত শাইখ, বীর মুজাহিদ এবং প্রজ্ঞাময় আমীর আবু মুসআব আবদুল ওয়দুদ ছিলেন পুরো অঞ্চলে জিহাদের ময়দানে সবথেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের একজন। আল্লাহ তাঁর ও তাঁর সঙ্গী ভাই আবদুল হামীদ, আবু আবদুল কারীম এবং আনাস এর উপর খাস রহমত নাযিল করুন। এই উম্মাহর জন্য তাঁর অবদান অনেক। জিহাদের ময়দানে তিনি দিয়েছে কঠিনতম পরীক্ষা। আমি তাঁর জন্য দুয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁকে তাঁর কাজের সর্বোত্তম জাযা দান করেন। চলমান এই ক্রুসেড যুদ্ধের মোকাবেলায় শাইখ আবু মুসআব মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তাঁদেরকে পরিণত করেছেন কাতারবদ্ধ এক সীসাঢালা প্রাচীরে। শাইখ আবু মুসআব ছিলেন অনেক দানশীল এবং আত্মত্যাগী। তাঁর জীবনী সম্পর্কে অধ্যায়ন এবং এর যথাযথ অনুকরণ আমাদের সকলের কর্তব্য। আল্লাহর কাছে আমার দুয়া, তিনি যেন জান্নাতে শাইখের সাথে আমাদের সকলকে থাকার সুযোগ করে দেন। আল্লাহ যেন আমাকে সুযোগ করে দেন জিহাদের ময়দানে শাইখের দক্ষতা ও প্রাধান্য এবং দানশীলতার ময়দানে তাঁর সুপ্রসারিত হাত সম্পর্কে তুলে ধরতে।

মুহাজির ভাই আবু কাসসাম আল উরদুনি, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তিনি ছিলেন একজন মুহাজির এবং একজন মুজাহিদ যিনি কখনোই দ্বিধাবোধ করেননি আল্লাহর রাস্তায় নিজের সবটুকু কুরবান করতে। জিহাদের ময়দানে তিনি আপন দক্ষতা ও নৈপুণ্য দিয়ে ক্রমেই পদোন্নতি লাভ করেছেন। এক পর্যায়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁকে পদোন্নতি দিয়েছেন, আবু কাসসামকে তিনি দান করেছেন শাহাদাতের ঈর্ষণীয় মর্যাদা। আল্লাহর কাছে আমার দুয়া, তিনি যেন ভাইয়ের শাহাদাতকে কবুল করে নেন এবং সিরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় ভাইয়ের রাখা অবদানের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করেন।

আল্লাহ, আমাদেরকে আবু কাসসাম ও অন্য সব শুহাদাদের সাতে মিলিত করুন, আপনার অসীম-অশেষ ক্ষমা ও রহমতের সুশীতল ছায়ায়! আমিন।

বেরিয়ে আসছে আমেরিকার কথিত উদ্ধার অভিযানের আসল চিত্র-

কাবুল বিজয়ের পর তালেবান সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। কিন্তু ২০ বছর ধরে আমেরিকার সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করা স্থানীয় আফগানীরা আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় আমেরিকাগামী বিমানে উঠার প্রতিযোগিতা শুরু করে। আমেরিকানরাও এমন চুক্তি করেছিল আফগান ত্যাগের সময় স্থানীয় সহযোগীদের তারা সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু এই বিষয়টিকে হলুদ মিডিয়া তালেবানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। তারা দাবী করতে থাকে তালেবানদের ভয়ে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। আমেরিকাকে উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত মহান হিসেবে যারা আফগানিদের তালেবানদের হাত থেকে রক্ষা করছে।

কিন্তু আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের কথিত উদ্ধার অভিযানের আসল চিত্র জনসম্মখে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আমেরিকা মুখে তাদের 'আফগান সহযোগীদের' উদ্ধারের দাবি করলেও তারা সেখানে মূলত কাদের উদ্ধার করেছে, আর কাদেরকে তারা বিমানবন্দরের বাইরে অমানবিক উপায়ে ভীড় সামলাতে মোতায়েন করেছিল- তারা জনগণের সাথে কেমন আচরণ করেছে, এসবই উঠে এসেছে আল জাযিরার একটি রিপোর্টে।

রিপোর্টটিতে ফাতেমা নামের একজন আফগান নারীর বয়ান তুলে ধরা হয়, যে আমেরিকার হয়ে দীর্ঘ ৫ বছর অনুবাদকের কাজ করেছে।

এছাড়াও ঐ রিপোর্টে আফগানের পলাতক প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির ভাই হাসমত গনির সাক্ষাতকার দেখানো হয়, যেখানে তিনি 'এনডিএস ০ ইউনিট' নামক এক বিশেষ বাহিনীর অপকর্মের কথা উল্লেখ করেন, যাদেরকে আমেরিকা, কাবুল বিমানবন্দরের বাইরে ভীড় সামলাতে মোতায়েন করেছিল। অবশ্য তাদের অমানবিক আচরণের অভিযোগ পেয়ে তালিবান মুজাহিদিন পরবর্তীতে তাদেরকে সরিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে উত্তর দিকের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন।

এই 'এনডিএস ০ ইউনিট' মূলত সিআইএ'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা একটি মিলিশিয়া বাহিনী। ইউনিট ০-১, ০-২ ও ০-৩ কে যথাক্রমে কাবুল, পূর্বাঞ্চল ও কান্দাহার থেকে নিয়ে এসে কাবুল বিমানবন্দরের বাইরে উত্তর দিকে মোতায়েন করা হয় ভীড় সামলাতে। হাসমত গনি জানান যে, এই বাহিনী আগেও অনেক ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত ছিল। তারা মানুষের সাথে পশুর মতো আচরণ করত।

হাসমত গনির দাবির সত্যতা পাওয়া যায় আল জাযিরার গোপন ভিডিওতে। সেখানে দেখা যায়, তারা বিমানবন্দরের বাইরে জড়ো হওয়া আফগানদের বেল্ট দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছে। আশেপাশে তাদের গুলি করার শব্দও পাওয়া যায়।

অপর বর্ণনাকারী ফাতিমা জানায় যে, ভীড় সামলাতে গুলি চালানো ছিল ঐ বাহিনীর একটা সাধারণ কৌশল। তারা বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু সবাইকেই নির্বিচারে মারত।

এই বাহিনীকে তালিবানদের কাবুল বিজয়ের পরদিন থেকেই আমেরিকা মোতায়েন করে; এই বাহিনী মূলত তাদের ও তালিবানদের মাঝে একরকম একটা বাফার জোন কায়েম করে। কথা ছিল তারা সেখানে যে কোনো উপায়ে ভীড় সামলাবে।

আর এসব কিছুর বিনিময়ে আমেরিকাগামী বিমানে তাদেরকে ও তাদের পরিবারকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে জানায় ঐ বাহিনীর কয়েক সদস্য ও আফগান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

ফাতেমা আরও জানায়, প্রথমে তাকে ও তার পরিবারসহ অন্য অনেক আফগান নাগরিককে বিমানবন্দরে প্রবেশ না করতে দিয়ে মারধর করে আহত করে '০ ইউনিট' সদস্যরা। আহতদের অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, তাদের অনেকের চিত্রও রিপোর্টে দেখা যায়।

এরপর একসময় ফাতিমাকে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে তার পরিবারের সদস্যপ্রতি ৫ হাজার ডলার করে দিতে বলে তারা। কিন্তু ৩ সন্তান ও স্বামীসহ পাঁচ সদস্যের জন্য ২৫ হাজার ডলার দিতে না পারায় ফাতিমা আমেরিকাগামী বিমানে উঠতে পারেনি।

উল্লেখ্য, আরও কয়েকটি আফগান পরিবারকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। অনেকেই এই '০ ইউনিট'কে ঘুস দিয়ে তবেই বিমানে উঠতে পেরেছিলেন।

আর বিমানবন্দরের ভিতরে তো খোদ আমেরিকান সৈনিকরাই তাদের এতদিনের আফগান সাথীদের গুলি করে হত্যা করেছে ভিড় সামলাতে না পেরে। আইএস-এর বোমা হামলার সময়ও প্রায় ১৮৮ জন নিহতের বেশিরভাগই বিস্ফোরণ-পরবর্তী আমেরিকান-ন্যাটো সৈনিকদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল বলে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে বিবিসি।

এই ছিল আমেরিকানদের ফলাও করে প্রচার করা কথিত উদ্ধার অভিযানের ক্ষুদ্র চিত্র, যা তাদের পুরো অভিযানের বাস্তবতা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে সাহায্য করবে। রিপোর্টের একাংশে ফাতিমা তাই প্রশ্ন রাখে, "এই যে আমেরিকা সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করছে যে, তারা তাদের আফগান মিত্রদেরকে উদ্ধার করছে; বাস্তবে কয়জনকে তারা উদ্ধার করতে পেরেছে...?"

এই হচ্ছে আমেরিকা, যে চুক্তি করলে ভঙ্গ করে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আর বিপদে তার সাহায্যকারীদের রেখে পালিয়ে যায়।

প্রকাশিত হল শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরীর কিতাব 'আল কিতাব ওয়াস সুলতান - ইত্তিফাক ওয়া ইফতিরাক'

মিডিয়া থেকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর সম্প্রতি বৈশ্বিক জিহাদী তানযিম জামা'আতুল কায়দাতুল জিহাদের সম্মানিত আমির হাকিমুল উম্মত শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরীর হাফিজাহুল্লাহ্'র নতুন একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ফের মিডিয়ার সামনে এসেছেন। সেই সাথে সম্প্রতি শাইখের রচিত 'আল কিতাব ওয়াস সুলতান' নামে সাড়ে আটশত পৃষ্ঠার সুবিশাল একটি কিতাবও প্রকাশ করেছে জামাআতের কেন্দ্রীয় আস-সাহাব মিডিয়া।

'আল কিতাব ওয়াস সুলতান - ইত্তিফাক ওয়া ইফতিরাক' (এটির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'কিতাব ও শাসক - মিল ও অমিল') শিরোনামের কিতাবটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। ৩টি অনুচ্ছেদ ও দেড়শতাধিক শিরোনামে ৮৫২ পৃষ্ঠায় সম্বলিত প্রথম খন্ডে

শাইখ রাজনৈতিক বিচ্যুতির নিয়ে ভাবনা ও মুসলিমদের ইতিহাসে তার প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বইয়ের শুরুতে দেওয়া ভূমিকা অনুযায়ী বইটির প্রথম খণ্ড চূড়ান্ত করা হয়েছে এপ্রিল ২০২১ নাগাদ।

কিতাবের শুরুতে শাইখ বলেনঃ আমি এই কিতাবে উম্মাহর বিচ্যুতি, ধ্বংস ও গোমরাহির সীমা নিয়ে আলোচনা করেছি, যার কারণ হচ্ছে; মুসলিমদের ইতিহাসে রাজনৈতিক ভ্রান্তি ও ফাসাদ।

শাইখ বলেনঃ এই কিতাব লিখার চিন্তা মাথায় এসেছে অনেক আগে। আমি আরব বসন্তের আগে থেকেই বুঝতেছিলাম যে, অচিরেই বিশাল এক ইসলামী জিহাদী গণজোয়ার শুরু হতে যাচ্ছে। তখন আমি ভয় করলাম যে, এখানে সেসব দূর্বলতা ও বিচ্যুতির উপাদানগুলো ছড়িয়ে পড়তে পারে যা ইসলামী শাসনকে স্বৈরাচার, হত্যা ও জুলুমের ইতিহাসে পরিণত করেছে। যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিশ্বাসগত অকল্যান ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আমি নসিহাত সরূপ এই দূর্বলতা ও ওয়াহানের কারণ লিখতে শূরু করলাম। যাতে আমরা জানতে পারি কিভাবে ও কেন আমরা পরাজিত হয়েছি। শত্রুই মূল কারণ নাকি মূল দূর্বলতা আমাদের ভিতরেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল?

আরব বসন্তের সময় জিহাদী জোয়ার বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখলাম আমরা ভয় বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে। নামধারী উলামারা ইলমের নামে মানুষকে গোমরাহ করছে ও ধোকা দিচ্ছে। আর সত্যপন্থী আলেমদের আওয়াজকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

আমি দেখলাম উম্মাহর শত্রুরা এক ঝাক আলেমকে তৈরি করেছে যারা স্বৈরাচারী মুরতাদ ও কাফেরদের সামনে নত হওয়ার বৈধতা দিচ্ছে। আর জুলুম প্রতিরোধকারীদেরকে অসংখ্য অপবাদ দিচ্ছে। তারা আন্তর্জাতিক কুফফারদের বানানো সংবিধানের বৈধতা দিচ্ছে। আরো বৃদ্ধি পেয়ে তারা এই মুরতাদ প্রশাসনগুলোকেই শরয়ী শাসক বানিয়ে দিচ্ছে, যারা কুফুরী শাসনে দেশ চালাচ্ছে। অন্যদিক যারা খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে তাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দমন করছে। দেখলাম তারা পাগড়ী ও রুমাল পরে ইসলামী শরিয়াহ ও সিয়াসাতের সমস্ত পরিভাষাকে বিকৃত করছে।

অপর দিকে কিছু নামধারী ইসলামী জিহাদী দলে মাঝে বে আখলাকী ছড়িয়ে গেছে। তারা সততা, ঐক্য ইত্যাদি মূল্যবোধ ত্যাগ করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে ধোঁকা, মিথ্যা ও হারামের দিকে ধাবিত হওয়াকে গর্বের বিষয় মনে করছে। মুতাগাল্লিব শাসকের ক্ষমতার নামে মুসলিমদের রক্তকে হালাল করে নিচ্ছে। আর কতক তাগুতের নিকটবর্তিতাকে রাজনীতি বানিয়ে নিয়েছে, আকীদার মূল বিষয়গুলো অস্বিকারকে আধুনিকতা ও দ্বীনের অকাট্য বিষয়কে পাল্টিয়ে ফেলাকে ইজতিহাদ বলছে।

আমি দেখেছি তাকফীরের ব্যপক বিস্তৃতি। দেখেছি আরব বসন্তের জনবিপ্লব সব তাগুতের অনুগত হওয়ার মাঝে বিলিয়ে গেছে। অনেক জিহাদীদের দেখেছি পিছু হটে এখন স্বার্থের রক্ষক ও বৈশ্বিক রাষ্ট্রগুলোর পুতুলে পরিনত হয়েছে। এমনকি তারা তাদের নেতৃতে যুদ্ধ করছে।

এসব কারনে ইসলামী রাজনীতির বুঝগুলো সংশোধনের জন্য এই কিতাব লিখা শুরু করি। প্রথমে সঠিক ইসলামী শাসন কিভাবে হবে তা দলীল সহ বর্ণনা করেছি। অতঃপর বর্তমান প্রতিষ্ঠিত স্যাকুলার জাতিয়তাবাদী রাষ্ট্রের বাস্তবতা ও ভ্রষ্টতা আলোচনা করেছি। যে ব্যপারে অনেক ইসলামী দলই জেনে বা না জেনে ভুলের মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া মুসলিমদের রাজনীতির

বিচ্যুতির ইতিহাস আলোচনা করেছি। সেই সাথে খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদের মধ্যে কিভাবে ভ্রান্তি ছড়িয়েছে এবং বর্তমানে কোন কোন আকিদার ভিত্তিতে তারা বৈশ্বিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সেগুলো আলোচনা করেছি।

এরপর শাইখ লিখেন, আমি এই কিতাব উৎসর্গ করছি সকল হাকিকত অনুসন্ধানী ব্যক্তিকে। সকল স্বাধীন খ্রিষ্টানকে, যারা সত্য জানতে চায়। সকল স্যাকুলারকে যারা সত্যের দিকে ফিরে আসার সাহস রাখে।

এটার সাওয়াব হাদিয়া দিচ্ছি আমার বাবা-মা, সমস্ত মুসলিম ও শুহাদাদের প্রতি। এরপর শাইখ বিশেষ করে অর্ধশতাধিক শহিদ উমারা ও মুজাহিদদের নাম উল্লেখ করেন এবং এই কিতাবের হাদিয়া তাদের জন্য উৎসর্গ করেন।

শহিদদের দীর্ঘ এই তালিকায় রয়েছেন আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ, মোল্লা আখতার মোহাম্মদ মানসুর, শাইখ জালালুদ্দীন হাক্কানী ও আফগানের শহীদগণ।

আরও রয়েছেন শাম, জাজিরাতুল আরব, ইসলামিক মাগরিব ও পূর্ব আফ্রিকার অনেক শহিদগণ।

তবে এই তালিকায় দীর্ঘ স্থান পেয়েছেন খুরাসানে হিজরতকারী মুজাহিদ ও আল-কায়েদা ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় উমারা ও কমান্ডার। যাদের মাঝে আছেন শহিদুদ দাওয়াহ্ উস্তাদ আহমাদ ফারুক, ক্বারী ইমরান, ডক্টর আবু খালেদ (হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ), এবং ভারতীয় উপ-মাহাদেশের আমীর শাইখ আসেম উমর রহিমাহুমুল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, শাইখ আসেম উমর রহিমাহুল্লাহ কয়েকজন বাংলাদেশী মুজাহিদ ও তাঁর কয়েকজন প্রিয় জিহাদী সফরের সঙ্গী সহ বরকতময় খোরাসানের ভূমি কান্দাহারে এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

ইতিপূর্বে শাইখের অসংখ্য লেকচার, বয়ান ও ছোটবড় লিখিত কিতাবাদি ও বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝান্ডাতলের অশ্বারোহী) ৭০০ এর অধিক পৃষ্ঠার আরবিগ্রন্থ। যেখানে শায়খ বিগত ৫০ বছরের বিভিন্ন ইসলামি, জিহাদি দল ও সংগঠনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আত্মজীবনী আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আস-সুবহু ওয়াল ক্বিনদীল (প্রভাত এবং নিভুনিভু প্রদীপ) পকিস্তানের সংবিধানকে যারা শরীয়াহ সংবিধান বলেন তাদের জবাবে একটি ইলমি আলোচনা।

আল-হাসাদুল মুর... ইখওয়ানুল মুসলিমীন ফী সিত্তীনা আমান (তিক্ত অর্জনঃ মুসলিম ব্রাদারহুডের ষাট বছর) ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে লিখা।

এছাড়া রয়েছে ছোটছোট বার্তা ও পুস্তিকা। যেমন- নিশ্চয় ফিলিস্তিন আমাদের এবং প্রত্যেক মুসলমানদের ইস্যু, ত্বাওয়াগীতদের সাথে কথোপকথন, কুদসের পথ কায়রো হয়ে অতিক্রম করবে, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা, কুরআনের ঝান্ডাতলে মানুষ ও ভূমির মুক্তি, মুসলমানদের মিসর জল্লাদদের চাবুক এবং গাদ্দার দোসদের হাতে ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে একই সাথে জিহাদী আন্দোলন অত্যান্ত সম্ভাবনাময় একটি সময় পার করছে। ২০ বছর আগ্রাসনের পর আমেরিকা পিছু হঠেছে। ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার একই সাথে আন্দোলনে নানা ফিতনা দেখা দিয়েছে। ইফরাত ও তাফরিত দেখা দিয়েছে। এক দিকে আইএস এর গুলু ও বাড়াবাড়ি অন্যদিকে, তাহরির আশ শামের মত দলগুলো শৈথিল্য ও বিশুদ্ধ মানহাযকে কুলষিত করণ। একই সাথে ইখওয়ান ও সমমাননা দলগুলো এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের পথ ধরে তারা শুধ ব্যর্থতাই পেয়েছে। একই সাথে দ্বীনের সাথে আপস করতে করতে এবং ছাড় দিতে দিতে নিজেদের আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছে। আমাদের দেশেও এ ধরনের চিন্তার অসুস্থতাগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও সীমিত মাত্রায়। এধরণের ভুল চিন্তাধারার নিরসন ও জিহাদী আন্দোলনের সঠিক পথ সম্পর্কে জানতে এ বইটি অনেক উপকার হবে।

প্রতিবেদক: ত্বহা আলী আদনান

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে তালিবানদের খাবার মেন্যু!

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের আবাস ও কার্যালয়। এখানকার খাবারের মেন্যুর কথা আসলেই চোখে ভেসে উঠে দুনিয়ার সব বাহারি খাবারের ছবি। প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীরা তো আর যেনতেন খাবার খাবেন না! দেশে দেশে তাই এই জায়গার খাদ্যতালিকা বেশ দীর্ঘই থাকে, খরচটাও করা হয় তেমনি।

তবে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের খাবার খরচ বাবদ জনগণের ট্যাক্সের টাকার লাগামহীন অপচয়ের এই ধারণাটাই পাল্টে দিলেন তালিবান উমারাগণ।

আলী হুসসাইন নামক জনৈক আফগান তাঁর টুইটার একাউন্টে বর্তমান আফগান প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের খাবারের একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে দেখা যায় তাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে প্রতি ব্যক্তির জন্য এক প্লেট ভাত, সামান্য ঢ্যাঁড়শ ভাজি, তিন টুকরা রুটি, এক গ্লাস দুধ, সালাদ ও এক টুকরা লেবু। এই খাবারই দেওয়া সমানভাবে দেওয়া হয় ইমারার প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসহ অতিথিদেরকে। অথচ আগের আফগান সরকারের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বাজেটের অধীনে বিপুল পরিমাণ অর্থ খাবার বাবদ খরচ করা হত।

← Thread

ارگ ریاست‌جمهوری/ نخست‌وزیری #افغانستان جز
ساختمانش، دیگر کاملاً زیر و رو شده. این دسترخوانی است
که محمدحسن آخوند هم بر سر آن نشسته است و به گفته
یکی از اعضای طالبان، یکجا با آن‌ها دوغ نوشیده. من سال
گذشته با شماری از خبرنگاران ظهر مهمان ارگ بودم، ناهار
مجموعه‌ای از غذاهای

উক্ত ছবিটিতে অবশ্য পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মন্তব্য করা হয়েছে।

তবে ছবিতে এক সাংবাদিক, যিনি এক বছর আগেও প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের খাবারে অংশ নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন, তিনি জানান যে প্রধানমন্ত্রী মুহতারাম হাসান আকুন্দ ও সবার সাথে বসেই খাবার খেয়ে থাকেন। আর আগেরবার যখন তিনি অন্যান্য সাংবাদিকদের সাথে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে দুপুরের ভোজে অংশ নিয়েছিলেন, তখন তাদের সামনে অসংখ্য খাবারের আইটেম রাখা হয়েছিল।

মুদাসসর আব্বাস নামের আরেক ব্যক্তি বলেন, 'ইনশা আল্লাহ্ সেখানে ইসলামি শরীয়া অনুসরণ করা হবে, এবং মন্ত্রী ও গভর্নরদের জন্য কোনো অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হবেনা। এটা হবে একটা আদর্শ ব্যবস্থা এবং পৃথিবী তা দেখবে"।

বাংলাদেশীদের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ ২৫ হাজার টাকা

বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২৪ হাজার ৮৯০ টাকা বলে সংসদে জানিয়েছে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

বুধবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে চট্টগ্রাম-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য দিদারুল আলমের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ তথ্য জানায়। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৪৯ হাজার ৪৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট জনসংখ্যা ১৬৯ দশমিক ৩১ মিলিয়ন। এই হিসেবে মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২৯২ দশমিক ১১ মার্কিন ডলার।

প্রতি ডলার ৮৫.২১ টাকা হিসেবে বাংলাদেশি টাকায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ হাজার ৮৯০ টাকা ৬৯ পয়সা।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের ঘিরে পাক-তালিবানের কঠিন হামলা, ১২ এরও বেশি সেনা হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবানের অবস্থানে হামলা চালাতে এসে কঠিন মাইর খেলো দেশটির মুরতাদ সেনারা। ফলে ১২ এরও বেশি সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, শরিয়তের দুশমন পাকিস্তানের মুরতাদ সেনাবাহিনী গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তের স্পিনা মেলা এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) একটি অবস্থানে সামরিক অভিযান চালাতে চেয়েছিল।

কিন্তু মুরতাদ সেনারা এলাকাটিতে প্রবেশ করলেই টিটিপির মুজাহিদগণ সেনাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন। এবং চতুর্দিক থেকে সশস্ত্র মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে মুজাহিদদের কঠিন জবাবি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর অন্তত ৯ সৈন্য নিহত ও ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এই অভিযানের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান যে, হামলার পর সকল মুজাহিদগণ নিরাপদে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়েন।

আমরুল্লাহ সালেহের বাড়ি থেকে সুটকেস ভর্তি ডলার ও সোনার বার উদ্ধার

পাঞ্জশির প্রদেশে আমরুল্লাহ সালেহের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে মার্কিন ডলার এবং স্বর্ণের বার লুকানো ছিল, যা সম্প্রতি ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

তালিবান সূত্র দাবি করেছে যে, পাঞ্জশির উপত্যকায় রাষ্ট্রদোহী শক্তির অন্যতম নেতা হয়ে ওঠা একসময়ের কাবুলের পুতুল সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরুল্লাহ সালেহের বাসা থেকে কয়েকটি সুটকেস ভর্তি মার্কিন ডলার এবং সোনার বার উদ্ধার করেছেন মুজাহিদগণ।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মাল্টিমিডিয়া শাখার প্রধান আহমদুল্লাহ মুত্তাকি হাফিজাহুল্লাহ্ টুইটারে সালেহের বাসভবনে অভিযানের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মুজাহিদগণ বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্বর্ণের বার ভর্তি স্যুটকেস নিয়ে বসে আছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ঐ ভিডিওতে তালেবান মুজাহিদদের নগদ অর্থের গাদা গুনতে দেখা যায়।

শাইখ মুত্তাকি দাবি করেন, সালেহের বাসা থেকে ১৮ টি স্বর্ণের বারসহ মোট ৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে।

সূত্র থেকে আরও জানা যায়, সালেহের বাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত এসব নগদ অর্থ ও স্বর্ণের বার ইমারতে ইসলামিয়ার কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

সূত্রটি আরও জানায়, এর আগের দিন মুজাহিদগণ তল্লাশি চালিয়ে আমরুল্লাহ সালেহের নামে থাকা আরও ১ লক্ষ মার্কিন ডলার উদ্ধার করেছেন।

আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিবান কর্মকর্তারা বলছেন, তাঁরা বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তার বাসস্থান থেকে ১২,৩৬৮,২৪৬ মার্কিন ডলার পেয়েছেন। তাদের মতে, এই অর্থ আজ (১৫ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

https://ibb.co/dP7HFsj

ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর, মার্কিন সমর্থিত কাবুল প্রশাসনের দুই নম্বর নাম আমরুল্লাহ সালেহ পাঞ্জশির পালিয়ে যায় এবং আহমদ শাহ মাসুদের ছেলে আহমদ মাসউদের সমন্বিত রাষ্ট্রবিরোধী দলে যোগ দেয়।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, কাবুল থেকে পালানোর সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অনেক অর্থ চুরি করেছে সালেহ, আর এসব অর্থ দিয়েই পাঞ্জশিরে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যক্রম শুরু করেছিল। কিন্তু তালিবান মুজাহিদদের সামনে তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যার্থ হয়। ফলে সালেহ তাজিকিস্তান ও মাসুদ ফ্রান্সে পালিয়ে যায়।

https://h.top4top.io/m_2084xri2g0.mp4

বৃদ্ধকে পিটিয়ে মারল সুদের কারবারিরা

ভোলার লালমোহনে শাজাহান মিয়া (৬৫) নামে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় সুদের কারবারিদের বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড রায়রাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাজাহান মিয়া ওই গ্রামের ছফর আলী সর্দার বাড়ির মৃত মফিজ সর্দারের ছেলে। এদিকে স্বামীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন নিহতের স্ত্রী ভানু বিবি।

মামলার বিবরণ ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, একই বাড়ির মৃত ইমান আলী সর্দারের ছেলে মো. জাহাঙ্গীর সর্দারের ছোটভাই মো. আলমগীর প্রবাসে থাকেন। গত কয়েক মাস পূর্বে ওই প্রবাসীর কাছ থেকে সুদে টাকা নেন নিহত শাজাহান মিয়ার ছোটভাই আবুল কালাম। সুদের ওই টাকা সময়মতো পরিশোধ করতে না পেরে আরও এক মাস সময় চান ঢাকায় কর্মরত আবুল কালাম।

এদিকে সুদের টাকা ফেরত না পেয়ে বড়ভাই জাহাঙ্গীরের কাছে বিচার দেয় প্রবাসী আলমগীর। তাই আবুল কালামের কাছ থেকে পাওনা টাকার বদলে তার ভাই শাজাহানের বসতঘরের পেছনে থাকা জমি দখলের পাঁয়তারা চালায় জাহাঙ্গীর। এর ধারাবাহিকতায় বুধবার সকালে ওই জমিতে মাটি কাটতে থাকে জাহাঙ্গীর ও তার লোকজন।

এ নিয়ে বাধা দিতে গেলে বৃদ্ধ শাজাহান মিয়াকে মারধর করে তারা। একপর্যায়ে হামলাকারীরা বৃদ্ধ শাজাহান মিয়াকে উপরে তুলে নিচে মাটিতে আছড়ে ফেলে। এতে ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারান তিনি। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাজা উপত্যকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ করোনার ভ্যাক্সিন পাঠিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইল

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ৫০,০০০ ডোজ মেয়াদোত্তীর্ণ করোনার ভ্যাক্সিন পাঠিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইল।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আরব৪৮ ওয়েবসাইট এ খবর জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, গাজা উপত্যকায় পাঠানোর জন্য রাশিয়ায় তৈরি ভ্যাক্সিনগুলো ইহুদিবাদী ইসরাইলকে দেয়া হলেও তেল আবিব এগুলো অনুপযুক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। এছাড়া, ভ্যাক্সিনের চালানটি ঠিক সময়ে গাজায় পৌঁছাতে বাধা দেয় ইসরাইল।

সম্প্রতি গাজার কারেম আবু সালেম ক্রসিং দিয়ে রাশিয়ার তৈরি স্পুৎনিক লাইট টাইপের ভ্যাক্সিনের চালানটি অবরুদ্ধ এ উপত্যকায় পাঠানো হয়। কিন্তু সেফটি টেস্টে দেখা যায়, ভ্যাক্সিনগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

এর আগে ইসরাইলি গণমাধ্যম খবর দিয়েছিল, মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে যাওয়া ভ্যাক্সিনগুলো প্রথমে তেল আবিব পশ্চিম তীরের স্বশাসন কর্তৃপক্ষকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি স্বশাসন কর্তৃপক্ষ ওই চুক্তি বাতিল করে দেয়। এরপরই চালানটি গাজা উপত্যকায় পাঠায় দখলদার ইসরাইল।

সোমালিয়া | রাজধানীতে আল-কায়েদার শহিদী হামলা, ২৭ এরও বেশি হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ক্যাম্পে শহিদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কয়েক ডজন সেনা নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

শাহাদাহ্ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়নের সবচাইতে বড় হ্যালেন সামরিক ক্যাম্প এবং জেনারেল ধেগাবাদান মিলিটারি একাডেমির মধ্যে বিশাল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র আরও জানায়, উক্ত শক্তিশালী বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১১ সেনা নিহত হয়েছে, এবং আরও ১৬ এরও বেশি সেনা আহত হয়েছে।

দেশটির সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছে, মোগাদিশুর ওয়াদাজির জেলায় গতকাল (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের কিছুক্ষণ পর এই হামলাটি চালানো হয়েছিল।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে, আশ-শাবাবের একজন ইস্তেশহাদী বীর মুজাহিদ দেশটির মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলার মাধ্যমে এই বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছেন। যাতে কমপক্ষে ১১ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ১৬ এরও বেশি সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

মালি । সন্ত্রাসী ও মুরতাদ সেনাদের উপর আল-কায়েদার দু'টি সফল অভিযান, অনেক হতাহত ও গণিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির সেগু ও মোপতি প্রদেশে আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাত আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) এর মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদী ডোনসো শিকারি মিলিশিয়ার উপর দু'টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

সফল এই হামলাদ্বয়ে হতাহত হয়েছে ১৩ শত্রুসেনা, মুজাহিদরা গণিমত লাভ করেছেন বিভিন্ন মডেলের হালকা ও ভারী অস্ত্র।

আঞ্চলিক বিশ্লেষকদের প্রতিবেদন ও মুজাহিদীনদের আনঅফিসিয়াল একটি সূত্রের ২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের অডিও ক্লিপ থেকে জানা গেছে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর মালির সেগু প্রদেশের নাসামবুগু অঞ্চলের কাছে মুরতাদ সরকারি বাহিনীর সেনাদের উপর এ্যামবুশ হামলা চালান মুজাহিদরা। আকস্মিক চালানো এই হামলায় ঘটনাস্থলে ৬ সেনা নিহত হয়। মুজাহিদরা গণিমত হিসেবে লাভ করেন দুটি হেভি মেশিনগান ও পিকে মডেলের দুটি লাইট মেশিনগান। আর হামলাস্থল ছেড়ে যাবার সময় মুরতাদ সেনাদের ৬টি পিকআপ জ্বালিয়ে দেন। অডিও ক্লিপটিতে জানানো হয়, মুজাহিদদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং তাঁরা সবাই নিরাপদ আছেন।

এই হামলার কয়েকদিন আগে মোপ্তি অঞ্চলের সাইনি/সিনি গ্রামে ডোনসো সন্ত্রাসবাদীদের উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। হামলায় দুই সন্ত্রাসী মিলিশিয়া নিহত হয় ও আরো ৫ সদস্য আহত হয়। মুজাহিদ-বিরোধী সূত্রগুলো দাবি করেছে, মুজাহিদীনরা হামলার পর উক্ত গ্রামের সবাইকে বের করে দিয়েছেন, যদিও তারা এই অপবাদের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। আর এমনিতেও JNIM এর পক্ষ থেকে সব জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল কোনো চোর ডাকাত বা অপরাধীদের আশ্রয় না দিতে, অন্যথায় তাদের শরীয়াহ আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের এখনো কালো তালিকাভুক্ত করে রাখা দোহা চুক্তির লঙ্ঘন: তালিবান

সম্প্রতি পেন্টাগনের কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছে যে, ইমারতে ইসলামিয়ার নবগঠিত মন্ত্রিসভার কিছু সদস্য ও মরহুম জালালুদ্দিন হাক্কানী রহিমাহুমুল্লাহ'র পরিবারের সদস্যরা (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট) মার্কিন ব্ল্যাকলিস্টে রয়েছেন এবং এখনও তাদেন লক্ষ্যবস্তুতে রয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার মন্ত্রিসভার সদস্যদের ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের কালো তালিকায় রাখার বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার তালিবান একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া উক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ ইমারতে ইসলামিয়া যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থানকে দোহা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মনে করে যা যুক্তরাষ্ট্র বা আফগানিস্তানের স্বার্থে নয়।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, ‘সম্মানিত হাক্কানী সাহেবের পরিবার ইমারতে ইসলামিয়ার অংশ এবং তাদের আলাদা কোনো নাম বা সাংগঠনিক কার্যক্রম নেই।’ দোহা চুক্তির অধীনে ‘ইমারতে ইসলামিয়ার সকল কর্মকর্তারা কোন মতবিরোধ ছাড়াই ঐক্যমতের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলাপচারিতায় অংশ

নিয়েছিল'। যার ফলে চুক্তিতে ইমারতে ইসলামিয়ার সকল সদস্যদের জাতিসংঘ এবং মার্কিন কালো তালিকা থেকে সরানো কথা ছিল। এটি এমন একটি দাবি ও চুক্তি যা এখনও বৈধ রয়েছে। "কিন্তু আমেরিকা চুক্তি অনুযায়ী এখনো সবাইকে কালো তালিকা থেকে সরায় নি, যা খুবই নিন্দনীয় এবং চুক্তির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে সুস্পষ্ট অবজ্ঞা।"

বিবৃতিতে ইমারতে ইসলামিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টার তীব্র নিন্দা জানায়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মার্কিন কর্মকর্তাদের এই ধরনের মন্তব্য অতীতের ব্যর্থ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি এবং এই ধরনের অবস্থান আমেরিকার জন্য ক্ষতিকর।

ইমারতে ইসলামিয়া বিবৃতিতে কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে অবিলম্বে ' আমেরিকার ভুল নীতিগুলো' প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে।

আফগান তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারে দিল্লি: ভারতীয় মিডিয়া

পশ্চিমা বাহিনী আফগানিস্তান ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে গত ১৫ আগস্ট একপ্রকার বিনা বাধায় কাবুলের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেন তালেবান। তাদের সশস্ত্র অভিযানের মুখে আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি দেশ ছেড়ে পালালে পতন ঘটে পশ্চিমাসমর্থিত সরকারের। এর প্রায় তিন সপ্তাহ পর কাবুলে নতুন সরকার ঘোষণা করে তালেবান। তবে এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি তারা। অবশেষে সেই অপেক্ষা হয়তো শেষ হতে চলেছে। ভারত শিগগির তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারে বলে জানিয়েছে কলকাতাভিত্তিক দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন।

মঙ্গলবার (১৪ সেপ্টেম্বর) কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে ভারতীয় পত্রিকাটি জানিয়েছে, আফগানিস্তান ইস্যুতে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ভারত আফগানিস্তানে সদ্য গঠিত তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেবে কি না, সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ভারতের কূটনৈতিক মহলের দাবি, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি সপ্তাহেই তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারে নয়াদিল্লি।

সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৭ সেপ্টেম্বর তাজিকিস্তানে বসছে সাংহাই করপোরেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) পরবর্তী বৈঠক। এতে যোগ দেবেন ভারত, চীন, রাশিয়া, পাকিস্তানসহ এসসিওভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। ভার্চুয়ালি তাতে অংশ নিতে পারেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। তাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হবে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি। সেখান থেকেই তালেবান সরকারকে স্বীকৃতির বিষয়ে সবুজ সংকেত আসতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে পত্রিকাটির দাবি, মূলত গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রাথমিক পরিকল্পনা হয়। গত রোববার (১২ সেপ্টেম্বর) অন্য এক বৈঠকে এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ারও সম্মতি আদায় করেছে দিল্লি। ভারত-অস্ট্রেলিয়া উভয়ই মনে করে, আফগানিস্তানে 'ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সরকার' গঠন করছে তালেবান।

আফগান ইস্যুতে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার অবস্থানের বিষয়ে একই কথা জানিয়েছে প্রভাবশালী ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসও। সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) তাদের এক প্রতিবেদনের শিরোনামেই বলা হয়েছে, 'ভারত স্বীকার করেছে: ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অবস্থানে তালেবান'।

ওই প্রতিবেদনের মূল অংশে বলা হয়েছে, ভারত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে স্বীকার করেছে যে, 'আফগানিস্তানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অবস্থান' গ্রহণ করেছে তালেবান। এই মন্তব্য কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকে একটি পদক্ষেপ, শুধু তালেবান প্রশাসনকে আফগানিস্তানের সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াই বাকি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানিয়েছে, তালেবানের মন্ত্রিসভা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে 'অনেক বিতর্ক ও আলোচনার' পর রোববারের বক্তব্যটি এসেছে। ওই দিন ২+২ বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা।

সংবাদ প্রতিদিনের সূত্র জানিয়েছে, এ অবস্থায় তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের আঁচ থেকে কাশ্মীর বাঁচাতে চায় নয়াদিল্লি। এ ইস্যুতে ভারতের পাশে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কারণ, তালেবান ক্ষমতা দখলের আগে আফগানিস্তানে বিনিয়োগ করেছে ক্যানবেরাও।

পুলিশের ভুলে জেল খেটে সমাজছাড়া রাহিমা

রাজধানীর পল্লবীতে নিরপরাধ এক নারীকে একটি মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ। ভুক্তভোগী ওই নারীর নাম রাহিমা বেগম। শুধুমাত্র নামের মিল থাকায় পল্লবীর চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী রহিমার পরিবর্তে রাহিমাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রাহিমা নিজেকে নির্দোষ ও নিরপরাধ দাবি করলেও পুলিশ তার কথা শুনেনি। রাহিমাকে রহিমা ভেবেই কোর্টে চালান দেয় পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ সেপ্টেম্বর মিরপুর ১১ নম্বর বাউনিয়াবাঁধ এলাকায়। ওই দিনই কোর্ট থেকে জামিনে বের হন রাহিমা।

সূত্র জানায় ২০১৭ সালের ২৫ মার্চ পল্লবী থানার একটি মাদক মামলায় মৃত আ. মতিনের স্ত্রী রহিমাসহ ৩ জনকে আসমি করা হয়। সেই সময় ওই মামলায় রহিমা কয়েক দফা জেল খাটেন। এরপর জেল থেকে বের হয়ে বাউনিয়াবাঁধ এলাকা ছাড়েন রহিমা। পাশেই মিরপুর ১২ নম্বর বেগুনটিলা বস্তিতে বসবাস করেন। সম্প্রতি ওই মামলার ওয়ারেন্ট বের হলে ১০ সেপ্টেম্বর পল্লবী থানা পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আবুল কালাম আজাদ বাউনিয়াবাঁধ এলাকা থেকে রাহিমাকে গ্রেফতার করেন।

ওই সময় রাহিমা পুলিশের কাছে অনেক আকুতি-মিনতি করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও পুলিশ শুনেনি। জেল খেটে বের হয়ে লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে মুখ দেখাননি নিরপরাধ রাহিমা। তিনি এখন সমাজছাড়া।

এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী রাহিমা।

অভিযোগে রাহিমা উল্লেখ করেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর পল্লবী থানা পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আবুল কালাম আজাদ সকাল ১১টায় আমার বাউনিয়াবাঁধ 'সি' ব্লকের, ১৯নং লাইনের মাথায় আমার বাসায় এসে বলেন থানায় গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে, ওসি স্যার ডেকেছেন। আমি বলি কিসের সাক্ষী দেব, আমি তো কিছু জানি না। এ কথা বলার পর আমাকে বলে কিছু না জানলে সমস্যা নাই থানা থেকে চলে আসবি। এ কথা বলে থানায় নিয়ে গিয়ে আমাকে অ্যারেস্ট (গ্রেফতার) করে। পরের দিন আমাকে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আমি কোর্ট থেকে উকিলের (আইনজীবী) মাধ্যমে অস্থায়ী জামিন নেই।

কোর্ট থেকে এসে আমি জানতে পারি ২০১৭ সালের একটি মাদক মামলায় বাউনিয়াবাঁধ কলাবাগানবস্তির লালমতি নামের এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়। ওই সময় লালমতি পুলিশের কাছে তার পরিচয় গোপন রেখে তার নিজের নাম রহিমা ও স্বামীর

নাম মতি বলেছে। পুলিশ তাকে ওই মামলায় ২ বার গ্রেফতারও করেছে। ওই মামলার ওয়ারেন্ট বের হওয়ার পর রহিমাকে গ্রেফতার না করে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছে। এখন আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। এলাকায় সবাই আমাকে মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে জেনেছে। কিন্তু আমার নামে থানায় কোনো প্রকার জিডি বা মামলা নেই।

ফটো রিপোর্ট | এলিট ফোর্সের আদলে গঠিত তালিবানদের "ভিক্টোরিয়াস ফোর্স ও বদরী-৩১৩ ব্যাটালিয়ন

ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান ছাড়ার পরেই দৃশ্যপটে তালিবানদের "ভিক্টোরিয়াস ফোর্স ও বদরী-৩১৩ ব্যাটালিয়ন"। গত ৩১ আগস্ট দাখলদার মার্কিন সেনারা রাজধানী কাবুলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়ার পরেই বিশ্ব মিডিয়ার আলোচনায় তালিবানদের এই দুটি বিশেষ ব্যাটালিয়ন। যদিও ইতিপূর্বে তালিবানদের মিডিয়া শাখা তাদের স্পেশাল ফোর্সের একাধিক সামরিক ভিডিও গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং সর্বশেষ চলিত মাসেও আফগানিস্তানের জাতীয় টেলিভিশনে এই ব্যাটালিয়নের ৩৮ মিনিটের একটি ভিডিও সম্প্রচারিত হয়েছে। যা দর্শকদের অবাক করে দিয়েছিল।

মূলত উন্নত বিশ্বের বিশেষ সামরিক বাহিনীর আদলে গড়ে তুলা হয়েছে এই ২টি ব্যাটালিয়নকে। যে কেউ প্রথমে এই ব্যাটালিয়নের সদস্যদের দেখলে পশ্চিমা এলিট বাহিনীর সদস্য হিসেবে গুলিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এরা হচ্ছেন, ইমারাতে ইসলামিয়ার অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত এবং উন্নত ট্রেনিং প্রাপ্ত মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন।

৯০ দশকে আফগানের ক্ষমতায় থাকা তালিবানদের মত এই বাহনীর পোশাক ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি আর পায়জামা নয় বরং পুরোদস্তুর আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সজ্জিত এই ব্যাটালিয়ন। নাইট ভিশন গগলস, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, আর হাতে M-4 এর মত অত্যাধুনিক রাইফেল। এসবের অধিকাংশই বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি বিজয়ের পর গনিমত পেয়েছিলেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

তালিবান সূত্র জানায়, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এসব আত্মত্যাগী যুবক মুজাহিদদের। যারা যে কোন মূল্যে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে এবং তাদের আমীরের আদেশের প্রতি সাড়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত।

এই দু'টি বাহিনীর সদস্যরা বিশুদ্ধ আকিদাহ ও ইসলামিক চেতনার পাশাপাশি অত্যাধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত। যারা ইসলামের পথে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত এবং দেশ ও জাতির নিরাপত্তা রক্ষায় তারা শহিদ হওয়াকে গর্বের ও মর্যাদার বিষয় মনে করে।

ইমারতে ইসলামিয়া তাদের বিভিন্ন সামরিক ভিডিওতে প্রচার করেছেন যে, আফগানিস্তানের নিরাপত্তার জন্য আধুনিক ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এই মুজাহিদদের। এরা সবাই তালিবান মুজাহিদদের মধ্যে বাছাইকৃত সবচেয়ে দক্ষ সেনা সদস্য। বর্তমানে রাজধানী কাবুল, মাজার-ই-শরিফ, পাঞ্জশির সহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি প্রদেশে এই দুই ব্যাটালিয়নের মুজাহিদগণ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

তালিবান মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ স্পেশাল ফোর্সের এসব মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বলেন, আফগানিস্তানের এই স্বাধীনতার জন্য আপনাদের আত্মত্যাগ ও ভূমিকা অতুলনীয়।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন-https://archive.org/details/taliban-elite-force

https://alfirdaws.org/2021/09/15/52552/

১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর কনভয়ে পাক-তালিবানের মোবারক ইস্তেশহাদী হামলা

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের বদর ব্রিজ এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি শক্তিশালী শহিদী হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের একজন বীর মুজাহিদ।

বিবরণ অনুসারে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার উপজাতীয় জেলা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্তের বদর ব্রিজ এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি কনভয়ে টার্গেট করে মোবারক শহিদী হামলা চালানো হয়।

সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সোমবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) একজন ইস্তেশহাদী বীর মুজাহিদ বিস্ফোরক বোঝাই মোটরসাইকেল এবং জ্যাকেট নিয়ে মুরতাদ সেনাদের উক্ত কনভয়টি লক্ষ্য করে শহিদী হামলাটি চালান। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক ও কয়েকটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। এসময় ট্রাকে থাকা সমস্ত সেনা নিহত এবং গাড়িতে থাকা আরও অনেক সেনা হতাহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করে জানান যে, এই মোবারক ইস্তেশহাদী হামলায় দুই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ১০ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ আরও জানান যে, এই মাসে এটি টিটিপির দ্বিতীয় শহীদী হামলা, যার ফলে ৪০ এরও বেশি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিকে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, উপজাতীয় এলাকা সহ পাকিস্তান জুড়ে মুরতাদ বাহিনীর উপর ধারাবাহিক সফল হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যা পাকিস্তান সরকার ও মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে বড় চ্যালেঞ্জে ও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

লাশ হস্তান্তরে ত্বাগুত ওসির ঘুষ দাবি, স্বজনদের মারধর

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ থানার ওসি মো. মহিবুল্লাহ অপমৃত্যুর লাশ হস্তান্তরে ২০ হাজার টাকা ঘুষ দাবির পাশাপাশি নিহতের স্বজনদের মারধরসহ আটক করেছে।

নিহতের স্বজনরা সাংবাদিকদের জানান, আমাদের সঙ্গে সেদিন রাতে যা যা হয়েছে আমরা তাই বলেছি, পুলিশ তা ভিডিও করেছে।

উল্লেখ্য, বরগুনার বেতাগীতে আমড়া পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে আবুল বাশার নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহতাবস্থায় পার্শ্ববর্তী মির্জাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে মির্জাগঞ্জ থানায় অবহিত করে।

পরে পুলিশ হাসপাতালে এসে নিহতের স্বজনদের থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে লাশ হস্তান্তর বাবদ ২০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে মির্জাগঞ্জ থানার ওসি মো. মহিববুল্লাহ।

নিহতের স্বজনরা ঘুষ দিতে অস্বীকার করায় পুলিশ জোরপূর্বক লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নিয়ে যেতে চায়। তখন নিহতের স্বজনরা তাদের বাধা দিতে চাইলে পুলিশ স্বজনদের মারধর করে। লাশ নিয়ে শুরু হয় টানাহেঁচড়া।

উক্ত ঘটনায় মির্জাগঞ্জ থানার এসআই সাইফুল ইসলাম নিহতের দুই স্ত্রী নাজমা ও হাওয়া বেগমকে বর্বরভাবে মারধর করে।

জালেমদের কারাগার থেকে পালানোর পর আটক ৪ ফিলিস্তিনি বন্দীর ওপর চলছে নৃশংস নির্যাতন

দখলদার ইসরাইলের জিলবোয়া কারাগার থেকে পালানোর পর গ্রেপ্তার হওয়া চার ফিলিস্তিনিকে নির্যাতনের মাধ্যমে মেরে ফেলা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে নাদি আল-আসির সেন্টার।

নাবলুসে ফিলিস্তিনি বন্দীদের এই সংগঠনটি বলেছে, চার বন্দীর একজন হচ্ছে জাকারিয়া জুবাইদি। এই বন্দীকে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছে। তার শরীরে এখন শুধু নির্যাতনের চিহ্ন। নির্যাতনে অসুস্থ হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নাদি আল আসির সেন্টারের প্রধান রায়েদ আমের বলেছেন, চার বন্দীর কাউকেই তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, চার বন্দীর কোনো ক্ষতি হলে এজন্য পুরোপুরি দায়ী থাকবে দখলদার ইসরাইলের অবৈধ সরকার। একজন বন্দীর অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাছে তথ্য থাকলেও অপর তিন জনের বিষয়ে কিছুই জানেন না তারা।

চার বন্দীকেই তাদের আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে নাদি আল-আসির সেন্টারের পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গত সপ্তাহে ইসরাইলের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত জিলবোয়া কারাগার থেকে সুড়ঙ্গ তৈরির মাধ্যমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন ছয় ফিলিস্তিনি বন্দী। এর মধ্যে চারজনকে আবারও আটক করেছে দখলদার ইসরাইল।

আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী মালাউন চিত্তরঞ্জনের নারী শ্লীলতাহানির ভিডিও ভাইরাল

এক নারীকে যৌন হয়রানির ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ঢাকা সবুজবাগ থানা আওয়ামী লীগের নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী ওই নারী শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলাটি করেছেন।

সবুজবাগ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চিত্তরঞ্জন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তার বিরুদ্ধে ওই নারীর অভিযোগ, দরজা বন্ধ করে তার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে চিত্তরঞ্জনের ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। পরদিন করা মামলায় ওই নারী লিখেছেন, রাজারবাগ কালীবাড়ি এলাকায় রাস্তার পাশে তার শ্বশুরের চায়ের দোকান আছে। দোকানটি সংস্কার করতে দিচ্ছেন না ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর চিত্তরঞ্জন দাশ। উল্টো তার শ্বশুরের কাছে কাউন্সিলর ৪০ হাজার টাকা দাবি করেন। এ বিষয়ে কাউন্সিলরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তার কার্যালয়ে যেতে বলেন। তিনি স্বামীর সাথে কার্যালয়ে গেলে শ্লীলতাহানি করা হয়।

ওই নারী বলেন, টাকার বিষয়ে কথা বলার পর কাউন্সিলর তাকে পাশের রুমে যেতে বলেন। রুমে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন। সেখানে তিনি শ্লীলতাহানি করেন।

অন্য জায়গার ছবি দেখিয়ে উত্তর প্রদেশে বিজেপির উন্নয়নের প্রচারণা

উত্তর প্রদেশের উন্নয়ন নিয়ে ভারতীয় পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিজেপি। সেখানে একটি উড়ালসড়ক বা ফ্লাইওভারের ছবি দেখা যাচ্ছে। তবে এখান থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

মূলত, ছবিটি আদৌ উত্তর প্রদেশের নয়। কলকাতার 'মা' উড়ালসড়কের ছবিটিই উত্তর প্রদেশের উন্নতির প্রচারণায় ব্যবহার করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ছবিসহ রাজ্য সরকারের নানা সফলতার কথা ফলাও করে পাতাজুড়ে ছাপা হয় এই দৈনিকে। এরপরই বিষয়টি তৃণমূল কংগ্রেসের নজরে এলে ছবি চুরির অভিযোগ তোলে তৃণমূল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

বিশ্বে ১৩ দেশের সরকারেই নেই কোনো নারী সদস্য

আফগানিস্তানের নতুন গঠিত তালেবানের মন্ত্রী সভায় নারী সদস্য না রাখায় অনেক সমালোচনা হচ্ছে। শুধু কি আফগানিস্তান এমন আরও ১২টি দেশ আছে যে দেশগুলোর সরকারে কোনো নারী সদস্য নেই।

তালেবানের নতুন গঠিত আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বর্তমানে বিশ্বের ১৩তম সরকার, যার মন্ত্রিসভায় কোনো নারী নেই।

বিশ্বের দেশগুলোর জাতীয় পার্লামেন্টসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) তথ্য অনুসারে, অন্য ১২টি দেশ হচ্ছে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, ব্রুনাই, উত্তর কোরিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, সেইন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিনজ, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, টুভালু, ভানুয়াতু, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেন।

আইপিইউর তথ্য অনুসারে, তালেবানের নিয়ন্ত্রনের আগে পূর্ববর্তী আশরাফ গনির আফগান সরকারের মন্ত্রিসভায় নারীর অবস্থান ছিলো ছয় দশমিক পাঁচ ভাগ। গনি মন্ত্রিসভার প্রায় ৩০ জন মন্ত্রীর মধ্যে তিনজন ছিলেন নারী।

১৯৯৬ সালে তালেবানের প্রথম শাসনামলে গঠিত মন্ত্রিসভায়ও কোনো নারী সদস্য ছিলো না।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নাইন-ইলেভেনের বরকতময় হামলার জেরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ হামলার জন্য আফগানিস্তানে আশ্রয়ে থাকা আলকায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে। ওই সময় আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের কাছে ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়ার দাবি জানায় বুশ।

তালেবান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে তুলে দেয়ার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রে হামলার সাথে তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে মার্কিনিদের কাছে প্রমাণ চায়। প্রমাণ ছাড়া তারা ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন প্রশাসনের কাছে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

বুশ প্রশাসন প্রমাণ দিতে না পেরে ২০০১ সালের অক্টোবরে আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করে মার্কিন বাহিনী। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রসজ্জিত মার্কিন সৈন্যদের হামলায় তালেবান সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়।

তবে একটানা দুই দশক যুদ্ধ চলতে থাকে দেশটিতে।

এরইমধ্যে আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের সদস্য দেশগুলোও যুক্ত হয়। মার্কিনিদের সমর্থনে নতুন প্রশাসন ও সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠে দেশটিতে।

২০১১ সালের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন সৈন্যদের অভিযানে শহিদ হন ওসামা বিন লাদেন। ২০১৩ সালে অজ্ঞাতবাসে তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের মৃত্যু হয়।

তা স্বত্ত্বেও তালেবান যোদ্ধারা আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখেন।

অবশেষে মার্কিনীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তালেবানরা আবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান | টিটিপির অসাধারণ এক হামলায় ২০ এরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চল বাজোর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দারুণ একটি অপারেশন পরিচালনা করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের বীর মুজাহিদগণ।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা যায়, গত ১১ সেপ্টেম্বর ভোর ৫ টায়, বাজোর এজেন্সীর ওয়ারা মুম্যান্ডের সাকরো-নাওসার এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাদের উপর একটি অসাধারণ সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন। যাতে কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ১২ এরও বেশি মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে।

তালিবান কর্তৃক শরিয়াহ শাসনের সমর্থনে কাবুলে মিছিল করলো আফগান নারী শিক্ষার্থীরা

গত শনিবার কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটারের সামনে তিনশোরও বেশি নারী শিক্ষার্থী তালিবান সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বোরকায় সারা শরীর ঢেকে এ র‍্যালিতে অংশ নেয়। ইউরো নিউজ, টাইমস অব ইন্ডিয়াৎ

তালিবানের জারি করা শরিয়া আইন,পোশাক পরিধানের ব্যাপারে ইসলামি নীতিমালার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে সেই নারীরা। তাদের হাতে

শোভা পাচ্ছিলো তালিবানের সাদাকালো পতাকা। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছিলো তারা। তালিবানের সশস্ত্র প্রহরায় র‍্যালিতে অংশ নেওয়ার পর তারা একটি সমাবেশে যোগ দেয়। বিজনেস ইনসাইডার

সম্প্রতি কিছু নারী স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিভিন্ন অযুক্তিক দাবিতে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তালিবান বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলো। শনিবারের সমাবেশে তালিবান সমর্থনকারী নারী শিক্ষার্থীরা সেইসব প্রতিবাদকারী নারীদেরও সমালোচনা করেছেন।

গত মাসে কাবুল বিজয়ের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর শরিয়াহ অনুযায়ী নারীদের অধিকার বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে তালিবান। তালিবান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে,আফগান নারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারবে। তবে তাদের অবশ্যই আবায়া ও নিকাব পরিধান করতে হবে।

আমি এখন খুব খুশি; এখানে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে না- আফগান কর্মজীবী নারী

তালেবান দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকেই কাজে ফিরতে শুরু করেছেন আফগান নারীরা। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তালেবানের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে এবং শুরু থেকেই নারীদেরও কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এর আগে জানানো হয়েছে যে, নারীরা ইসলামি শরীয়া মেনে হিজাব পরে বাইরে বের হতে পারবেন এবং নিজেদের কর্মক্ষেত্রেও ফিরতে পারবেন।

তালেবানের এমন আশ্বাস পাওয়ার পর নারীরা এখন কাজে ফিরছেন। তালেবান আফগানিস্তান দখলের আগে বিমানবন্দরে কাজ করতেন রাবিয়া জামাল নামের এক নারী। তালেবান নতুন সরকার গঠনের পর তিনি এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনিও আবারও কাজে ফিরেছেন। তিন সন্তানের এই মা এই নারী বলছেন, তার আসলে আর কিছুই করার নেই।

রাবিয়া বলেন, আমার পরিবারের জন্য আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। গাঢ় নীল রংয়ের বোরকা পরে মুখ ঢেকে রেখেছেন তিনি। তিনি বলেন, বাড়িতে বসে থেকে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। আমার খুব খারাপ লাগছিল।

গত ১৫ আগস্ট তালেবান দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আগে কাবুল বিমানবন্দরে করতাম।

শনিবার বিমানবন্দরের প্রবেশদ্বারে ছয় নারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। তারা গল্প করছিলেন এবং একে অন্যের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠেছিলেন। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের আগে নারী যাত্রীদের তল্লাশি করছিলেন তারা।

রাবেয়ার বোন কুদসিয়া জামাল (৪৯) এএফপিকে জানান, তালেবান নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার খবরে তিনি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

পাঁচ সন্তানের জননী এই নারী জানান, তার পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার। তিনি প্রথমে ভয় পেলেও এখন কাজে যেতে আর বাঁধা নেই। তিনি বলেন, আমি এখন খুব খুশি। এখানে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে না।

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

ইমারতে ইসলামিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

কাতারের উপ-প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুসনাদ কাতারের আমিরের পক্ষ থেকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আলহাজ্ব মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আজ ১২ সেপ্টেম্বর বিকালে ইমারতে ইসলামিয়ার রাষ্ট্রপতি ভবনে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইমারতে ইসলামিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী মৌলভী আব্দুন সালাম হানাফি, শাইখুল হাদিস মৌলভী আবদুল হাকিম হাক্কানি, ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলভী আমির খান মুত্তাকী, ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াকুব মুজাহিদ, ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খলিফা মোল্লা সিরাজউদ্দিন হক্কানি, তথ্য ও সংস্কৃতি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মোল্লা খায়রুল্লাহ খায়েরখোয়া, প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ ফাজিল আখুন্দ, গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মৌলভী আবদুল হক ওয়াসিক, আনাস হাক্কানি হাফিজাহুমুল্লাহ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

তালিবান সূত্র অনুযায়ী, বৈঠকে দুই পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, মানবিক সহায়তা, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করেন।

এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃত্ব এই কঠিন সময়ে আফগানিস্তানের জনগণের পাশে থাকার এবং সাহায্য করার জন্য কাতার সরকার ও তার জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃত্ব বৈঠকে জোর দিয়ে বলেন যে, দোহা চুক্তি আফগানিস্তানের একটি ঐতিহাসিক অর্জন, এখন সকল পক্ষকে চুক্তির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে।

কাতারের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃত্ব এবং সমগ্র আফগান জনগণকে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান এবং আফগানিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখার এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান জানান।

ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ের পর কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাবুলে এটিই প্রথম সফর।

https://ibb.co/qxLwrWg
https://ibb.co/qYVn3sP
https://ibb.co/MMXv2tH
https://ibb.co/ZTVkHYZ

রাজধানী ইসলামাবাদসহ বিভিন্ন স্থানে পাক-তালিবানের হামলা

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ এবং বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজধানী ইসলামাবাদের আইজিপি রোডে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে মুরতাদ সরকারের কর্তব্যরত এক পুলিশ সদস্যকে টার্গেট করে গুলি চালিয়েছেন টিটিপির টার্গেট কিলার মুজাহিদগণ। এতে উক্ত পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়। পরে হামলাকারী মুজাহিদগণ নিরাপদে ফিরে যান।

একই দিনে উপজাতীয় বাজোর এজেন্সির চারমং এবং ওয়ারা মুম্যান্ড নামক দুটি সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে আরও ২টি হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। যাতে বেশ বেশ কিছু সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্'র বরাত দিয়ে টিটিপির ওয়েবসাইটে হামলাগুলোর তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিরাপত্তাহীনতায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী

রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) এক মেধাবী ছাত্রী সনাতনী ধর্ম তথা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বিগত দুই বছর পূর্বে আইনসিদ্ধ ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের অগোচরে গোপনে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে আসছিল। সম্প্রতি পরিবারের মধ্যে তার চালচলনের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তারা নিশ্চিত হয় দ্বীপান্বিতা পাল (২০) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেও নিশ্চিত হয় তার পরিবারের সদস্যরা এ ঘটনা জেনে ফেলেছে। এরপর থেকে তার প্রতি পরিবারের সদস্যদের আচরণ ভিন্নরুপ ধারণ করে। সে সুযোগ খুঁজতে থাকে প্রাণে রক্ষা

পাওয়ার। শেষ পর্যন্ত সে কৌশলে গত রবিবার ঘর ত্যাগ করেও নিরাপত্তাহীনতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে জায়গা পরিবর্তন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানা গেছে।

উক্ত মেধাবী ছাত্রী হচ্ছে চট্টগ্রামের খরণদ্বীপ এলাকার বোয়ালখালী থানা, বর্তমান সাং-সাবেরিয়া, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রামের উজ্জল কুমার পাল ও মাতা শীলা পালের কন্যা। সে (রুয়েট) এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

২০২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত/নোটারি পাবলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। যার রেজিঃনং-৩৮৪। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মেধাবী ছাত্রী দ্বীপান্বিতা পাল (২০) পূর্বের নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে খাদিজাতুত তহিরা নাম রেখেছে। প্রাণ নাশের ভয়ে ঘর ছাড়া এ নওমুসলিম মেধাবী ছাত্রীর সাথে কথা হলে জানান,সে স্কুল,কলেজে পড়ার সময় মুসলমান বন্ধু-বান্ধবীদের সাহচর্যে থেকে ইসলামের রীতিনীতি দেখে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়েন। সিদ্ধান্ত নেন গোপনে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার।

জানতে জানতে একসময় সনাতনধর্ম তথা হিন্দু ধর্মের প্রতি তার আস্থা বিশ্বাস শূন্যের কোটায় পৌঁছে। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেন চির শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার। সিদ্ধান্ত মোতাবেক চট্টগ্রাম নোটারী পাবলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খাদিজাতুত তহিরা নাম গ্রহণ করেন।বিগত দুই বছর পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও এতদিন সে নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে ইসলামের বিধিবিধান পালন করে আসছিলেন।কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে করোনার কারণে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ঘরে অবস্থান করছিল।ঘরের মধ্যে গোপনে ধর্মকর্ম পালন করে চললেও দেরিতে হলেও পরিবারে সদস্যদের চোখে ধরা পড়ে যায়।সেই থেকে তার উপর শুরু হয় বিরুপ আচরণ। সব সহ্য করেও সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন ঘর ছাড়ার। অবশেষে সেই সুযোগ পেয়ে যাই গত রবিবার। নিজেকে প্রাণে রক্ষা করতে কৌশলে ঘর থেকে পালিয়ে যাই। পালিয়েও জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় স্থান পরিবর্তন করে করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে জানান। তিনি তার জীবনের নিরাপত্তা সহায়তা কামনা করেছেন।

তালেবান মুজাহিদীনের প্রশংসায় স্কাই নিউজের ব্রিটিশ নারী সংবাদদাতা

কাবুল থেকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজের নারী সংবাদদাতা অ্যালেক্স ক্রফোর্ড জানিয়েছেন, তার টিম ভারপ্রাপ্ত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যে আফগানিস্তান ও রাজধানী কাবুলে ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন। তিনি বলেন, একাধিক সশস্ত্র তালেবান চেকপয়েন্ট রয়েছে যেখানে আমাদের সমস্ত কাগজপত্র কয়েকবার যাচাই -বাছাই করা হয় - কিন্তু তার সাথে প্রায়ই তারা আনন্দদায়কভাবে আমাদের 'স্বাগতম, স্বাগত' জানাতে থাকে। কিন্তু যখনই আমরা কোন তালেবানের সামনে পড়েছি, তারা বিদেশী সাংবাদিকদের কাজের সুবিধার্থে তাদের পথ থেকে সড়ে গিয়েছে, এটি আফগানদের জন্য স্পষ্টতই একটি ভিন্ন চিত্র।'

ক্রফোর্ড বলেন, 'তারা আমাদেরকে তাদের সাথে টহলে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে তারা ভেবেছিল শুধু স্কাইয়ের ক্যামেরাম্যান রিচি মকলার তাদের পিকআপ ট্রাকের পেছনে উঠতে যাচ্ছেন। যখন আমিও তার পিছনে উঠি, তখন এই বিদেশী নারীর কারণে তালেবান পুরুষদের মধ্যে হঠাৎ আতঙ্ক দেখা দেয়। তারা অবিলম্বে ট্রাক থেকে নেমে যায়।

কেবলমাত্র আমাকে নামিয়ে নেয়ার জন্য একজনকে রেখে যায়।' তিনি আরও বলেন, তাদের মধ্যে দু'জনকে তাদের সিনিয়ররা গাড়িতে করে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য জোড় করে পাঠায়। কিন্তু যাত্রাপথে একজন আমার পুরো সময় আমার দিকে পিছনে ফিরে বসে থাকেন এবং অন্যজন বেশিরভাগ সময় তার পরিহিত চাদরের পিছনে লুকিয়ে ছিলেন। দু'জনকেই লজ্জিত ও বিব্রত মনে হচ্ছিল।' সূত্র: স্কাই নিউজ।

বর্ষায় কাদা আর শুকনো মৌসুমে ধুলোবালি : উন্নয়নের প্রবল জোয়ারে ভাসছে দেশ।

লক্ষীপুরের রামগতি উপজেলার দু'টি ব্যস্ত সড়ক হল চররমিজ ইউনিয়নের সৈয়দ মৌলভীবাজার-চৌধুরীবাজার সড়ক ও রামগতি বাজার-ছেউয়াখালী সড়ক। সড়ক দুটির মোট দৈর্ঘ্য সাড়ে ১৪ কিলোমিটার। উপজেলার হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এই দু'টি রাস্তা দিয়ে চলাচল করলেও, সাড়ে ১৪ কিলোমিটার সড়কের প্রায় পুরোটা জুড়েই কার্পেটিং উঠে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্তের। ভারি যানবাহন তো দূরের কথা, হালকা দু'চাকার যান ও পথচারী চলাচল করাটাই এখন বড় দায় হয়ে পড়েছে।

এলাকাবাসী জানান, সড়ক দুটিতে ভারি জানবাহন চলাচল করে। মৌলভীবাজার থেকে চৌধুরীবাজার পর্যন্ত নির্মাণের কিছুদিনের মধ্যেই কয়েক কিলোমিটার সড়ক ভেঙে যায়। বর্তমানে সেখানে অনেক বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে রামগতিবাজার-ছেউয়াখালী সড়কটির ছেউয়াখালী সেতু থেকে সৈয়দ মৌলভী বাজারের পোল পর্যন্ত সাড়ে ৭ কিলোমিটার কাজ করা হয় ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে। সড়কটি আলাদা জোনের হওয়ায় অবশিষ্ট ৬ কিলোমিটার সড়কের কাজও করা হয়নি তখন। চলতি বছরের প্রথম দিকে পণ্যবাহী ট্রাক উল্টে রামগতি বাজারের ব্যবসায়ীদের লাখ লাখ টাকার ক্ষতি হয়। এরপর যাত্রীবাহী গাড়ি উল্টে হতাহতের একাধিক ঘটনাও ঘটেছে।

রাস্তাগুলোর এমন দুরাবস্থার কারণে মানুষের জরুরি কাজ যেমন- অসুস্থ রোগী আনা-নেওয়া ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত নিয়ে বেকায়দায় রয়েছেন স্থানীয় বসবাসকারীরা। বর্তমানে এই দুটি সড়ক, এ অঞ্চলের মানুষের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে।
তবে রাস্তার উন্নয়ন বা সংস্কারে কর্তৃপক্ষের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই ।

ঐ দুটি সড়কে নিয়মিত চলাচলকারী সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আহমদ উল্লাহ সেলিম জানান, "রাস্তার অবস্থা এতোটাই খারাপ, কোন মানুষ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। বেহাল রাস্তায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠে। আমাদের প্রতিদিন কাদা-পানি ভেঙে যাতায়াত করতে হয়। এমনকি মোটরসাইকেলও চালানো যাচ্ছেনা।" সূত্র: ইনকিলাম

সারা দেশ জুড়ে সড়ক-মহাসড়কের এমন বেহাল দশা দালাল হাসিনা সরকারের উন্নয়নের ফাঁপা বুলির বাস্তবতাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিচ্ছে। উন্নয়নের জোয়ারে এসব রাস্তা ভেসে চলে গেছে বলে ব্যঙ্গ করছেন অনেকে।

মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার পর এবার সামাজিক মাধ্যমের উপর খড়গহস্ত স্বৈরাচার হাসিনা

ফেইসবুক ও টুইটার সহ সামাজিক মাধ্যমগুলোর উপর চড়াও হচ্ছে দালাল হাসিনা সরকার; অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের মত প্রকাশের শেষ উপায়টার উপরেও এবার কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তারা। খবর - নিক্কি এশিয়া, জাপান।

মূলত সরকারের দুর্নীতি আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক রিপোর্টগুলো বন্ধ করতেই সরকার এমন উদ্যোগ নিয়েছে বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক এই পত্রিকাটি। এক্ষেত্রে তারা সরকারের তথ্যপ্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের বক্তব্য উল্লেখ করেছে, "সরকার সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনতে চায়।"

সরকার এমন একটি আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে, যাতে করে তারা দেশের অভ্যন্তরেই সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের তথ্য সার্ভারে জমা করতে পারবে। নতুন আইনের আওতায় সরকার সামাজিক মাধ্যমগুলোকে বাধ্য করবে যাতে তারা 'সরকারবিরোধী মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ছড়ানোর জন্য দায়ি' একাউন্টের তথ্য সরকারকে সরবরাহ করে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে সরকার 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন'এর মাধ্যমে আগেই সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী ও সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করেছে। এই আইনের অধিনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আদালতের ওয়ারেন্ট ছাড়াই 'মিথ্যা তথ্য প্রচারের' দায়ে যেকাউকে গ্রেফতার করতে পারবে। ঐ আইন পাশের পর থেকেই শত শত সাংবাদিক ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী হামলা-মামলা ও পুলিশের হয়রানির শিকার হয়েছে। এই আইনের আওতায় গ্রেফতার কয়েকজন সাংবাদিকের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুও হয়েছে।

এর তিন বছরের মাথায়ই সামাজিক মাধ্যম নিয়ন্ত্রণের আরেকটি আইন প্রণয়ন করা হলে, জনগণের প্রতিবাদ করার যে অধিকারকে আগেই গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল- তার কফিনে শেষ পেরাক ঠুকে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অনেক বিশ্লেষক এমন মন্তব্যও করেছেন যে, এসকল আইনের উদ্দেশ্য একটাই। তা হল - সরকার ও তার সহকারিরা যা- খুশি-তা করবে, সারা দেশ লুটেপুটে খাবে, আর জনগণ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে; কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারবেনা। তাদের মতে, শেখ হাসিনা তার বাবার পথে হেটেই এদেশকে একটি নব্য ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলেছে।

গাজায় এবার শরণার্থী শিবিরে ইসরাইল সন্ত্রাসীদের বিমান হামলা

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইল।

রোববার দিনের শুরুর দিকে ইসরাইল গাজার দেইর আল-বালা শহরের আল-মাগজি শরণার্থী শিবিরে এ হামলা চালায়। খবর সাফা নিউজ এজেন্সির।

হামলায় শরণার্থী শিবিরের বেশ কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

গত কয়েক দিন ধরে ইসরাইলি বাহিনী গাজার ওপর দফায় দফায় বিমান হামলা চালাচ্ছে। ইসরাইলের কুখ্যাত গিলবাও কারাগার থেকে ছয় ফিলিস্তিনি বন্দি পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে নতুন করে এ হামলা শুরু করে ইহুদিবাদী দেশটি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করা ৬৬% শিক্ষার্থীই বেকার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের ৬৬ শতাংশই চাকরি পাচ্ছেন না। উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা বেকার। ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর শেষ করে চাকরি পাচ্ছেন। ৭ শতাংশ এখনো অন্য কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছেন কিংবা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ৩ শতাংশ নিজ উদ্যোগে কিছু করছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক জরিপে এসব তথ্য উঠেছে।

সরকারি গবেষণা সংস্থাটি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত জরিপটি পরিচালনা করে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে দেশের ৫৪টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজের ২০১৭ সালে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শেষ হওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর মুঠোফোনে জরিপটি চালানো হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা শ্রমশক্তিতে কতটুকু অবদান রাখছেন, তা জানতে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

জরিপে এক হাজার ৬৩৯ জন শিক্ষার্থী, ২০২ জন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২৩৩ জন চাকরিজীবীর মতামত নেওয়া হয়।

জরিপের সমন্বয়ক ও বিআইডিএসের গবেষক মিনহাজ মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে ৬৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বেকার থাকছেন।

ভারতে ফের নির্ভয়ার মতো বর্বর ধর্ষণকাণ্ড

ফের নির্ভয়ার মতো ধর্ষণকাণ্ড দেখল ভারত। ভারতের মুম্বাইয়ের সাকিনাকা এলাকায় স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোরে একটি থেমে থাকা টেম্পোতে ৩৪ বছর বয়সী ওই তরুণীকে নির্মম নির্যাতন করা হয়। শনিবার স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফোন আসে। ফোনে এক ব্যক্তি জানান, খাইরানি রোডে এক নারীকে মারধর করা হচ্ছে।

ধর্ষণের পাশাপাশি ওই নারীর গোপনাঙ্গে লোহার রড দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

ওই টেম্পোর ভেতরে ছোপ ছোপ রক্ত পাওয়া গেছে। মেয়েটির ওপর নির্যাতনের সময় টেম্পোটি রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ছিল বলে পিটিআই এর প্রতিবেদনে জানা গেছে।

এদিকে, এই ঘটনা ২০১২ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে চলন্ত গাড়িতে নির্মম নির্যাতনের পর মৃত্যুর কাছে হার মানা তরুণীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওই ঘটনাকে গণমাধ্যমগুলো নির্ভয়াকাণ্ড নাম দিয়েছিল। নির্ভয়াকেও ধর্ষণের পর গোপনাঙ্গে রড দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর পাক-তালিবানের পৃথক হামলা, হতাহত ৬ এরও বেশি

পাকিস্তানের বাজোর ও মাহমান্দ এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ৪টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন। যাতে কমপক্ষে ৬ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির ওয়ারা-মামুন্দ সীমান্তের দাবরি-সার এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি পদাতিক দলকে টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে। সেনারা যখন সীমান্তে টহল দিচ্ছিল তখন এই হামলার ঘটনা ঘটে, যাতে দুই মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একই রাতে বাজোর এজেন্সীর চারমাং সীমান্তের মাতক-সার এলাকায় এক সেনা সদস্যকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। আর এতেই উক্ত সেনা নিহত হয়।

এমনিভাবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাতে মাহমান্দ এজেন্সির ইয়াকা-ঘুন্ড সীমান্তের মিচনাই এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের একটি চেকপোস্টের কাছে একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। যেই হামলায় মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয় গফুর নামে মুরতাদ পুলিশ সদস্য। মুজাহিদদের হামলার পর সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

অপরদিকে গত ৯ সেপ্টেম্বর বুধবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদিনরা মাহমান্দ এজেন্সির "সারাহ-খাওয়া" এলাকায় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের টার্গেট করে স্নাইপার দ্বারা হামলা চালান। যাতে দুই পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ৮ এরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের ৩ টি পৃথক হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৮ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ১১ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার জিযু রাজ্যের বারদিরী শহরে দেশটির মুরতাদ মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সেনা নিহত ও আহত হয়।

একইভাবে আফজাউয়ী শহরে মুরতাদ মিলিশিয়াদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করেও এদিন সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে ৩ মুরতাদ সেনা হতাহত ও একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়। সূত্র মতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ হামলাটি এমন সময় চালিয়েছেন, যখন কয়েকজন অফিসারসহ মুরতাদ বাহিনীর ছোট একটি কাফেলা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করছিল।

অপরদিকে এদিন সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের বার্দালী শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর এক সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে উক্ত সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এছাড়াও সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের উপকূলীয় কাদা শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের একটি ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে বেশ কিছু ক্রুসেডার সেনা হতাহতের সম্ভাবনা রয়েছে।

গাছে গাছে মাসনুন দোয়ার প্লেট : জামায়াত-শিবির ট্যাগের আড়ালে যুগান্তরের ইসলামবিদ্বেষ!

ঘটনাস্থল রাজশাহী।

মোহনপুর থানার মোড় থেকে তানোরমুখী ১৫ কিলোমিটার কাশিমবাজার সড়কের দুই পাশের হাজারখানেক গাছে 'সুবহানআল্লাহ্', 'আলহামদুলিল্লাহ্', 'আস্তাগফিরুল্লাহ', 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্ নার' - ইত্যাদি বিভিন্ন মাসনুন দোয়া ও যিকির এবং হাদিস ও কুরআনের কিছু আয়াত টিনের প্লেটে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর এই যিকির ও দোয়া সমূহকেই 'জামায়াত-শিবিরের দোয়া' বলে কটাক্ষ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে ইসলামবিদ্বেষের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী যুগান্তর পত্রিকা।

গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে যুগান্তরের রাজশাহী প্রতিনিধি আনু মোস্তফা দাবি করে যে, এলাকাবাসী তাকে বলেছে দোয়া সম্বলিত এই টিনের প্লেটগুলো একদল যুবক মোটরসাইকেলে করে রাতের বেলা এসে লাগিয়ে দিয়ে যায়।

এলাকার জামায়াত-শিবির নেতাকর্মীরাই নাকি এসব টিনের প্লেট গাছের গায়ে লাগাচ্ছেন। ঐ রিপোর্টার আরও দাবি করে যে, প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে না পেরে জামায়াত-শিবির গাছে গাছে দোয়ার প্লেট লাগানোর বিশেষ এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন!

তবে যুগান্তরের এমন রিপোর্ট প্রকাশ করাকে কোন বিছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখছেন না সচেতন মুসলিম চিন্তাবীদগণ; বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষী সমাজ নির্মাণের যে ইহুদি-মুশরিক-নাসারাদের সম্মিলিত চক্রান্ত চলছে, এই রিপোর্ট তার-ই ধারাবাহিক অংশ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এদেশের ইসলামবিদ্বেষীরা মূলত ইসলামের সামান্যতম উপস্থিতিও সহ্য করতে পারেনা, তা দেখতে যতই নিরীহ মনে হোক না কেন। -এর আগেও ইসলামবিদ্বেষী প্রফেসর জিয়া রহমান সহীহ্‌ভাবে সালাম দেওয়াকে 'বিএনপি-জামায়াতের মাসলা' বলে কটাক্ষ করেছে। -কথিত কাউন্টার টেররিজম ইউনিট তাদের প্রচারিত টিভিসি-তে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি বর্জন, গান-বাজনা ছেড়ে দেওয়া ও গারলফ্রেন্ডের সাথে অশ্লীলতা পরিত্যাগ করাকে জঙ্গিবাদের লক্ষণ বলে প্রচার করছে। -'সম্প্রিতির বাংলাদেশ' সংগঠনের ব্যানারে পীযূষ বন্দ্যোপধ্যায় দাড়ি রাখা, টাখনুর উপরে কাপড় পড়া, ইসলামি জ্ঞানচর্চা, জন্মদিন-গায়েহলুদ ইত্যাদি পরিহার করা সহ ইসলামের মৌলিক পালনীয় অনেক বিষয়কে উগ্রবাদের লক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এভাবে তারা ইসলামের নানান তাহজিব-তামাদ্দুনকে জঙ্গিবাদ হিসেবে বার বার প্রচার করছে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন লোক দিয়ে; যাতে করে তা মানুষের মনে গেঁথে যায়।

এই প্রক্রিয়ার বাইরেও, ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তারা আরেকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

ডিজিএফআই-এর সাবেক প্রধান মেজর জেনারেল এম এ হালিম, মেজর জেনারেল এম এ মতিন সহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত প্রধানদের লিখায় দেখা গিয়েছে, ইসলামপন্থীদেরকে স্বাধীনতাবিরোধী আখ্যা দিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটা প্রোপাগান্ডা ভারত ও র' এদেশে তাদের দালাল বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও মিডিয়া হাউজগুলোকে দিয়ে বাস্তবায়ন করে আসছে।

উল্লেখ্য, ৭১ সালে জামায়াতের রাজনৈতিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে ইসলামবিদ্বেষী চক্র ইসলামের মৌলিক পালনীয় বিভিন্ন বিষয়কে জামায়াতের সাথে জুড়ে দিয়ে প্রচার চালাতে থাকে। এর মাধ্যমে এক শ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান জামায়াতবিরোধী মনোভাবকে তাদের অজান্তেই তারা ইসলামবিরোধী মনোভাবে রূপান্তরিত করতে থাকে; ঠিক এমনটিই তারা করেছে রাজশাহীতে গাছে দোয়ার প্লেট ঝুলানোর ঘটনার ক্ষেত্রে।

ভারতে নারী-নির্যাতন বেড়েছে ৪৬ শতাংশ : শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ আর দিল্লী

হিন্দুত্ববাদী ভারতের জাতীয় মহিলা কমিশন (এনসিডব্লিউ) জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে দেশটিতে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এনসিডব্লিউ এই বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত মহিলাদের বিরুদ্ধে ১৯,৯৫৩ টি অপরাধের অভিযোগ পেয়েছে। ২০২০ সালের একই সময়ে রিপোর্ট করা নারীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ ছিল ১৩,৬১৮ টি। গত বছরের চেয়ে এবারের সংখ্যাটি বেশি।

এই অভিযোগগুলির অর্ধেকেরও বেশি কুখ্যাত যোগী আদিত্যনাতের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে। যার মোট সংখ্যা ছিল ১০,০৮৪ টি। এর পরে ২,১৪৭ টি অভিযোগ নিয়ে দিল্লির অবস্থান ২য়।

এনসিডব্লিউ তথ্যমতে, অভিযোগের কারণগুলো ছিল যথাযথ সম্মান এবং মর্যাদা না পাওয়া, পারিবারিক সহিংসতা, ধর্ষণ, ইভটিজিং, যৌতুক এবং সাইবার ক্রাইম।

উল্লেখ্য, ভারতের হিন্দুসমাজে নারীদের উপর নির্যাতন অনেক পুরোনো। নারীদের হত্যা, ধর্ষণ, যৌতুক হয়রানি, যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো সতীদাহ প্রথার মতোই হিন্দুত্ববাদী ভারতের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : বাস্তুচ্যুত ৫৯ মিলিয়ন মানুষ

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত নতুন একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০১ সাল থেকে কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা ৫৯ মিলিয়ন মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে।

রোড আইল্যান্ড ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Cost of War project ' দ্বারা প্রকাশিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে যে ২০০১ সাল থেকে দীর্ঘ ২০ বছরের যুদ্ধে সন্ত্রাসী আমেরিকান সামরিক বাহিনীর সহিংসতায় আফ্রিকা, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের আটটি মুসলিম দেশের প্রায় ৩৭ থেকে ৫৯ মিলিয়ন মানুষ তাদের বাড়িঘর এবং দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

'শরণার্থী তৈরি করা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 9/11 যুদ্ধের পরে বাস্তুচ্যুত' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে আসে।

সন্ত্রাসী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক ঘোষিত এই অন্যায় যুদ্ধে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত হয় ৮টি মুসলিম দেশ। আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, লিবিয়া এবং সিরিয়া।

প্রতিবেদনেটিতে বলা হয়, ইরাক থেকে অন্তত ৯.২ মিলিয়ন মুসলিম তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসলিম বাস্তুচ্যুত হয়েছে সিরিয়া থেকে, যার পরিমাণ ৭.১ মিলিয়ন। আর কমপক্ষে ৫.৩ মিলিয়ন লোক বাস্তুচ্যুত হওয়া আফগানিস্তান রয়েছে তৃতীয় স্থানে।

প্রতিবেদনটির গবেষকদের দাবি, বিশাল সংখ্যক এই শরনার্থীদের সংখ্যা ১৯০০ সাল থেকে এযাবৎ যেকোন যুদ্ধ বা দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত হওয়া লোকদের চেয়ে বেশি। ব্যতিক্রম শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

মুসলিমদের দমনের উদ্দেশ্যে আমেরিকার কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই সহিংস যুদ্ধে বিভিন্ন দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া আরো কয়েক মিলিয়ন মুসলিমদের এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেই দেশগুলো হচ্ছে বুর্কিনা ফাসো, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চাদ, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মালি, নাইজার ও তিউনিসিয়া।

সন্ত্রাসী আমেরিকার সহিংসতা থেকে বাঁচতে ইরাক ও আফগানিস্তানের মুসলিমরা আশ্রয় নিয়েছে পাকিস্তান, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, মিশর, তুরস্ক এবং ইরান ও ইউরোপীয় দেশসহ আশেপাশে।

মুসলিম শরণার্থীদের পুনর্বাসনে পশ্চিমা সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলোর অনিচ্ছা, সীমিত আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং প্রত্যাবর্তনের সময় সম্পর্কে অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে শরণার্থীদের পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। তাদের নাগরিক অধিকার ও সেবা প্রত্যাখ্যান, নির্বাসনের ভয় এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন তারা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে কাটছে তাদের দিন। যেমন

স্বাস্থ্যকর খাবারের অপর্যাপ্ততা , বেকারত্ব, গৃহহীনতা, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাব, পানি-বিদ্যুৎ এবং স্যানিটেশন সহ অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনের ঘাটতি।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১৭ মুরতাদ সেনা হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যার ২ টিতেই কমপক্ষে ১৭ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে দেশটির মুরতাদ অফিসারদের একটি গাড়ি বহরে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে অফিসারসহ কমপক্ষে ৬ মুরতাদ সেনা নিহত এবং এক কমান্ডারসহ আরও ৪ মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক যান।

সূত্রটি জানায়, এই হামলার ঘটনাটি এমন সময় ঘটেছিল, যখন কয়েকজন অফিসার ও সেনা কর্মকর্তা সামরিক যান নিয়ে ভ্রমনে বের হয়েছিল।

অপরদিকে গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, একই রাজ্যের উপকূলীয় বুন্টাওয়ী এলাকায় মুরতাদ সেনাদের একটি ছোট সামরিক নৌ-যানে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। হামলায় মুরতাদ সেনাদের নৌ-যানটি নদীতে ডুবে যায়। ফলশ্রুতিতে নৌ-যানটিতে থাকা ৭ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৫ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ, যার ফলে কমপক্ষে ৫ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে, মাহমান্দ এজেন্সীর "সারাহ্ খাওয়া" এলাকায় দেশটির মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে অজ্ঞাত দিক থেকে স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। সূত্র জানায়, টিটিপির স্নাইপার শুটার মুজাহিদদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

অপরদিকে গত ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এফসি কর্মীদের টার্গেট করে একটি অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যাতে ৩ এফসি কর্মী নিহত ও আহত হয়।

সূত্র জানায়, ঐদিন রাতে মাহমান্দ এজেন্সীর সাফী সীমান্তে উক্ত হামলাটি চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছিল, যখন এফসি কর্মীদের দায়িত্বের মধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটছিল।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উভয় হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চাল, চিনি, আটা ও সয়াবিন তেলসহ সব নিত্যপণ্যের দাম চড়া; বাড়ছে ভোগান্তি

খোলা সয়াবিন তেলের দাম আবারও লিটার প্রতি বেড়েছে ৪ থেকে ৫ টাকা। বাজারে চিনির দামও বেশ চড়া।

সরকারের বেঁধে দেয়া দামে লোকসান হওয়ায় রাজধানীর পাইকারি বাজারে চিনি বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে অনেক দোকানি। বাজারে খোলা সয়াবিন তেল দোকান ও মানভেদে বিক্রি হচ্ছে ১৪১ থেকে ১৪২ টাকা লিটার।

নিম্নমানের পামওয়েলের দামও বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৩৫ থেকে ১৩৬ টাকা লিটার। বিক্রেতারা বলছেন, চিনি পাইকারিতেই কিনতে হয়েছে ৭৪ থেকে ৭৫ টাকা কেজি। তাই সরকারের বেধে দেয়া দামে বিক্রি করলে গুণতে হয় লোকসান।

বেড়েছে আমদানি করা মসুর ডালের দাম। পাইকারিতেই বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি। আগে থেকেই চড়া আটা ও ময়দার দাম। এদিকে, সপ্তাহ দুয়েক আগে সরকারের আমদানির অনুমতির খবরে চালের দাম কিছু কমলেও তা আবারও বেড়েছে।বিক্রেতারা জানান, পাইকারিতেই চালের দাম বেড়েছে।

নিত্যপণ্যের এমন চড়া দামে ক্ষুদ্ধ ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই। ভোগান্তি বেড়েছে জনগণের।

কুখ্যাত মালাউন প্রদীপকে কারাগারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করতে আদালতের নির্দেশ

চাঞ্চল্যকর মেজর (অব:) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলার অন্যতম আসামী কুখ্যাত মালাউন ওসি প্রদীপ কুমার দাশকে কারাগারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ দিতে তত্বাবধায়ককে নির্দেশ দিয়েছে কুফরী আদালত। আসামী প্রদীপ কুমার দাশকে কারাগারে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ দিতে গত ৮ সেপ্টেম্বর আদালতে তার আইনজীবীর আবেদন এর পরিপ্রেক্ষিতে কক্সবাজারের জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ইসমাইল কক্সবাজার জেলা কারাগারের তত্বাবধায়ককে এই নির্দেশ দেয়।

কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সেরেস্তাদার এম. নুরুল কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কিছুদিন আদালতের ভিতর কাঠগড়ায় মোবাইলে ওসি প্রদীদের কথা বলার ছবি ভাইরাল হয়েছিল।অথচ,কারাগারে তাওহিদবাদী আলেম ও বন্দি মুসলিমরা সুযোগ সুবিধাতো দুরের কথা মৌলিক অধিকারটুকু পান না। যারা দিনের পর দিন বিনা অপরাধে জালেমদের জুলুমের শিকার হয়ে আছেন।

১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

কাশ্মিরে সাংবাদিকদের বাড়িতে মালাউন পুলিশের অভিযান

সম্প্রতি কাশ্মীরে চারজন সাংবাদিকের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ভারতীয় মালাউন পুলিশ বাহিনী। অভিযানের পর, সাংবাদিকদের শ্রীনগরের স্থানীয় থানায় তলব করা হয়। সেখানে গ্রেফতারের পর থেকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ অভিযানের কারণ জানায়নি।

গত ২০১৯ সালে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মিরের শায়ত্ত্বশাসনের অধিকার বাতিল করার পর থেকেই সাংবাদিকদের উপর হিন্দুত্ববাদী ভারতের নিপীড়ন বেড়েছে। মুসলিম দমনের উদ্দেশ্যে রচিত তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে তদন্তের নামে হয়রানি করা হচ্ছে। অসংখ্য সাংবাদিককে গ্রেফতার ও মারধরের ঘটনাও ঘটেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের একজন সাংবাদিক আল-জাজিরাকে জানায়, ভারতীয় গোয়েন্দা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযান, হয়রানি এবং জিজ্ঞাসাবাদ কাশ্মীরে একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি সরকার কাশ্মীরে সাংবাদিকতাকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন তরুণ সাংবাদিক, যিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে কাশ্মির বিষয়ে লেখালেখি করেন, তিনি আল জাজিরাকে জানায়, 'ঘন ঘন অভিযান এবং জিজ্ঞাসাবাদে তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।'

তিনি আরও জানায়, এখানে সাংবাদিকতা পুরোপুরি অপরাধমূলক। সাংবাদিকরা শুধু নিজেদের জীবন নিয়ে নয়, পরিবারের জন্যও ভীত, কারণ তারাও এখন হয়রানির শিকার হচ্ছে। আমাদের সবকিছুই এখন ঝুঁকিতে রয়েছে।'

কাশ্মিরে সাংবাদিকদের সংগঠন 'কাশ্মীর প্রেস ক্লাব' সন্ত্রাসী ভারত সরকারকে তাদের স্বাধীনভাবে রিপোর্ট করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বারবার আবেদন করেও কোন লাভ হয়নি। সাংবাদিকদের দাবি তথাকথিত নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত এবং গণমাধ্যমকে দমিয়ে রাখতে হুমকি এবং অন্যায়ভাবে তলব করছে।

এদিকে, অনেক সাংবাদিক এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নীরব হয়ে পড়েছেন। হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের দমন নিপীড়নে তারা এখন শঙ্কিত।

বরকতময় ৯/১১ হামলার ২০তম বার্ষিকীতে ইমারতে ইসলামিয়ার শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর শপথ নিতে যাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউজে আল-কায়েদার ১৯ জন ইস্তেশহাদী বীর মুজাহিদ কর্তৃক বরকতময় ৯/১১ হামলার ২০তম বার্ষিকীর দিনটিতে শপথ অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে তালেবান সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে বলছে, ১১ সেপ্টেম্বরের শপথে যুক্তরাষ্ট্রকেও বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তালেবান নেতারা। তবে আমন্ত্রণ জানানো দেশগুলো শপথে অংশ নেবে কিনা, সে বিষয়ে এখনো তাদের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র খ্যাত টুইন টাওয়ার সহ ৩ টি স্থানে বিমান নিয়ে হামলা চালান একদল বীর মুজাহিদ, যা ৯/১১ নামে পরিচিত। ঐ হামলায় টার্গেটকৃত স্থানগুলোতে আমেরিকার জন্য কাজ করা কয়েক হাজার মার্কিন কর্মকর্তা ও ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়।

উল্লেখ্য, রাজধানী কাবুল দখলের প্রায় তিন সপ্তাহ পর গত (৭ সেপ্টেম্বর) তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠণ ও ঘোষণা করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

০৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

তালিবানদের বিজয়ের ফলে ভারতীয় সেলাই মেশিন শিল্পে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি

তালেবানরা আফগানিস্তান বিজয় করার পর থেকে ভারতে সেলাই মেশিন শিল্পকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। এরফলে সেলাই মেশিন শিল্পে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশ, প্রত্যেক বছর যেভাবে আফগানিস্তান থেকে অর্ডার আসে তা আর আসছে না এরফলে ব্যবসায়ীরা এটি নিয়ে চিন্তিত। অন্যদিকে, করোনার তৃতীয় সম্ভাব্য ঢেউ দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রভাব ফেলেছে।

হিন্দি গণমাধ্যম দৈনিক ভাস্কর জানিয়েছে, পাঞ্জাবের লুধিয়ানার সেলাই মেশিন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান জগবীর সিং সোখি বলেন, এ সময়ে যখন উৎসব আসতে চলেছে, আফগানিস্তানের ব্যবসায়ীরা এখানে সেলাই মেশিন কিনতে আসেন। তারা সেলাই মেশিন এবং তার যন্ত্রাংশ নগদে কিনে ফিরে যায়। এ ছাড়া তাদের স্থানীয় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে প্রত্যেক বছর শুধুমাত্র দেড় লাখ মেশিন আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান বা দুবাইয়ের মাধ্যমে ব্যবসা হয়। বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেলাই মেশিন শিল্প কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

জগবীর সিং সোখি নিজেও সেলাই মেশিন তৈরি করে। সে বলেছে, এ বছর তার নিজের অনেক গ্রাহকও আসেনি।

গণমাধ্যমের সঙ্গে ফোনালাপে জগবীর সিং সোখি বলেন, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ কী তা এখনও জানা যাচ্ছে না। সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে। করোনার প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের ফলে ব্যবসা ইতিমধ্যে স্থবির হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, আফগানিস্তানে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার ফলে এর প্রভাব আরও বাড়তে পারে বলে লুধিয়ানার সেলাই মেশিন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান জগবীর সিং সোখি মন্তব্য করেছে।

হাসিনার মুখে এবার 'ঘর ভাঙার গল্প'

"... আমরা বিভিন্ন এলাকায় ঘর তৈরি করে দিয়েছি। তিন শ'টি ঘর কিছু মানুষ বিভিন্ন এলাকা থেকে গিয়ে হাতুড়ি-শাবল দিয়ে ভেঙ্গে তারপর মিডিয়ায় ছবি তুলেছে। এদের নাম-দাম তদন্ত করে সব বের করা হয়ে গেছে। আমার কাছে পুরো রিপোর্টটা আছে।"
- এভাবেই দলীয় লুটেরা আর প্রসাশনের পক্ষ নিয়ে জতিকে ঘর ভাঙার কল্পকাহিনী শুনাল দালাল প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। সে আর তার লোকেরা কষ্ট করে ঘর বানায়, আর বিরোধী লোকেরা হাতুড়ি-শাবল দিয়ে ঘর ভেঙে ছবি তুলে, মিডিয়াও আবার যাচাই না করেই সেই ছবি প্রকাশ করে - এমন কথাও বলেছে হাসিনা। খবর - নয়া দিগন্ত ও আমাদের সময়।

দুর্নীতিবাজদের পক্ষে সাফাই গেয়ে 'মাদার অফ মাফিয়া' খ্যাত হাসিনা আরও বলে, "৯টা জায়গায় আমরা পেয়েছিলাম যেখানে কিছুটা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেটা মাত্র ৯টা জায়গায় কিন্তু অন্যত্র আমি দেখেছি যে, প্রত্যেকেই আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন।"
আবার কয়েক জায়গায় বৃষ্টিতে মাটি ধ্বসে ঘর নষ্ট হওয়ার গল্প শুনিয়ে পরিবেশবীদের দায়িত্বও পালন করেছে হাসিনা!

বিশেষজ্ঞরা বলছেন হাসিনার এমন সব বক্তব্যেই তার দলীয় লুটেরা আর দুর্নীতিবাজ আমলারা অবাধে লুটপাট চালিয়ে যাওয়ার অঘোষিত লাইসেন্স পেয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকা একজনের কাছ থেকে এমন ভারসাম্যহীন বক্তব্য আশা করেনা জাতি।

কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, এরকম আজগুবি গল্প শুনিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর আগেও রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় 'জামাত-শিবিরের লোকেরা মিছিল করে ধাক্কা দিয়ে ভবনটি ধ্বসিয়ে দিয়েছে' বলে মন্তব্য করে হাসির পাত্র হয়েছিল তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম.খা. আলমগির।

এবার চক্ষুলজ্জাকে একপাশে সরিয়ে হাসিনার এমন বক্তব্য বোধয় অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে। তাই, সচেতন মুসলিম চিন্তাবিদগণ বলছেন, এরকম নীতিহীন রাজনৈতিকদের কাছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কতটা নিরাপদ, তা এদেশের মুসলিম জনতার ভেবে দেখা উচিৎ।

আবারো চাঁদার জন্য নির্যাতন : স্থায়ী প্রতিকার কি?

চাঁদার জন্য থানায় নিয়ে নির্যাতন করা যেন পুলিশের অবৈধ উপার্জনের ট্রেডমার্ক হয়ে দাড়িয়েছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পালিত পুলিশ এবার এই কাণ্ড ঘটাল মুন্সীগঞ্জে। লৌহজং থানার এসআই আবু তাহের মিয়া চাঁদার জন্য মো: রিপন শেখকে ধরে থানায় নিয়ে চোখবেঁধে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা হয়েছে।

গত ৪ সেপ্টেম্বর এসআই আবু তাহের মিয়া সিভিল পোশাকে রিপনকে বাড়ি থেকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। পরে চোখমুখ বেঁধে তাকে মারধর করে পাঁচ হাজার টাকা চাদা দাবি করে। রিপন চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে এসআই আবু তাহের তাকে মারধর করে।

মারধরের পর এসআই আবু তাহের এও বলেছিল যে, "তোর স্ত্রীকে বাড়ি লিখে না দিলে তোকে জানে মেরে ফেলবো।" এতে করে এই কাজে রিপনের স্ত্রী ও এসআই আবু তাহেরের মধ্যেকার যোগসাজসের বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছে।

যে পুলিশের নিয়োজিত থাকার কথা জনগণের সেবায়, তারা কেন দেশজুড়ে একের পর এক এমন জনবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে? - এই প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞরা সরকারের পুলিশনির্ভরতাকে দায়ী করেছেন। দালাল সরকার এবং তাদের পেটোয়াবাহিনীতে পরিণত হওয়া পুলিশ - উভয়ে একে অপরের জুলুম আর লুটপাটের সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একারণে সরকারও অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বদলি কিংবা সাময়িক বরখাস্তের মতো লঘু শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। এতে করে পুলিশের এধরনের অপরাধপ্রবণতা আর বেপরোয়াভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

যতদিন পর্যন্ত না এই গণতান্ত্রিক জুলুমি সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, ততদিন এসব অত্যাচার-জুলুম থেকে জনগণের পূর্ণ মুক্তি হয়তো মিলবে না।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর টিটিপির হামলা, হতাহত ৮ মুরতাদ সেনা

পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সী ও ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর ১টি গাড়ি ধ্বংসসহ ৬ সেনা নিহত এবং অপর ২ সেনা আহত হয়েছে।

সূত্র মতে, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাহমান্দ এজেন্সীর পান্ডাইলাই সীমান্তের দোয়াই-জাই এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তান মুরতাদ বাহিনীর একটি পুলিশ পোস্টে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে প্রথমে ১ পুলিশ সদস্য নিহত এবং ৩ এরও বেশি পুলিশ সদস্য আহত হওয়ার সংবাদ জানা যায়। পরে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, টিটিপির জানবায মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে ৪ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরও ২ সদস্য আহত হয়েছে।

একইদিন পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সীমান্তের স্পিন কামার এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের একটি ঘাঁটিতে কয়েক দফা বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা সফলভাবে ঘাঁটিতে বিস্ফোরিত হয়। ফলে ঘাঁটিতে থাকা ২ সেনা নিহত এবং ১ টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ বরকতময় উভয় হামলা তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বিক্ষোভ-মিছিল করার নির্দেশ তালিবানের

ইমারতে ইসলামিয়ার নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলহাজ মৌলভী সিরাজউদ্দিন হাক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্'র জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিক্ষোভ-মিছিল করতে পারবেন জনগণ। তবে এসময় তারা কোন কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন না। দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতেই এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত কিছুদিন ধরে, রাজধানী কাবুল সহ দেশের কয়েকটি শহরে নির্দিষ্ট সংখ্যাক কিছু মানুষ বিক্ষোভের নামে রাস্তা অবরোধ করছে, নিরাপত্তা ব্যাহত করছে, মানুষকে হয়রানি করছে এবং আফগানদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত করছে। তাই সকল নাগরিককে জানানো হচ্ছে যে, আপাতত তারা যেন কোন নাম বা শিরোনামে বিক্ষোভ করার চেষ্টা না করেন।

কেউ ন্যায্য দাবী ও অধিকার নিয়ে বিক্ষোভ করতে চাইলে তা আইনগতভাবে করতে হবে, প্রথমে বিচার মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি নিতে হবে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রথমে প্রতিবাদের উদ্দেশ্য এবং স্লোগান, সেই সাথে প্রতিবাদের স্থান, শুরু এবং শেষের বিষয়ে নিরাপত্তা সংস্থাকে অবগত করতে হবে। আর এসব বিষয় কমপক্ষে ৩ ঘন্টা আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জানাতে হবে এবং অনুমতি নিতে হবে।

তদনুসারে, ইমারতে ইসলামিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের সকল নাগরিককে অবহিত করছে যে, এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন বিক্ষোভ-মিছিল না করে এবং নাগরিকদের উদ্বেগের কারণ না হয়।

এখানে কিছু গোষ্ঠী আছে, (যারাদের সাথে ইমারতের সম্পর্ক নেই) যারা প্রতিবাদকারীদের হুমকি দিচ্ছে, যাতে তারা তাদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। তাই ইমারতে ইসলামিয়ার নির্দেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি ঘটনার দায় লঙ্ঘনকারীদের উপর বর্তাবে এবং তারা এরজন্য কঠোর আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হবে।

ইমারতে ইসলামিয়া সকল নাগরিকের ন্যায্য দাবী ও অধিকারকে মূল্যায়ন ও সম্মান করে, তাই প্রথমে ইমারতে ইসলামিয়াকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সময় দিতে হবে।

জেল পালিয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের ৬ আত্মীয়কে ধরে নিয়ে গেছে ইসরাইল’

হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া ছয় ফিলিস্তিনিকে খুঁজে বের করতে না পেরে তাদের ছয় আত্মীয়কে তুলে নিয়ে গেছে বর্বর ইসরাইলি সেনারা।

বুধবার তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর আরব নিউজের। ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় গিলবোয়া কারাগার থেকে সোমবার সুড়ঙ্গ বানিয়ে পালিয়ে যান ছয় ফিলিস্তিনি বন্দি। বন্দিরা পালিয়ে যাওয়ার পর তাদের খুঁজে বের করতে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ ড্রোন মোতায়েন করেছে, বসিয়েছে চেক পয়েন্ট এবং জেনিন শহরে সেনা অভিযানও চালানো হয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের খুঁজে বের করতে পারেনি তারা।

তাই বুধবার ইসরাইলি সেনারা পালিয়ে যাওয়া বন্দি মাহমুদ আরদাহর দুই ভাই ও আত্মীয় ড. নিদাল আরদাহ, পালিয়ে যাওয়া বন্দি মুহাম্মদ আরদাহর দুই ভাই এবং পালিয়ে যাওয়া বন্দি মুনাদেল ইনফিয়াতের বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। এদিকে ইসরাইলের

এমন কর্মকাণ্ডে পশ্চিমতীরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের পরিচালক ওমর শাকির বলেন, কাউকে কিছু করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে তার আত্মীয়কে জিম্মি করে রাখা মাফিয়াদের কৌশল।

অর্থডক্স বিশপ আতাল্লাহ হান্না বলেছে, পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের আত্মীয়দের ধরে নিয়ে যাওয়া বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

ইমারতে ইসলামিয়ার নতুন সেনাপ্রধান মাওলানা ক্বারী ফাসিহ উদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ্

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। নতুন এই সরকারের অধীনে ইমারতে ইসলামিয়ার সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মাওলানা ক্বারী ফাসিহ উদ্দিন। তিনি দেশটির আর্মি চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মঙ্গলবার (৭ সেপ্টেম্বর) কাবুলে এক সংবাদ সম্মেলনে আফগানিস্তানের সরকার ঘোষণাকালে এ তথ্য জানান তালিবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিউল্লাহ মুজাহিদ।

জানা যায়, আফগানিস্তানের বহুল আলোচিত বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত পাঞ্জশির অভিযানে মাওলানা ক্বারী ফাসিউদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ্ নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটি আফগানিস্তানের এমন একটি প্রদেশ যা রুশ, আমেরিকা এবং ১৯৯৬-২০০১ সালে তালিবান মুজাহিদিন ক্ষমতায় থাকাকালেও পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেন নি। অবশেষে ক্বারী ফাসিউদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ্'র যোগ্য নেতৃত্বে মাত্র এক সপ্তাহেরও কম সময়ে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নেন তালিবান মুজাহিদগণ।

তিনি দীর্ঘ দিন ধরে তালেবানের সামরিক কমিশনের ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার নেতৃত্বে পাঞ্জশির ছাড়াও তালেবান বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সাফল্য পেয়েছেন। এরমধ্যে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালিবানের বিজয়ে তিনি সবচাইতে বেশি ভূমিকা রেখেছেন এবং অল্প সময়ে অনেক সফলতা লাভ করেছেন। যার ফলে তাকে উত্তরাঞ্চলের বিজেতাও বলা হয়।

দিল্লি-ভিত্তিক একটি থিংক ট্যাংক, অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতে, তালিবানকে দ্রুত ক্ষমতায় আনতে যে ২২জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে তাদের গবেষণায় এসেছে তার মধ্যে মাওলান ক্বারী ফাসিহ উদ্দিনও অন্যতম।

গভীর রাতে বাড়ি থেকে ৪ ফিলিস্তিনি শিশুকে তুলে নিয়ে গেছে ইসরাইল

পশ্চিমতীরের বেথেলহেম শহর থেকে বুধবার ভোরে ফিলিস্তিনের কয়েকটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার স্কুলছাত্রকে ধরে নিয়ে গেছে ইসরাইলি বাহিনী।

তারা সবাই বেথেলহেমের আল-মাহাদ স্কুলের ছাত্র। আটক শিক্ষার্থীরা হলো— ইউসুফ জামাল আল-হারিমি (১৫), আদম আয়াদ (১৫), মনসুর সালেহ ফরাজ (১৬) ও ঈসা মুহাম্মদ জরিনা (১৭)।

ফিলিস্তিনের স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয় চলতি সপ্তাহে। কিন্তু দখলদার ইসরাইলি বাহিনী এবার বাড়ি থেকে ফিলিস্তিনি শিশুদের নানা অজুহাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। খবর মিডলইস্ট আইয়ের।

স্কুলছাত্র ইউসুফ জামালের বোন মানার আল-হারিমি গণমাধ্যমকে জানান, বুধবার রাত ৩টার দিকে তাদের ঘরের দরজায় সজোরে কড়া নাড়তে থাকে ইসরাইলি বাহিনী। এ ঘটনায় প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন পরিবারের সবাই।

এ সময় আমাদের বাবা বাড়ি ছিল না। তারা বাড়িতে ঢুকে তার ভাইকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার মায়ের কাছ থেকে একটি কাগজে সই নিয়ে যায়। সেখানে লেখা ছিল, আটকের সময় শিশুটি সুস্থ ছিল এবং ঘরে তল্লাশির সময় কোনো ধরনের ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি।

একইভাবে অন্য শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকেও জোর করে এ ধরনের কাগজে সই নিয়ে যায় ইসরাইলি বাহিনীর সদস্যরা।

আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এভাবে বাড়ি থেকে শিশুদের আটক করার নিন্দা জানিয়েছেন ফিলিস্তিনিরা।

আর মানবতার ফেরিওয়ালারা এসব বিষয় দেখেও না দেখার ভান করে আছে।

গাজায় ফের ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের বিমান হামলা

ইসরাইল সোমবার রাতে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ওপর ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে।

গাজার খান ইউনুস শহরের কয়েকটি এলাকার ওপর ওই বিমান হামলা চালানো হয়। খবর ওয়াফা নিউজের।

এসব হামলায় পুরো গাজা উপত্যকা কেঁপে ওঠে। ইসরাইল সোমবার রাতে প্রথমে খান ইউনুস শহরের আল-ক্বাদিসিয়াহ এলাকার ওপর কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

এর পর ফিলিস্তিনের বিভিন্ন এলাকায় আরও বিমানগুলো হামলা চালানো হয়।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম জানিয়েছে, বিমান হামলা এতটা ভয়াবহ ছিল যে, বিস্ফোরণ থেকে কান ফেটে যাওয়ার মতো শব্দ হয়।

ইসরাইলের হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে পালিয়েছেন ৬ ফিলিস্তিনি

ইসরাইলের হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে সোমবার সুড়ঙ্গপথে পালিয়েছেন ছয় ফিলিস্তিনি বন্দি।
জায়নিস্ট মিডিয়ার বরাত দিয়ে আরব গণমাধ্যম জর্ডান সারায়া নিউজ ইহুদিবাদী ইসরাইলের জালবু কারাগারে টানেল খুড়ে ছয় ফিলিস্তিনি বন্দি পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যাতে কারাগারের বাইরে থেকে বন্দীদের বেরিয়ে যাওয়া স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

ইহুদিবাদী ইসরাইলের জালবু কারাগার থেকে ছয় ফিলিস্তিনি বীর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এ ঘটনার পর ইহুদিবাদী সেনারা পালিয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের আটকের জন্য সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত ইসরাইলি কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন হচ্ছেন ফিলিস্তিন প্রতিরোধ আন্দোলনের সদস্য। বাকি একজন ফাতাহ আন্দোলনের শহীদ ব্রিগেডের সদস্য। ছয় ফিলিস্তিনির মধ্যে পাঁচজন পশ্চিম তীরের জেনিন শহরের এবং একজন দেইর আল-বাশা শহরের অধিবাসী।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের পৃথক হামলায় কর্নেলসহ ৬ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের বাজোর, উজিরিস্তান এবং মাহমান্দে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর একে একে তিনটি সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। যাতে কমপক্ষে ৬ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ পৃথক ৩টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করেছেন যে, পাকিস্তানের তিনটি স্থানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ নিশ্চিত করেছেন যে, টিটিপির মুজাহিদিনরা গত ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, বাজোর এজেন্সির লোই মামন্দ সীমান্তের কিট-কোট সার এলাকায় স্নাইপার রাইফেল দিয়ে এক মুরতাদ সেনাকে টার্গেট করে শুট করেন একজন স্নাইপার শুটার মুজাহিদ। এতে উক্ত মুরতাদ সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

আগের দিন রাত ১০ টায় উত্তর ওয়াজিরিস্তানেরই রাজমাক সীমান্তে আরও একবার স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় স্নাইপারের গুলিতে এক এফসি কর্মকর্তা নিহত হয়।

এমনিভাবে গত সোমবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদগণ মাহমান্দ এজেন্সির খোইজাই বাইজাই সীমান্তে মেটাই এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের মুখতার নামক পোস্টের কাছে সেনাদের একটি দলকে টার্গেট করে হামলা চালান। যাতে এক কর্নেলসহ ৪ সৈন্য আহত হয়।

আইএসআই ডিজির কাবুল সফর নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার

পাকিস্তানের ফেডারেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) প্রধান জেনারেল ফয়েজ হামিদের কাবুল সফর নিয়ে হৈচৈ করার জন্য ভারতীয় গণমাধ্যমকে কটাক্ষ করেছে। মন্ত্রী তোর্খাম টার্মিনালে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেন- যেখানে তিনি ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচারের নিন্দা জানান।

মন্ত্রীর মতে, আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে ভারত পরাজিত হয়েছে এবং অপমানের ঝড় তৈরি করেছে। তিনি বলেন, 'ভারতীয় গণমাধ্যম আইএসআই-এর মহাপরিচালকের আফগানিস্তান সফর নিয়ে শোক প্রকাশ করছে, যেন আমেরিকা, ব্রিটেন এবং অন্যান্য বিদেশী দেশের লোকেরা আফগানিস্তান সফর করেনি'। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো বোঝার আহ্বান জানান। রশিদ বলেন, কেউ আশা করেনি যে, তালেবানরা এত তাড়াতাড়ি আফগানিস্তান দখল করবে। এটা এমন একটি কীর্তি যা বিশ্ব রাজনীতিকে নাড়া দিয়েছে।

'পরিবর্তন আসছে, এবং একটি সম্ভাব্য নতুন ব্লক গঠনের সাথে সাথে শিগগিরই এ অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। পাকিস্তান এ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রশিদ দাবি করেন, 'পাকিস্তান, চীন, আফগানিস্তান এবং তুরস্ক এ অঞ্চলে পরিবর্তন আনবে'।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার জন্য আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। 'তাদের স্থিতিশীলতা আমাদের স্থিতিশীলতা, এবং তাদের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন। আফগানিস্তানে পরিস্থিতির উন্নতি হলে সর্বত্র উন্নতি হবে।

এছাড়া সৈয়দ আলী গিলানীর লাশ বিষয়ে শেখ রশিদ বলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী গিলানীর লাশ নিয়ে যে আচরণ করেছে তাতে গোটা ইসলামি বিশ্ব ক্ষুব্ধ।

এদিকে ডন জানিয়েছে, আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফয়েজ হামিদ জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শনিবার এক সফরে কাবুল পৌঁছান তিনি। চ্যানেল ফোর নিউজের এক টুইট বার্তায় প্রকাশ করা ভিডিওতে আইএসআই প্রধানকে আফগানিস্তানে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কাবুলের এক হোটেলে দেখা যায়। ওই সময়ে এক প্রতিবেদক আইএসআই প্রধানের কাছে জানতে চান, আফগানিস্তানে এখন কী ঘটতে চলেছে বলে আশা করছেন? জবাবে আইএসআই প্রধান বলেন, 'ভয় পাবেন না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' কাবুল সফরে তালেবান নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আইএসআই প্রধান। বৈঠকে আফগানিস্তানে আটকে থাকা বিভিন্ন দেশের নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীদের পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। এছাড়া আফগানিস্তানের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়েও তালেবান নেতাদের সঙ্গে আইএসআই প্রধানের কথা হয়েছে। ডনের খবরে বলা হয়েছে, সামগ্রিক আলোচনা হয়েছে মূলত নিরাপত্তা ইস্যুতে। পরিস্থিতির সুযোগ অন্য কেউ যেন নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে এসব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকই হিন্দু: সন্ত্রাসী আরএসএস প্রধান

কুখ্যাত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএস এর প্রধান সন্ত্রাসী মোহন ভাগবত দাবি করে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকই হিন্দু। পাশাপাশি হিন্দু মুসলিম ঐক্যতার নামে হিন্দুদের নির্যাতন মেনে নেয়ার জন্য মুসলিম সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানায় কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী।

আফগানিস্তানে তালিবান মুজাহিদদের বিজয় এবং শারিয়াহ আইনের বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট, সত্য ও ন্যায়ের শাসনব্যবস্থা ইসলামি শারিয়্যাহর বিরুদ্ধে আয়োজিত মুম্বইয়ে 'রাষ্ট্র প্রথম-রাষ্ট্র সর্বোপরি' শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এ মন্তব্য করে মালাউন মোহন ভগবত।

অতীতেও একটি অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী মোহন ভাগবত দাবি করেছিল, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের ডিএনএ একই। ফের মন্তব্য করে, হিন্দু ও মুসলিমদের উৎস এক। সে আরও দাবি করে হিন্দুরা কারও সঙ্গে শত্রুতা করে না। সকলের ভাল চায়। এখানে ভিন্নমতের অনাদর হয় না। ইসলাম একটি সন্ত্রাসের ধর্ম উল্লেখ করে বলে, একে এ ভাবেই দেখা উচিত।

০৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নতুন সরকার ঘোষণা

দীর্ঘ ২০ বছর আগ্রাসী অ্যামেরিকার সাথে লড়াইয়ের পর গত ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালিবান মুজাহিদিন। কাবুল বিজয়ের তিন সপ্তাহ পর অন্তর্বর্তী নতুন সরকারের নাম ঘোষণা কারেছেন মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ।

আজ মঙ্গলবার (৭ সেপ্টেম্বর) কাবুলে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নতুন সরকারের নাম ঘোষণা করেন জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়েছে মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দ হাফিজাহুল্লাহ্ কে। তিনি গত ২০ বছর ধরে ইমারতে ইসলামিয়ার 'রাহবারি শুরা'র প্রধান ছিলেন।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, নতুন এই মন্ত্রীসভায় উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোল্লা আব্দুল গানি বারাদার ও দ্বিতীয় সহকারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আব্দুস সালাম হানাফী (হাফিজাহুল্লাহ্) কে। এরমধ্যে মোল্লা আব্দুল গানি বারাদার হাফিজাহুল্লাহ্ তালিবান আন্দোলন প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সেই সাথে ইমারতে ইসলামিয়ার যে ক'জন কর্মকর্তা কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা চালিয়েছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তালিবান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান বা সাবেক আমীরুল মুমিনীন মোল্লা ওমর (রহিমাহুমুল্লাহ)'র ছেলে মোল্লা মুহাম্মাদ ইয়াকুব হাফিজাহুল্লাহ্'কে।

পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে আলহাজ মৌলভী শাইখ সিরাজুদ্দিন হাক্কানী (হাফিজাহুল্লাহ্) কে। তিনি হাক্কানী নেটওয়ার্কেরও প্রধান।

ঘোষণায় ইমারতে ইসলামিয়ার নতুন মন্ত্রীপরিষদের সর্বমোট ৩৩ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন-

- ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী: আমির খান মোত্তাকি হাফিজাহুল্লাহ্।

- ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রধান: নজিবুল্লাহ হাক্কানি হাফিজাহুল্লাহ্।

- ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী: মোল্লা হেদায়েতুল্লাহ বদরী হাফিজাহুল্লাহ্

-ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি ও তথ্যমন্ত্রী: মোল্লা খাইরুল্লাহ খাইরখা হাফিজাহুল্লাহ্।

- অর্থনীতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: ক্বারী দ্বীন মুহাম্মদ হানিফ হাফিজাহুল্লাহ্।

- ভারপ্রাপ্ত আইনমন্ত্রী: মৌলভী আবদুল হাকিম শরয়ী হাফিজাহুল্লাহ্।

- সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব: মুহতারাম জবিউল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্।

- চিফ অফ স্টাফ: ক্বারী ফাসিহউদ্দিন বাদাখশানি হাফিজাহুল্লাহ্।

- উপজাতি ও সীমান্ত বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: নূরুল্লাহ নুরি হাফিজাহুল্লাহ্।

- অভিবাসী বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: খলিলুর রহমান হাক্কানি হাফিজাহুল্লাহ্।

- গ্রাম সম্প্রসারণ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: ইউনুস আখুন্দজাদাহ হাফিজাহুল্লাহ্।

- জনকল্যাণ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: মোল্লা আবদুল-মান্নান ওমারি হাফিজাহুল্লাহ্।

- খনিজ ও পেট্রোলিয়াম বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: মোল্লা মুহাম্মদ ইসা আখুন্দ হাফিজাহুল্লাহ্।

- ভারপ্রাপ্ত পানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী: মোল্লা আবদুল লতিফ মনসুর হাফিজাহুল্লাহ্।

- উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী: আব্দুল বাকী হাক্কানি

- জেনারেল ইন্টেলিজেন্স প্রেসিডেন্সির ভারপ্রাপ্ত প্রধান: মোল্লা আবদুল হক ওয়াছেক

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি: হাজী মুহাম্মদ ইদ্রিস হাফিজাহুল্লাহ্

- প্রশাসনিক বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত প্রধান: আহমদ জান আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্

- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি: মোল্লা মুহাম্মদ ফাদেল মজলুম হাফিজাহুল্লাহ্।

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি: শের মুহাম্মদ আব্বাস স্টানিকজাই হাফিজাহুল্লাহ্।

- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি: মৌলভী নূর জালাল হাফিজাহুল্লাহ্।

- গোয়েন্দা বিভাগের প্রথম ডেপুটি জেনারেল প্রেসিডেন্সি: মোল্লা তাজ মীর জাওয়াদ হাফিজাহুল্লাহ্।

- জেনারেল প্রেসিডেন্সি অফ ইন্টেলিজেন্সের প্রশাসনিক ডেপুটি: মোল্লা রহমতুল্লাহ নাজিব হাফিজাহুল্লাহ্।

- মাদক নিয়ন্ত্রণ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি: মোল্লা আবদুল হক আখুন্দ হাফিজাহুল্লাহ্।

https://i.ibb.co/H7fWXfb/IMG-20210907-223133-056.jpg

https://i.ibb.co/K5v5r7B/IMG-20210907-223135-166.jpg

সালাফী আলেম শাইখ আবু উবাইদুল্লাহ মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা, তালিবানের নিন্দা!

সম্প্রতি গত ৫ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের অন্যতম মশহূর সালাফী আলেম, আবু উবাইদুল্লাহ মুতাওয়াক্কিলকে কাবুল থেকে কিছু দূরে হত্যা করা হয়েছে। নিহত অবস্থায় তার লাশকে টুকরা টুকরা করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সেই সাথে তার একজন ছাত্রকেও হত্যা করা হয়েছে। যাকে তার সাথেই অপহরণ করা হয়েছিল।

তিনি ছিলেন সালাফী মানহাজের দাওয়াতের পথে একজন নিবেদিত প্রাণ মুখলেস দাঈ। ছিলেন মানুষের কল্যাণকামী, হেদায়াতের পথে আহ্বানকারী দুনিয়া বিমুখ আলেম।

উনার পরিবার সুত্রে জানা যায়, তালিবান কাবুল বিজয়ের পর অন্যান্য বন্দীদের সাথে তিনিও কারাগার থেকে বের হয়ে যান। এবং কাবুলের গাঞ্জানাবাদ কোম্পানি এলাকায় নিজ বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। গত ২৪ আগস্ট একটি সাদা প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলে পাঁচ জন সশস্ত্র ব্যক্তি তালিবান পরিচয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তালিবানের বক্তব্য-

শাইখ মুতাওয়াক্কিলের পরিবার স্থানীয় থানার তালিবান পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ করলে তারা তাৎক্ষণিক জানান যে হয়তোবা মুজাহিদিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গিয়েছেন। আশা করি উনি দ্রুতই ফিরে আসবেন। কিন্তু উনারা আরও যাচাইয়ের পর জানান যে তালিবান গোয়েন্দা বাহিনী উনাকে নিয়ে যান নি। উনারা অপহরণকারীদের ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পরিশেষে উনার বিধ্বস্ত লাশ পাওয়া যায় কাবুলে।

এদিকে গত ৫ সেপ্টেম্বর তালিবান মুখপাত্র যাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক টুইট বার্তায় এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন-

আলিমে দ্বীন মৌলবি উবাইদুল্লাহ মুতাওয়াক্কিল ও তার একজন ছাত্রের হত্যাকাণ্ডের সাথে ইমারাহ'র মুজাহিদদের কোন সম্পর্ক নেই। ইমারাহ'র গোয়েন্দা বাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করছে।

#توضیحات:
قتل عالم دین بنام مولوی عبید الله متوکل با یک تن شاگرد وی ربطی به مجاهدین امارت اسلامی ندارد.
انها چند روز قبل اختطاف شده بودند که امروز اجساد شان دریافت گردید.
استخبارات امارت اسلامی پی جستجوی عاملین این قتل اند.
اینگونه اعمال از سوی حلقات شریر وتفرقه افگن انجام میشود.

Translated from Persian by Google

#توضیحات:
The murder of a religious scholar named Rumi Obaidullah Mutawakel and one of his students has nothing to do with the Mujahideen of the Islamic Emirate.
They were abducted a few days ago and their bodies were received today.
The intelligence of the Islamic Emirate is looking for the perpetrators of this murder.
Such acts are carried out by evil circles and divisive people.

9:09 PM · Sep 5, 2021 · Twitter for Android

সন্দেহের তীর আইএস এর দিকে-

শাইখ মুতাওয়াক্কিল নিজে সালাফি ঘরানার ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তালিবানের বিজয়ে খুশি ছিলেন। এমনকি শেষের দিকে কিছু ভিডিও বার্তায় তিনি জনগণ ও তার অনুসারীদেরকে তালিবান সরকারকে সহযোগিতার ব্যাপারে আহবান করেছিলেন। যদিও পশ্চিমা মদদপুষ্ট কিছু সাংবাদিক উনাকে আইএসের সাথে সম্পৃক্ত করে হত্যাকাণ্ডের দায়ভার তালিবানের উপরে চাপাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হল কারাগারে আইএসের সদস্যরা উনাকে এতোটা ঘৃণা করতো যে উনার পিছনে নামাজও পড়তো না। কারণ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আইএসের সাথে তার মতানৈক্য ছিল। তিনি আইএসের নেতাকে বাইয়াত দেননি। আর আইএস যে সকল আলিম তাদের নেতাকে বাইয়াত দেয়না, তাদেরকে গোমরাহ মনে করে থাকে।

শাইখ মুতাওয়াক্কিল সামরিক কোন সংগঠনের সাথেই যুক্ত ছিলেন না বলে জানিয়েছেন উনার পরিবার ও পরিচিতিজন। তবে তার বেশ কিছু অনুসারী তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আইএসে যোগ দিয়েছিল। আর এটাকে পুজি করেও কাবুলের পুতুল সরকার তাঁকে ২০১৯ সাল থেকে অন্যায়ভাবে বন্দি করে রেখেছিল। উল্লেখ্য আইএস শুধু হানাফি ঘরানার আলিমদেরকেই হত্যা করেছে তা নয়, বরং যে সকল সালাফি আলিমরা তাদের আমীরকে বাইয়াত দেয়নি বা দেওয়া জরুরী মনে করে না, তাদেরকেও শত্রু হিসেবেই গণ্য করে। এমনকি এই ধরণের বেশ কিছু সালাফি আলিমকে তারা হত্যা করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বছর-ই শাইখ মুতাওয়াক্কিলের একজন বন্ধু কাবুল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উস্তাদ মুবাশশির মুসলিমইয়ারকে হত্যা করা হয়। হত্যার কিছু দিন পূর্বেই তিনি কারাগার থেকে বের হয়েছিলেন। তালিবান সেই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের

ব্যাপারেও আইএসের সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। হতে পারে আইএস সাবোটাজ করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরোধী সালাফি আলিমদের হত্যা করে এর দায়ভার তালিবানের উপর চাপাতে চাচ্ছে।

Tweet

من ابرز الشخصيات السلفية في #طالبان:
1- الشيخ عبدالرحيم ، وهو شيخ المجاهدين السلفيين في كنار.
2- حاج حياة الله ابن اخ الشيخ جميل الرحمن، شيخ السلفية في #أفغانستان.
3- حاجي حكيم حاكم ولاية نورستان.
4- الشيخ منيب، نائب الوالي.
5-محب الله هجرة رئيس اللواء العسكري في نورستان .

9:58 AM · Sep 7, 2021 · Twitter for Android

25 Retweets 2 Quote Tweets 159 Likes

Captured with Lightshot

শাইখ মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে একটি মর্মান্তিক ঘটনা। মুজাহিদিনের শত্রুরা তাদেরকে বিতর্কিত করতে বিভিন্ন ঘরানার উলামাদের হত্যা করছে। আমরা আশা করি তালিবান সরকার এই অপরাধীদের কঠোর থেকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করবেন।

আমেরিকায় আফগান শরণার্থীদের কষ্টের জীবন

তড়িঘড়ি করে আফগান ছাড়ল আমেরিকা, যাওয়ার সময় সাথে নিয়ে গেল তাদের ২০ বছরের দোসর আফগান নাগরিকদের কিছু সংখ্যক। বিমানবন্দরে ভিড় সামলাতে গুলি চালিয়ে কতককে হত্যাও করে তারা। তবুও ২০ বছরের আগ্রাসন আর নির্যাতন ছাপিয়ে তাদের কথিত উদ্ধার অভিযানকেই ফালাও করে প্রচার করেছিলো পশ্চিমা দালাল মিডিয়াগুলো।

তবে এখন আর শেষরক্ষা হচ্ছে না।

দুনিয়ার চোখে হিরো সাজতে নিজেদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থেকে উপেক্ষা করেই আফগান শরণার্থীদের নিয়ে গিয়ে এখন তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করছে আমেরিকা।

টেক্সাসের ফোর্ট ব্লিসে আশ্রয় পাওয়া হামিদ আহমাদি নামে এক আফগান শরণার্থী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শরণার্থী ক্যাম্পে তাদেরকে দেওয়া খাবারের একটি ছবি পোস্ট করেছেন; সেই খাবারের প্লেটে ৩টি ছোটো পাতলা মাংসের টুকরা আর তার চেয়ে ছোট ৩ টুকরা পেঁপে ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

তার ঐ পোস্টে তিনি লিখেছেন যে, তাদের এইরকম আরেকটি মিল আবার ১২ ঘণ্টা পড়ে দেওয়া হবে।

তবে তার এমন ছবি প্রকাশকে ভালভাবে নেয়নি আমেরিকানরা। তার ঐ পোস্টে লাভের্ন স্পাইসার নামে এক মার্কিন নারী মন্তব্য করেছে- "আমরা তোমাদেরকে আফগানিস্তান থেকে উদ্ধার করলাম, ট্যাক্সপেয়ারদের টাকায় তোমাদের খাওয়াচ্ছি, আর তোমরা অভিযোগ করার সাহস দেখাচ্ছ! রিয়েল ব্রেইসন গ্রে'র ভাষায় বলছি, যদি তোমার এই দেশ ভাল না লাগে, তাহলে চলে যাও।"
এরোল ওয়েবার নামে আরেকজন মন্তব্য করে, "১৩ জন মেরিন সেনা জীবন দিয়ে তোমাদের এদেশে নিয়ে এসেছে, যাতে তোমরা 'ফ্রি খাবার পছন্দ হয়নি' লিখে টুইট করতে পার!"

কাসান্ড্রা নামের আরেক নারী মন্তব্য করে, "তুমি গুরুতর অভিযোগ করেছ। তোমার এই খাবার ভাল না লাগলে আফগানিস্তানের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে যা ভাল লাগে খাও।"

মার্কিনিদের এমনই সব তির্যক মন্তব্যে সয়লাব হয়ে যায় হামিদের টুইটার একাউন্ট; এতে করে মার্কিনীদের অসৌজন্যতা আর তীব্র মুসলিমবিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে।

আফগান শরণার্থীদের এমন ভাবেই আপ্যায়ন করছে 'মানবিক' আমেরিকা। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমেরিকায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের একটা বড় অংশেরই হয়তো মোহভঙ্গ হবে এবং তারা আবার আফগানিস্তানে ফিরে যেতে চাইবে।

এবার পাঞ্জশির দখলে 'কার্গিলের' পাক আর্মির অংশগ্রহণের মনগড়া দাবি ভারতীয় মিডিয়ার

একের পর এক মিথ্যা বানোয়াট তথ্য দিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় মিডিয়া, তালিবান নিয়ে তাদের মিথ্যাচার আর বিষোদগার যেন থামছেই না।
এবার কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের ভেরিফাইড ফেইসবুক পেইজে দাবি করেছে যে- পাঞ্জশির দখল করতে তালিবান মুজাহিদিনকে নাকি 'কার্গিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী' পাকিস্তানী আর্মির সদস্যরা সাহায্য করেছে! অথচ তাদের এই দাবির পক্ষে তারা কার্গিল যুদ্ধের একটি বেনামি ছবি ছাড়া কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেনি।

তালিবানদের কাবুল বিজয়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতের যে কি পরিমাণ গাত্রদাহ হচ্ছে, তা তাদের একের পর এক মিথ্যাচার দেখেই প্রমাণ হচ্ছে। গতপরশু কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক অরবিন্দ বেল্লার তো এমন দাবিও করেছে যে- ভারতে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্যও নাকি তালেবান দায়ী।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতীয়দের এসব লাগামহীন মন্তব্য তাদের দেশের বর্তমান ভারসাম্যহীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিরই বহিঃপ্রকাশ, দিন দিন যার শুধু অবনতিই হচ্ছে।

ভারতে বর্বর কাণ্ড; বৃষ্টির আশায় নগ্ন করে ঘোরানো হলো ৬ কিশোরীকে

খরার মতো পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য চাই বৃষ্টি। কিন্তু তার আশায় বর্বর কাণ্ড ঘটালো ভারতের এক গ্রামের কুসংস্কারচ্ছন্ন কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা। তারা অন্তত ছয় কিশোরীকে নগ্ন করে গ্রামে ঘুরিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এর জেরে বৃষ্টির দেবতা সন্তুষ্ট হবে। এই ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার বানিয়া গ্রামে।

দামোর পুলিশ সুপার ডিআর তেনিয়ার জানিয়েছে, বৃষ্টির আশায় স্থানীয় রীতি হিসাবে কয়েক জন কিশোরীকে নগ্ন করে ঘোরানোর খবর পুলিশের কাছে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রোববার। হিন্দু স্থানীয়দের মধ্যে বৃষ্টি নিয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, কমবয়সী মেয়েদের নগ্ন করে ঘোরানো হয়। বড়রা ভজন গাইতে গাইতে তাদের সঙ্গে ঘোরেন। তারা মনে করেন, এতেই সন্তুষ্ট হবে বৃষ্টির দেবতা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক নাবালিকা নগ্ন হয়ে হাঁটছে। তার পাশে ভজন গাইছেন এক দল মহিলা।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের আক্রমণ, ৬ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর দুটি সফল অভিযান চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যাতে ৩ সেনা নিহত এবং আরও ৩ সেনা আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিওম সীমান্তের শাখিমার এলাকায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে সফলতার সাথে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে মুরতাদ বাহিনীর দুই সেনা সদস্য নিহত এবং আরও দুই সদস্য আহত হয়েছে।

একইদিন সন্ধ্যায়, বাজোর এজেন্সির ওয়ারাহ মুম্যান্ড সীমান্তের এক অজানা দিক থেকে মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে স্নাইপার দ্বারা হামলা চালান টিটিপির স্নাইপার শুটার মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের স্নাইপারের গুলিতে এক সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্'র বরাত দিয়ে উভয় হামলার সংবাদ নিশ্চিত করেছে উমর মিডিয়া।

এই নিয়ে গত দুই দিনে টিটিপির মুজাহিদগণ বিভিন্ন এলাকায় মোট পাঁচটি হামলা চালিয়েছেন।

প্রকাশিত হল "ভিক্টোরি ফোর্স-৩" এর সামরিক কুচকাওয়াজের হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক কমিশন কর্তৃক তালিবানদের অফিসিয়াল আল-হিজরাহ স্টুডিও প্রকাশ করল সর্বাধিক উৎসাহমূলক সামরিক মহড়ার নতুন ভিডিও। 'ভিক্টোরি ফোর্স-৩' (বিজয় বাহিনী) শিরোনামের নতুন এই ভিডিওটির দৈর্ঘ্য ৩৮:২২ মিনিট। এর আগে গত বছরের অক্টোবর মাসে এই সিরিজের ৪১ মিনিটের প্রথম কিস্তি এবং চলিত বছরের এপ্রিল মাসে ৩৯ মিনিটের দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল।

পশতুভাষায় নতুন প্রকাশিত ও ইংরেজি সাবটাইটেল যুক্ত ৩৮ মিনিটেরও অধিক সময় যাবৎ চলা দীর্ঘ এই ভিডিওটিতে তালিবান কর্তৃক (আল-ফাতাহ্ সামরিক ক্যাম্প) পরিচালিত সেরা সামরিক অনুশীলন ও উন্নত সামরিক মহড়ার হৃদয় প্রশান্তিকর দৃশ্যাবলী দেখানো হয়েছে। এছাড়াও ভিডিওটিতে তালিবানদের ব্যবহৃত অত্যাধুনিক অস্ত্র, মিসাইল, সাঁজোয়া যান সহ অন্যান্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দেখানো হয়েছে।

ভিডিওতে দেখানো হয়েছে কিভাবে তালিবান মুজাহিদিন কাউকে টার্গেট করে এবং কিভাবে তারা একটি সামরিক অভিযানকে ব্যর্থ করেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত ৯ টায় এবং ২ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টায় দেশটির জাতীয় টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মত সামরিক ভিডিওটির প্রদর্শনী দেখানো হয়। এরপর এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভিডিওটি দেখার পর দর্শকরা আকর্ষণীয় মন্তব্য ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার এই সামরিক প্যারেড/কুচকাওয়াজ শুরু করার পূর্বে অতুলনীয় কণ্ঠে সুরা ফাতাহ তেলাওয়াত করা হয়। যা দর্শকদের হৃদয়কে প্রশান্তি করে দেয়।

এক বাক্যে বলা যায়, ভিডিওটি তালেবান যোদ্ধাদের কঠোর অনুশীলনের নতুন সংস্করণ।

VICTORIOUS_ARMY-3 ডাউনলোড করুন

HQ ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

https://archive.org/details/fatih-zwak-3-hq

https://mega.nz/file/QkRVVSgD#7FxJHB...-p5wrE5q1GI13I

https://files.fm/u/bnwad6v3p

https://t.co/85wNtix3e5

MQ ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

https://archive.org/details/fatih-zwak-3-mq

https://t.co/WeDgi85Uhd

https://mega.nz/file/0hAmybRD#q7CFZS...NuVEYsA17EAW4M

https://files.fm/u/jaztz3f7h

Mobile Qoality ডাউনলোড লিংক:

https://archive.org/details/fatih-zwak-3-mob

https://t.co/eyxvfEeTHt

https://file.fm/u/4hn2kukay

https://gofile.io/d/kDxaeX

ভিডিওটির কিছু দৃশ্য দেখুন... https://alfirdaws.org/2021/09/07/52316/

খাগড়াছড়িতে কলেজে ছাত্রীদের টয়লেটে মিললো নবজাতক

খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের ছাত্রীদের কমনরুমের টয়লেট থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ এক নবজাতককে (কন্যাশিশু) উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে কান্নার শব্দ শুনে নবজাতককে উদ্ধার করেন কলেজের অফিস সহায়ক রেনু ধর।

কলেজ সূত্র জানায়, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে আসা ছাত্রীরা কমনরুমে বসা ছিলেন। এ সময় ছাত্রীদের কমন রুমের টয়লেট থেকে নবজাতকের কান্নার আওয়াজ আসে। ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে কলেজের অফিস সহায়ক রেনু ধর নবজাতকটি উদ্ধার করেন।

রাজশাহীতে নেশার টাকা না পেয়ে দুই বছরে ছয় স্বজনকে হত্যা

ধু নেশার টাকার জন্য মা, বাবা, স্ত্রী-সন্তানকে হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে। নেশাগ্রস্ত বেকাররাই এ হত্যাগুলো করেছে। রাজশাহী মহানগরী, গোদাগাড়ী, পুঠিয়া ও বাগমারায় ২০১৯ ও ২০২১ সালে ছয়টি হত্যাকান্ড ঘটেছে।

পুলিশ জানায়, ২০১৯ সালের ৯ জুলাই টাকা না পেয়ে মা সেলিনা বেগমকে হত্যা করেন ছেলে আবদুস সালেক। গোদাগাড়ী সার্কেলের এএসপি আবদুর রাজ্জাক জানিয়েছেন সালেক উচ্চশিক্ষিত। বাবা স্কুলশিক্ষক মো. শাহাবুদ্দিন। কিন্তু ছেলে দীর্ঘদিন থেকে মাদকাসক্ত। টাকার জন্য মাকে চাপ দিচ্ছিলেন। ঘটনার দিন একপর্যায়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মাকে হত্যা করেন।

একই বছরের ৫ আগস্ট বাগমারার সোনাডাঙ্গা ইউনিয়নে টাকা না দেওয়ায় মা চম্পা বেগমকে (৭০) পিটিয়ে হত্যা করেন নেশাগ্রস্ত ছেলে আবুল কাসেম (৫০)। ২০২০ সালের ৭ জানুয়ারি গোদাগাড়ীতে মাদকাসক্ত ছেলের লাঠির আঘাতে মা শঙ্কর রানীর (৬৫) মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা জানান, সুমন দীর্ঘদিন থেকে নেশাগ্রস্ত। নেশা করার জন্য মায়ের কাছে টাকা চান। টাকা দিতে অস্বীকার করায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন সুমন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মায়ের মৃত্যু হয়।

এ বছরের ৫ জানুয়ারি পুঠিয়া উপজেলায় স্ত্রী পলি খাতুন (২০) ও পাঁচ মাসের শিশু সন্তান ফারিয়া খাতুনকে বালিশচাপা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করেন মাদকাসক্ত স্বামী। রাজধানীর দারুসসালাম থেকে ঘাতক ফিরোজকে আটক করে পুলিশ। পুঠিয়ার ওসি রেজাউল ইসলাম জানিয়েছেন, ফিরোজ আরপিএল এলিগেন্স বাসের সুপারভাইজার ছিলেন। একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তার একটি পা কাটা পড়ে। এর পরই ফিরোজ হেরোইন সেবন শুরু করেন। হেরোইন কেনার টাকার জন্য মাঝেমধ্যেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালাতেন। এ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হতো প্রতিদিন। এর সূত্র ধরেই রাগে-ক্ষোভে স্ত্রী ও কন্যাশিশুকে ঘুমের ঘোরে বালিশচাপা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক ধারণা। সর্বশেষ রাজশাহীতে নেশার টাকা না দেওয়ায় মুমিনুল ইসলাম পিয়াস নামে এক ছেলে তার বাবা জুয়েলকে (৪৫) ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন। রবিবার দুপুরে মহানগরীর অচিনতলায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েল একই এলাকার মজিবুর রহমানের ছেলে। জানা গেছে, দুপুরে মাদক কেনার জন্য বাবার কাছে টাকা চান পিয়াস। টাকা দিতে আপত্তি জানালে ঘরে থাকা ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের পৃথক হামলায় ৩ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সি এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর দুটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, যাতে ৩ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তানি মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর গত ৬ সেপ্টেম্বর উপজাতীয় এলাকায় দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন।

এরমধ্যে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের রাজমাক সীমান্তে, যেখানে এফসি কর্মকর্তাদের টার্গেট করে একটি মাইন বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যার ফলে একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অপর একজন গুরুতর আহত হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় হামলাটি চালানো হয় বাজোর এজেন্সির চারমং সীমান্তে। যেখানে অজ্ঞাত দিক থেকে মুজাহিদদের পরিচালিত স্নাইপার হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় আরও এক সেনা সদস্য।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, একই দিন সকালে কোয়েটায় পাক-তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত একটি ইস্তেশহাদী হামলায় ৩০ এরও বেশি এফসি কর্মী নিহত ও আহত হয়েছিল।

পাঞ্জশির বিজয়ে তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদের মন্তব্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ সোমবার ঘোষণা করেছেন যে, পাঞ্জশিরের সমস্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। তিনি বলেন, প্রদেশটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং যেকোন বিদ্রোহ ঠেকাতে সেখানে আরও কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হবে।

তালিবান আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে যে, মুজাহিদিনরা আজ সকালে পাঞ্জশির প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ কাবুলে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে পাঞ্জশির সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অন্য পক্ষ যারা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ, অস্ত্র ও যানবাহন তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তারা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায় এবং যুদ্ধের পথ বেঁচে নেয়। ফলে মুজাহিদগণ সেখানে অপারেশন চালাতে বাধ্য হন।

https://ibb.co/N2H0Gj3

তিনি বলেন যে, বহু বছর ধরে পাঞ্জশিরে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র মজুদ ছিল এবং অতি সম্প্রতি কাবুল থেকেও অত্যাধুনিক ভারী ও ছোট অস্ত্র সেখানে স্থানান্তর করা হয়। যা মুজাহিদগণ পাঞ্জশির অভিযান শেষে উদ্ধার করেছেন, শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এসব সম্পদ ফেরত দেওয়া হবে এবং দেশের কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগারে তা সংরক্ষণ করা হবে।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের মতে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান একই হুকুমের অধীনে নিয়ে আসার ব্যাপারে খুবই সংবেদনশীল। আফগানিস্তান আরো স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যাক এবং সকল ধরনের অশান্তি দূর হয়ে শান্তি ফিরে আসুক। আফগানিস্তানে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছে, জাতি আরেকটি যুদ্ধ চায় না আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ারও কোনো অজুহাত নেই।

তালিবান মুখপাত্র বলেন, পাঞ্জশিরের গর্বিত উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষ আফগানিস্তান নামক দেহের অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ, তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই অন্যায় আচরণ করা হবে না। এখানে অন্যান্য নাগরিকদের যে সমস্ত অধিকার আছে, পাঞ্জশিরের জনগণেরও সেসব অধিকার থাকবে। পাঞ্জশিরের বাসিন্দারা আমাদের ভাই। আচরণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কোনো বৈষম্য থাকবে না। আমরা তাদের সেবা করবো, তাদের ও আমাদের মাঝে কোন শত্রুতা নেই।

তিনি পাঞ্জশিরে টেলিফোন পরিষেবা, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ লাইন ও সড়কগুলো বাধ্য হয়ে বন্ধ রাখার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এসব বন্ধের পেছনে মূল অপরাধী তারাই যারা পাঞ্জশিরকে রাষ্ট্রদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে চেয়েছিল।

যাইহোক, আজ থেকে পাঞ্জশিরে যোগাযোগ লাইন, খাদ্য এবং ওষুধ সরবরাহ সমপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

মুখপাত্রের মতে, পাঞ্জশিরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এবং স্থানীয় মুজাহিদ কমান্ডাররা পাঞ্জশির বিজয় অভিযানে সহায়তা করেছেন। ফলে উপত্যকাটি থেকে সহজেই বিদ্রোহীদের তাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। আর স্থানীয়দের এই সহায়তার ফলে উপত্যকাটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সময় কোনও বেসামরিক মানুষ হতাহত বা তাদের সম্পদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ্।

https://ibb.co/gZDwNLS

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আরও বলেন, আমাদের পক্ষহতে পাঞ্জশির প্রদেশের জন্য নিযুক্ত নতুন গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর অন্যান্য কর্মকর্তারা পাঞ্জশিরের স্থানীয় বাসিন্দা।

মুখপাত্র আরও জানান, গুজব আছে যে আমরুল্লাহ সালেহ তাজিকিস্তানে পালিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এখনও এটি নিশ্চিত করতে পারছি না। আমাদের টিম পলাতকদের সন্ধানে সেখানে এখনো চিরুনি অভিযান চালাচ্ছেন।

তালিবান কর্তৃক বহুল আলোচিত পাঞ্জশির বিজয়, বিরক্তিকর এক অধ্যায়ের সমাপ্তি

আফগানিস্তানের বহুল আলোচিত পাঞ্জশির প্রদেশ দায়িত্বজ্ঞানহীন মিলিশিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছেন তালিবান মুজাহিদিন। যা এখন ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রদেশ।

ইমারতে ইসলামিয়া অফিসিয়ালি এক বিবৃতিতে বিদ্রোহীদের হাতে থাকা সর্বশেষ পাঞ্জশির প্রদেশ বিজয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছেন: "ভাড়াটে শত্রুর শেষ শক্ত ঘাঁটি পঞ্জশিরও সম্পূর্ণভাবে জয় করা হয়েছে।"

ইমারতে ইসলামিয়া বার বার আহমদ মাসউদের মিলিশিয়াদের আত্মসমর্পণ এবং যুদ্ধ বন্ধ করার সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু সাবেক শাসন ব্যাবস্থার উপপ্রধান আমরুল্লাহ্ সালেহ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মিলিশিয়া নেতা আহমদ মাসুদ শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ ছেড়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে তালিবান মুজাহিদগণ আহমদ মাসুদ এবং আমরুল্লাহ সালেহের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ শুরু করেন।

অতঃপর তালিবান মুজাহিদগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়, স্থানীয়দের সহায়তায় এবং তালিবান মুজাহিদদের কয়েক দিনের তীব্র লড়াইয়ের পর গত ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত পাঞ্জশিরের ৮ টি জেলার ৭ টিই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেন এবং পাঞ্জশিরের রাজধানী বাজরেকের কেন্দ্রস্থল অবরোধ করেন।

সর্বশেষ গতকাল রাতভরের তীব্র লড়াইয়ের পর আজ ৬ সেপ্টেম্বর সকালে মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা উপত্যকার সর্বশেষ কেন্দ্রস্থলের নিয়ন্ত্রণ নেন, এরমধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশ পরিপূর্ণরূপে ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

উপত্যকার কেন্দ্রস্থল বিজয়ের এই লড়াইয়ে গতকাল তালিবান মুজাহিদগণ আহমদ মাসুদের ডেপুটি জেনারেল ও ভাতিজা আব্দুল ওয়াদুদ, মুখপাত্র ফাহিম দাশতি, মিলিশিয়া কমান্ডার জেনারেল মুনিব এবং বিশেষ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল হায়দারকে হত্যা করেন। এছাড়াও আরও কয়েক শতাধিক মিলিশিয়া এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়, আহত হয় আরও অনেক মিলিশিয়া।

https://ibb.co/W5T4dCp

এদিকে তালিবান মুজাহিদগণ বিদ্রোহী নেতা মাসউদ ও সালেহের হেলিকাপ্টার আটক করেছেন, কিন্তু এখনো তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে বিদ্রোহী এই নেতা ও অন্যান্য পালাতক মিলিশিয়াদের ধরতে পাহাড়ের উপত্যকা ঘেরা পাঞ্জশিরে চলছে তালিবানদের চিরুনী অভিযান। কিছু সূত্র বলছে যে, সালেহ তাজিকিস্তান পালিয়ে গেছে।

https://ibb.co/ZGwR0KC

মুজাহিদদের এই বিজয়ের পর ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, "ভাড়াটে শত্রুর শেষ শক্ত ঘাঁটি পঞ্জশিরও সম্পূর্ণভাবে জয় করা হয়েছে।"

পাঞ্জশিরের জনগণকে আশ্বস্ত করেছি যে, তারা কোনোভাবেই বৈষম্যের শিকার হবেন না, পাঞ্জশিরের জনগণও আমাদের ভাই, আমরা একসাথে একটি দেশ এবং এক লক্ষ্যে সেবা করব।

তিনি বলেন, "এই বিজয়ের মাধ্যমে আফগানিস্তান পুরোপুরি যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং আমাদের দেশবাসী স্বাধীনতা লাভ করেছে, এর জনগণ স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির পরিবেশে আরামদায়ক এবং সমৃদ্ধ জীবন পাবেন।"

পুলিশ ও লীগ সন্ত্রাসীদের মাঝে কামড়া কামড়িতে নোয়াখালী রণক্ষেত্র

নোয়াখালী জেলা শহরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সমাবেশ সফল করতে শোডাউন চলাকালে পুলিশের সঙ্গে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে।

এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ ও গুলি ছোড়ে পুলিশ। পুলিশের লাঠিচার্জ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগের ছোড়া ইট-পাটকেলে পথচারীসহ অন্তত ২৬ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

রোববার বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জেলা শহর মাইজদীর টাউন হল মোড় থেকে রশিদ কলোনি পর্যন্ত আবদুল মালেক উকিল প্রধান সড়ক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ সোমবার সকাল ১০টায় আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে সমাবেশ আহ্বান করেছে। একই সময় শহরের টাউন হল মোড়ে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির উদ্যোগে সমাবেশের ডাক দেয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট শিহাব উদ্দিন শাহীন।

একই সময় জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ ডাকে স্থানীয় এমপি একরামুল করিম চৌধুরী। অপরদিকে সকাল ১০টায় নোয়াখালী পৌরসভায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করে মেয়র সহিদ উল্যাহ খান সোহেল।

আওয়ামী লীগের ত্রিমুখী সমাবেশ ও আলোচনা সভা সফল করতে রোববার বিকালে শহরের রশিদ কলোনি থেকে মোটরসাইকেল শোডাউন বের করেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট শিহাব উদ্দিন শাহীনের সমর্থিত নেতাকর্মীরা।

মোটরসাইকেল শোডাউনটি শহরের বড় মসজিদ মোড়ে পৌঁছলে বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেওয়া এমপি একরামুল করিম চৌধুরীর অনুসারীরা পুলিশের সঙ্গে জোট হয়ে শাহীন অনুসারীদের ধাওয়ার চেষ্টা করে। শাহীন অনুসারীরা পাল্টা পুলিশ এবং একরাম অনুসারীদের ধাওয়া করলে পুলিশ এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ করে।

এতে শাহীন অনুসারীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে বেশ কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এ সময় বেশ কিছু যানবাহনে ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। শহরের প্রবেশ পথে জটলা বাঁধে শত শত গাড়ি। ভোগান্তির শিকার হয় পথচারী ও ব্যবসায়ীরা।

এ ঘটনায় আহত হন পথচারী আলমগীর, জনি, ইসতিয়াক, নাসিমা বেগম, সদর উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান নুর আলম ছিদ্দিকী রাজু, আওয়ামী লীগ নেতা কামাল উদ্দিন, যুবলীগ কর্মী মোহন, ছাত্রলীগ নেতা রাজুসহ অন্তত ১৬ জন।

এদিকে বিকাল ৫টার দিকে নোয়াখালী পৌরসভার মেয়র সহিদ উল্যাহ খান সোহেলের কর্মী-সমর্থকরা সোমবারের পূর্বঘোষিত আলোচনা সভা ও র‍্যালি সফল করার লক্ষ্যে শহরের প্রধান সড়কে শোডাউন বের করে। শোডাউনটি টাউন হল মোড়ে পৌঁছলে তাদের ওপর এমপি একরামের অনুসারীরা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে পুনরায় শহরের পৌরবাজার থেকে রশিদ কলোনি প্রধান সড়কে অবস্থান নিয়ে পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে শিহাব উদ্দিন শাহীনের অনুসারীরা।

নোয়াখালী পৌরসভার মেয়র সহিদ উল্যাহ খান সোহেল বলেন, আমার নেতাকর্মীরা সোমবারের মুজিববর্ষের আলোচনা সভা ও র‍্যালি সফল করার লক্ষ্যে বিকালে শোডাউন বের করে। শোউডানটি টাউন হল মোড়ে পৌঁছলে এমপি একরামের লোকজন ইট-পাটকেল নিয়ে হামলা চালালে তার পাঁচ নেতাকর্মী আহত হয়।

সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট শিহাব উদ্দিন শাহীন বলেন, আমরা কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নির্দেশনায় সোমবার সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্যোগ নিই। ওই কর্মসূচি সফল করতে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা বিকালে শহরে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের করেন। শোভাযাত্রাটি বড় মসজিদ মোড়ে পৌঁছলে সুধারাম থানার ওসি শাহেদের নেতৃত্বে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় ওসির সহযোগিতায় একরাম চৌধুরীর কিছু সমর্থক আমার কর্মীদের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে আমাদের কর্মীরা পাল্টা প্রতিরোধ করলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে।

অন্যদিকে সোমবার সকালে জেলা শহরে আওয়ামী লীগের ত্রিমুখী সমাবেশ, আলোচনা সভা ও র‍্যালি আহবান করায় শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

০৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

এবার কাশ্মীরের সংবাদপত্রের উপর চড়াও হল হিন্দুত্ববাদী ভারত

অবরুদ্ধ কাশ্মীরে এবার স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালেবান অর্থাৎ আফগানিস্তান ইস্যুতে কোনও কিছু লেখা যাবে না। এর আগে হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির মৃত্যুর খবরও কাশ্মীরের সংবাদপত্রগুলোতে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়নি। সম্পাদকেরা জানিয়েছেন, জম্মু-কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিন্‌হার মিডিয়া উপদেষ্টা এ নিয়ে বড় খবর না করার জন্যই তাদের বলেছিলেন। খবর - কালের কণ্ঠ।

মূলত, কাশ্মীরের মুসলিমদের নিয়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে বলে তালিবান মুখপাত্র সুহাইল শাহিন (হাফি.) যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার পর থেকেই বিশেষভাবে এই সতর্কতা জারি করে জম্মু-কাশ্মীরের হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

১৫ আগস্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি যখন দেশ ছাড়েন, কাশ্মীরের সংবাদপত্রগুলি সেই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছিল। পরের দিনই তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্রিকার সম্পাদকদের ডেকে বলে দেওয়া হয়, তালেবান কিংবা আফগানিস্তানের প্রসঙ্গে কোনও খবর যদি তারা প্রকাশ করেন, তা হলে সরকারি বিজ্ঞাপন মিলবে না।

স্থানীয় একটি উর্দু পত্রিকার সম্পাদক বলেন, “দপ্তর থেকে আমাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আফগানিস্তান নিয়ে কোনও কিছু লেখা যাবে না। লিখলে সরকারি বিজ্ঞাপন মিলবে না।” এরই জের ধরে গতকাল কাশ্মীর নিয়ে তালেবানের বক্তব্য উপত্যকার কোনও কাগজে প্রকাশিত হয়নি।

এদিকে, কাশ্মীরে সংবাদ করার ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন, এনকাউন্টারের প্রসঙ্গ এলে পুলিশের বক্তব্যই প্রকাশ করছে সংবাদপত্রগুলো। সেক্ষেত্রে যদি আইনশৃঙ্খলার মতো বিষয় যোগ হয় তবে তা নিয়ে খবর প্রকাশিত হয় না।

তবে নিয়ন্ত্রণ যতই কড়াকড়ি হোক না কেন, কাশ্মিরি মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদের এই শৃঙ্খল ছিঁড়ে অচিরেই বেরিয়ে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন মুসলিম চিন্তাবিদগণ। কেননা কাশ্মিরি স্বাধীনতাকামী ও মুজাহিদগণ এখন আগের থেকে অনেক বেশি সক্রিয়, আর কাশ্মিরি জনগণও তাদের সমর্থন দিচ্ছেন কোন ভয়ভীতির তোয়াক্কা না করে।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের ইস্তেশহাদী হামলায় ৩০ এরও বেশি মুরতাদ সদস্য হতাহত

পাকিস্তানে বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার হাজার গঞ্জি এলাকায় একটি বিস্ফোরণে ৩০ এরও বেশি এফসি কর্মী নিহত এবং আহত হয়েছে।

সূত্র মতে, আজ ৫ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল বেলায়, কোয়েটার মাস্তুং রোডের হাজার গঞ্জি এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ পাকিস্তানী সেনাদের একটি চেকপোস্টে ভারী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

পাকিস্তানী কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, এই বিস্ফোরণের ঘটনায় ৪ এফসি কর্মী নিহত এবং আরও ২০ জন আফসি কর্মী আহত হয়েছে, আহত ও নিহতদের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যেমনটা একজন লেভিস কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন যে, বিস্ফোরণে নিহত ও আহতদের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

সূত্র থেকে আরও জানা যায়, আহতদের সিএমএইচ কোয়েটা এবং সিউল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যেখানে আরও ৪ এফসি কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে।

অপরদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এই বরকতময় হামলার সুসংবাদ নিশ্চিত করে জানান যে, এটি একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা ছিল। যাতে ৩০ এরও বেশি এফসি কর্মী নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৪ টি গাড়ি ও কয়েকটি মোটরসাইকেল।

মুখপাত্র আরও বলেন, একজন ফিদায়ী মুজাহিদ একটি বিস্ফোরক জ্যাকেট এবং বিস্ফোরক বোঝাই একটি মোটরসাইকেল দিয়ে এফসি কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করে এই হামলাটি চালিয়ে ছিলেন। হামলাটি এমন সময় এমন স্থানে চালানো হয়েছে, যেসময় এবং যেখান থেকে এফসি কর্মীরা প্রতিদিন শহর জুড়ে ডিউটিতে যেত।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার তীব্রতা আবারও বাড়িছেন পাক-তালিবান মুজাহিদিন, গত আগস্টে হামলার সংখ্যা গত পাঁচ বছরের যেকোনো মাসের তুলনায় সর্বোচ্চ ছিল।

খোরাসান | গভর্নর কার্যালয় ছাড়া পুরো পাঞ্জশির উপত্যকা এখন তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে

দীর্ঘ ১৫ দিন শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় পাঞ্জশীর উপত্যকায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভারি অভিযান চালাতে শুরু করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালিবান মুজাহিদগণ। ফলশ্রুতিতে কয়েকদিনের তীব্র লড়াইয়ের পর পাঞ্জশিরের গভর্নর কার্যালয় ও আশেপাশের কিছু এলাকা ছাড়া পুরো উপত্যকাই এখন মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, বিদ্রোহীরা শান্তি-আলোচনার পথ ছেড়ে যুদ্ধের পথ ধরেছে, আলোচনা চলাকালে আমাদের যোদ্ধাদের উপর হামলা চালিয়েছে, ফলে উপত্যকায় অভিযান চালানো ছাড়া আর কোন পথ ছিলো না, সেই সাথে এটি আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার বিষয়ের সাথে জড়িত ছিল।

https://ibb.co/N9Q35Mt

ফলে কয়েকদিন যাবত উপত্যকাটি ঘিরে অবস্থান নেওয়া মুজাহিদগণ গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত থেকে উপত্যকার চতুর্দিক থেকে ভরপুর অভিযান চালাতে শুরু করেন এবং ২ সেপ্টেম্বর উপত্যাকার বাহিরে বিদ্রোহীদের দখলে থাকা ৩টি জেলা এবং উপত্যকার ভিতরের একটি জেলা শত্রু মুক্ত করেন।

এর পরের দিন অর্থাৎ গত ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাগলান, পারওয়ান, কাপিসা, লাগমান ও বদাখশান প্রদেশের দিক থেকে উপত্যকায় ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া যান নিয়ে ঢুকতে শুরু করেন তালিবান মুজাহিদগণ। শুরু হয় বিদ্রোহীদের উপর মুজাহিদদের জোরদার হামলা, ফলে এদিন দুপুররের আগেই মুজাহিদগণ উপত্যকার ৮টি জেলার মধ্য থেকে ৫ টি জেলার নিয়ন্ত্রণ নেন।

https://ibb.co/zXVFL98

এরপর গত ৪ সেপ্টেম্বর মুজাহিদগণ ভরপুর ও সফল হামলা চালান পাঞ্জশিরে বিদ্রোহীদের দখলকৃত বাকি এলাকাগুলোতে। এদিন তীব্র লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ "দ্বারাহ" জেলাও বিদ্রোহীদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন তালিবান মুজাহিদগণ। এরমধ্যে দিয়ে উপত্যকার ২টি জেলা ব্যতিত সমস্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারায় বিদ্রোহীরা।

সর্বশেষ আজ ৫ অক্টোবর ভোর থেকেই আরও একবার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেন তালিবান মুজাহিদগণ। দুপুর পর্যন্ত মুজাহিদগণ "রুখা" জেলার কেন্দ্র ব্যতিত জেলাটির সমস্ত এলাকা বিদ্রোহীদের থেকে মুক্ত করেন এবং কেন্দ্রে বিদ্রোহীদের অবরুদ্ধ করে ফেলেন। অপরদিকে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২ টায় পাঞ্জশিরের রাজধানীতে "বাজরাক" এ প্রবেশ করেন তালিবান মুজাহিদগণ এবং বেলা ৩ টা পর্যন্ত মাত্র ১ ঘন্টার লড়াইয়ে মুজাহিদগণ উপত্যকার গভর্নর কার্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে যান।

https://ibb.co/Xj80T9k

দুপুর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত আমাদের কাছে আসা সর্বশেষ তথ্য হচ্ছে, মুজাহিদগণ গভর্নর কার্যালয় ও আশপাশের কয়েকটা এলাকা ছাড়া পুরো উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। মুজাহিদগণ বিদ্রোহীদেরকে রাজধানীতে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

সবমিলিয়ে এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় কয়েক ডজন বিদ্রোহী কমান্ডারসহ কয়েক শতাধিক বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত পেয়েছেন শতাধিক অত্যাধুনিক আর্টেলারী, সাঁজোয়া যান সহ অগণিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

এখন পর্যন্ত পাঞ্জশিরের শুধু ২টি এলাকা থেকেই মুজাহিদদের গনিমত প্রাপ্ত বেশ কিছু আর্টেলারী, সাঁজোয়া যান ও ভারী অস্ত্রের দৃশ্য দেখুন…

https://ibb.co/sywRNnb
https://ibb.co/SKZ5D2q
https://ibb.co/KN99q8g
https://ibb.co/DKq4SXd
https://ibb.co/djkbGgK
https://ibb.co/6YJgvkz

https://l.top4top.io/m_2074tu5uk0.mp4
https://b.top4top.io/m_2074osf4y1.mp4

হলুদ মিডিয়ার মিথ্যাচার; হেলিকপ্টারে করে 'ফাঁসি' নয় পতাকা লাগাচ্ছিল তালেবান (ভিডিও)

সম্প্রতি ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, হেলিকপ্টারের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা একজন ঝুলছেন। এই ভিডিওটি নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমসহ হলুদ মিডিয়াগুলোতে বিভিন্ন খবর প্রচারিত হয়। ফেসবুক ও টুইটারে ব্যপক আলোচিত এই ভিডিওটি পোস্ট করে অনেকেই দাবি করেছে, আমেরিকানদের সাথে দোভাষীর কাজ করার অপরাধে তালেবান তাকে বিমানে করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। তবে জানা গেলো এমন দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও অনুসন্ধান করার পর ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বুম লাইভ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি জীবিত। তার শরীরে ঝুলে থাকার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম বাঁধা ছিল।

বুম জানায়, বিভিন্ন ভারতীয় গণমাধ্যমে এই ঘটনা নিয়ে টকশোর অনুষ্ঠানও হয়। আজ তক, এবিপি নিউজ এবং আনন্দবাজারও তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে লেখে যে, এটি তালেবানদের বর্বরতার দৃষ্টান্ত। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজের প্রধান সম্পাদক সুধীর চৌধুরী ভিডিওটি টুইট করে এবং পরে টুইটটি ডিলিট করে দেয়। ভিডিওটি পোস্ট করে সে লিখেছিল, সম্ভবত এক মার্কিন দোভাষীকে তালেবানরা একটি মার্কিন ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার থেকে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছে।

তবে বুম লাইভ অনুসন্ধান করে দেখেছে, ভাইরাল ভিডিওটি প্রথম টুইট করে টুইটার অ্যাকাউন্ট তালিব টাইমস। সেটির ক্যাপশনে বলা হয়, 'আমাদের বিমান বাহিনী'। বুম জানায়, বিভিন্ন দিক থেকে তোলা ওই ঘটনার ছবিতে, ঝুলে থাকার বিশেষ সরঞ্জাম পরিহিত ওই ব্যক্তিকে হাত নাড়তে দেখা যায়। তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, ওই ব্যক্তি জীবিত। তার ঝুলে থাকার সরঞ্জামকে ফাঁসির দড়ি বললে ভুল হবে বলেও জানায় তারা।

খান মুহম্মদ আয়ান নামের একজনের অন্য দিকে থেকে তোলা একই ভিডিওর ক্যাপশন অনুবাদ করে তারা বলে, সেখানে লেখা ছিল, হেলিকপ্টারের সাহায্যে, কান্দাহারের গভর্নরের অফিসের মাথায় নিজেদের পতাকা লাগানোর চেষ্টা করছে তালেবান। মূলত এটাই হলো প্রকৃত দৃশ্য।

এছাড়া কান্দাহারের স্থানীয় রিপোর্টার অর্ঘান্ড আবদুলমানানের পোস্ট করা একই ঘটনার ভিডিওর ক্যাপশন অনুবাদ করে বুম জানায়, পতাকা লাগানোর জন্য একজন সেনা প্লেনটি থেকে ঝুলে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পতাকাটি লাগানো সম্ভব হয়নি।

এছাড়া আরও একজন আফগান সাংবাদিক বিলাল সারওয়ারি বলেন, যে আফগান পাইলট প্লেনটি চালাচ্ছেন তাকে উনি চেনেন। এবং ভাইরাল ভিডিওতে যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে তিনি হলেন একজন তালেবান যোদ্ধা, যিনি তালেবানের পতাকা লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি।

এছাড়া ভাইরাল ভিডিওটি নিয়ে বিবিসির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি কব্জা-করা মার্কিন সরঞ্জামের সাহায্যে, এক সরকারি ভবনে একটি পতাকা লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল ওইভাবে।

ভিডিওটি দেখুন এখানে। https://www.facebook.com/100043770492810/videos/991404788321783/

ফিল্মি স্টাইলে গুলি করে ২৫ লাখ টাকা ছিনতাই

সিদ্ধিরগঞ্জে ফিল্মি স্টাইলে দিন দুপুরে কয়েক রাউন্ড গুলি করে এক ব্যবসায়ীর ২৫ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে মোটরসাইকেল আরোহী একদল ছিনতাইকারী। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক পথচারী।

শনিবার বেলা দুইটায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সানারপাড় এলাকায় পিডিকে সিএনজি পাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আড়াইহাজার থানার নানান্দী এলাকার ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীন বলেন, ঢাকা মতিঝিল এলাকার একটি এক্সচেঞ্জ থেকে ২৫ লাখ টাকা তুলে চাচাতো ভাই মেহেদী হাসানকে সঙ্গে নিয়ে আড়াইহাজার যাওয়ার উদ্দেশে মোটরসাইকেলে করে রওনা দিই।

তিনি বলেন, সিদ্ধিরগঞ্জের সাইনবোর্ড পৌঁছালে চারটি মোটরসাইকেল আরোহী একদল ছিনতাইকারী আমাকে ঘেরাও করে টাকার ব্যাগ দিয়ে দিতে বলে। তখন আমি মোটরসাইকেলের গতি বাড়িয়ে সানারপাড় পিডিকে সিএনজি পাম্পের সামনে যাওয়ার পর ছিনতাইকারীরা আমাকে ধরে ফেলে।

ওই ব্যবসায়ী বলেন, টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার সময় আমি চিৎকার করলে একজন মোটরসাইকেল আরোহী এগিয়ে আসলে ছিনতাইকারীরা কয়েক রাউন্ড গুলি করে। একটি গুলি ওই পথচারীর হাঁটুতে লাগলে তিনি সড়কে পড়ে যান।

তিনি বলেন, টাকার ব্যাগ নিয়ে ছিনতাইকারীরা দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে শিমরাইল মোড়ের দিকে চলে যায়। পরে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আহত পথচারীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার পরিচয় জানা যায়নি।

০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের পৃথক হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের খাইবার ও ওয়াজিরিস্তানে টিটিপির পৃথক ২টি সফল অভিযানে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার দির জেলার জানদোল সীমান্তে অবস্থিত পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালানো হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার সুসংবাদ দিয়ে জানান যে, টিটিপির স্নাইপার শুটার মুজাহিদিনরা একটি স্নাইপার রাইফেল দিয়ে উক্ত হামলাটি চায়েছিলেন, এতে দুই পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে।

একই রাতে পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনী এবং টিটিপি মুজাহিদদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে।

সূত্র জানায়, পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনী একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চল সরোকাই সীমান্তে পাক-তালিবানদের একটি অবস্থানের তথ্য পেয়ে সেখানে অভিযান চালায়।

তবে এসময় পাক-তালিবানের তীব্র জবাবি হামলার শিকারে পরিণত হয় মুরতাদ সেনারা। ফলে দীর্ঘ সময় যাবত সেখানে গোলাগুলি চলে, আর এতে ঘটনাস্থলেই পাকিস্তানের ৩ মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং বাকি সৈন্যরা তালিবানদের হামলা থেকে কোনরকম বেঁচে পালাতে সক্ষম হয়।

এদিকে অভিযানের সময় কোন মুজাহিদ হতাহত হননি বলেও নিশ্চিত করছেন মুখপাত্র- খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্।

সোমালিয়া | আশ-শাবাব কর্তৃক সামরিক ঘাঁটি বিজয় এবং ১৭ মুরতাদ সেনা হতাহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অভিযানের পর একটি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল বেলায়, দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহর থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে "কাদা" দ্বীপে দেশটির মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক সামরিক ঘাঁটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া মাধ্যমে সেখানে আক্রমণ শেষ হয়।

ফলসরূপ হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণে মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের ১৭ এরও বেশি সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে, এসময় মুরতাদ বাহিনীর দুটি সামরিক গাড়িও ধ্বংস হয়েছে, একটি গাড়ি জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ একটি গাড়ি, বিপুল পরিমাণে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন।

সেদিন একই দ্বীপে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্য করেও সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

তালিবান: চীনের উচিত উইঘুরদের উপর চাপ সৃষ্টি না করে তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা

জাপানের "টিবিএস" নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মুহতারাম সোহাইল শাহিন (হাঃ) চীনের উইঘুর ইস্যু নিয়েও কথা বলেছেন।

গত ২ সেপ্টেম্বর উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে সোহাইল শাহিনকে (হাঃ) চীনের সাথে সম্পর্ক এবং উইঘুর ইস্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

তখন সোহাইল শাহিন চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, উইঘুরদের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না এবং উইঘুরদের সঙ্গে অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান আচরণ করুন।

এরপর তিনি বলেন "চীন আমাদের দারুণ অর্থনৈতিক সুযোগসহ একটি প্রতিবেশী দেশ। আমরা চীনের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চাই, এটা তাদের উপকারের জন্যও। ঠিক যেমন আমরা জাপান এবং অন্যান্য দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই।

আমাদের নীতি পরিষ্কার। আমরা চাই না আফগানিস্তানের কেউ অন্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হোক।

আর চীনে বসবাসকারী মুসলিমরা চীনেরই নাগরিক, তাদের নিজস্ব মানুষ। একই সঙ্গে আমরা বলি যে সমস্ত চীনা নাগরিকের জন্যই সমান অধিকার, সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমান আচরণ থাকা উচিত। অন্যান্য চীনাদের মত উইঘুরদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত"

আইনের চোখে সকল নাগরিকের অধিকার সমান হতে হবে। এটি তাদের আইনী অধিকার। চীনের উচিৎ তারা যেন তাদের জনগণের মধ্যে বৈষম্য না করে, বরং আইনের চোখে যেন চীন সবাইকে সমানভাবে দেখে।

আমরা আশা করি, যখন আমরা চীন সফর করব, তারাও এই বিষয়টির দিকে মনোযোগ দেবে, উইঘুরদের নিরাপত্তা, তাদের নাগরিক অধিকার ও সমতা সেগুলোর দিকেও মনোনিবেশ করা হবে।

সন্ত্রাসী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত আরও এক বাংলাদেশি মুসলিম।

দিন দিন লাগামহীন হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। সীমান্তে বাংলাদেশি মুসলিমদের গুলি করে হত্যা করাকে যেন স্বাভাবিক নিয়ম বানিয়ে ফেলেছে তারা। এজন্য বাংলাদেশের মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিবিদদের 'অতি ভারত তোষণের' চরিত্রই দায়ী।

আবারো কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাংলাদেশি এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে, তার নাম সহিবর রহমান(৪০)। শুক্রবার রাত ১টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১০৫৪/২এস এর পাশে দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের কাউনিয়ারচর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। খবর - সমকাল।

একের পর এক সীমান্ত হত্যার ঘটনায় বরাবরই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের এম.পি মন্ত্রীরা। প্রয়াত এক মন্ত্রী তো এমন মন্তব্যও করেছিলো যে- সীমান্ত হত্যা একটি সাধারণ ঘটনা, এমন ঘটনা অতীতেও ঘটেছে আর ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে!

অথচ আমাদের চেয়ে দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র নেপাল; একবছর তাদের সীমান্তে এক নেপালি নাগরিককে হত্যার পর প্রতিবাদের মুখে ভারত সরকার ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়। সে তুলনায় আমাদের রাজনৈতিকরা সীমান্ত হত্যার ঘটনায় একেবারেই নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে থাকে।

এবিষয়ে ভারতীয়রা নানান সময় বিভিন্ন আশ্বাস দিলেও সীমান্তে নিরীহ মুসলিম হত্যা বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন পক্ষকেই কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন ইসলামিক চিন্তাবীদগণ মনে করছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারতের চূড়ান্ত পতন ব্যতীত সীমান্তে নিরীহ মুসলিম হত্যা বন্ধের দ্বিতীয় কোন কার্যকরী উপায় নেই।

ভারতে কেবল আগস্ট মাসেই কাজ হারিয়েছে ১৫ লাখ মানুষ

ভারতে গত আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়খাতের ১৫ লাখেরও বেশি মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির (সিএমআইই) রিপোর্ট অনুসারে, জুলাইয়ে কর্মরত লোকের সংখ্যা ৩৯৯.৩৮ মিলিয়ন থেকে আগস্টে ৩৯৭.৭৮ মিলিয়নে পৌঁছেছে। শুধুমাত্র ওই একমাসে প্রায় ১৩ লাখ মানুষ গ্রামীণ ভারতে চাকরি হারিয়েছে। -পার্স টুডে

'সিএমআইই'-এর মতে, জুলাই মাসে জাতীয় বেকারত্বের হার ৬.৯৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮.৩২ শতাংশে পৌঁছেছে। পরিসংখ্যানে প্রকাশ, এটি জুলাই মাসে ৮.৩ শতাংশ, জুন মাসে ১০.০৭ শতাংশ, মে মাসে ১৪.৭৩ শতাংশ এবং এপ্রিল মাসে ৯.৭৮ শতাংশ ছিল। মার্চ মাসে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে আঘাত হানার ঠিক আগে, শহুরে বেকারত্বের হার ছিল প্রায় ৭.২৭ শতাংশ। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে, আগস্ট মাসে কর্মসংস্থানের হার হ্রাস পেয়েছে কিন্তু একই মাসে কর্মীদের অংশগ্রহণের হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

'সিএমআইই'তথ্যে প্রকাশ, বিপুল সংখ্যক মানুষ চাকরির বাজারে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, জুলাই মাসে যেখানে প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ কাজের সন্ধানে ছিলেন, সেখানে আগস্ট মাসে ৩৬ মিলিয়ন মানুষ সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছিলেন। প্রতিবেদনে প্রকাশ, মোট শ্রমশক্তির আকারও বেড়েছে।

কাশ্মীরি মুসলিমদের পক্ষে কথা বলার অধিকার আছে তালেবানের

ভারতের অবৈধভাবে দখলে থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিমদের পক্ষে কথা বলার অধিকার রয়েছে তালেবানের। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তালেবানের মুখপাত্র সুহাইল শাহীন এ কথা বলেছেন।

গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানের সম্পাদিত দোহা চুক্তির কথা উল্লেখ করে সাক্ষাৎকারে সুহাইল শাহীন বলেন, চুক্তির শর্তে বলা আছে, কোনো দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার নীতি তাঁদের নেই। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে ভারতের কাশ্মীর ও অন্য যেকোনো দেশের মুসলিমদের পক্ষে কথা বলার অধিকার তালেবান সদস্যদের রয়েছে।

সুহাইল বলেন, 'মুসলিমদের পক্ষে আমাদের কণ্ঠ সোচ্চার থাকবে। (ভারতকে) আমরা বলতে চাই, মুসলিমরা আপনাদেরই জনগণ, আপনাদেরই নাগরিক। আপনাদের আইন অনুযায়ী, সমান অধিকার ভোগ করা তাঁদের প্রাপ্য।'

০৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২১

হ্যারিকেন ও আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি আমেরিকায়, নিহত ৪৫ এর অধিক।

বিপদ যেন পিছু ছাড়ছে না আমেরিকার। একের পর এক সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পরেছে দেশটি।

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চার অঙ্গরাজ্যে হ্যারিকেন ইডা ও এর প্রভাবে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছে, এই জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ঐতিহাসিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। খবর - ওয়াশিংটন পোস্ট ও আমাদের সময়।

নিউ ইয়র্ক সিটি এবং নিউ জার্সিতে অভূতপূর্ব মাত্রার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বহু বাসিন্দা বাড়ির বেজমেন্ট এবং গাড়িতে আটকা পড়েছে। চারটি অঙ্গরাজ্যে প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়া পেনসিলভানিয়ায় তিনজন এবং কানেকটিকাটে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।

নিউ জার্সি গভর্নর ফিল মারফি জানিয়েছে তার রাজ্যে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের বেশিরভাগই পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে আটকা পড়ে মারা যায়। নিউ ইয়র্কে মৃত্যু হয়েছে দুই বছরের শিশুসহ অন্তত ১৪ জনের। এর মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে পানিবন্দী বেজমেন্টে আটকা পড়ে।

এই আমেরিকাই গত ২৯ আগস্ট কাবুলে ড্রোন হামলা চালিয়ে ২ থেকে ১০ বছর বয়স্ক ছয়জন শিশু সহ মোট দশজন নিরীহ মুসলিমকে হত্যা করেছিলো।

বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন, একের পর এক সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধাক্কার পর এ জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার পতনকে ত্বরান্বিত করবে।

নৌকার ধাক্কায় ভাঙল সেতু ; যেন ২২ বছরের সরকারি অনিয়মেরই প্রতিচ্ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার ধরখার ইউনিয়নের বনগজ-কৃষ্ণনগর খালের ওপর নির্মিত সেতুটিতে ছিলনা কোন সংযোগ সড়ক। এভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়েই ২২ বছর পড়ে ছিল সেতুটি। এই ২২ বছরে দেশে সরকার পরিবর্তন হয়েছে ৩ বার, শেষ পরিবর্তনের পর আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আজ ১৩ বছর!

এই দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় কোন সরকারের আমলেই সেতুটিকে চলাচলের উপযোগী করতে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

অবশেষে শুক্রবার সকালে ইটবোঝাই একটি নৌকার ধাক্কায় মাঝখান দিয়ে পুরোপুরি ভেঙে যায় সেতুটি। খবর - যুগান্তর। উল্লেখ্য, ২২ বছর আগে এই আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেই নির্মিত হয়েছিল সেতুটি।

সারা দেশ জুড়েই সংযোগ সড়কের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে এমন অসংখ্য সেতু, যাতে গচ্চা যাচ্ছে জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত কাজে ক্ষমতাসীন দলের লোকজনই জড়িত থাকে। তাই এভাবে সরকারি অর্থ অপচয়ের একের পর এক ঘটনা চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই যেন করার নেই অসহায় দেশবাসীর।

পাঞ্জশিরে চলছে তুমুল লড়াই, ৮ টি জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

আফগানিস্তানের দুর্গম পাঞ্জশির উপত্যকার বিভিন্ন জেলা বিজয় করে এগিয়ে যাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিন। ইতোমধ্যেই মুজাহিদগণ উপত্যকার বাহিরে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত ৩ টি জেলা এবং উপত্যকার ৫টি জেলার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ঘোষণা করেছেন।

গত ১৫ দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে চলছিল শান্তি আলোচনা, কিন্তু পাঞ্জশির বিদ্রোহীরা শান্তি চায় না, তারা চায় যুদ্ধ, ফলে ভেঙে যায় ১৫ দিন ধরে চলা শন্তি আলোচনা। তালিবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, বিদ্রোহীরা শান্তি আলোচনার পরিবর্তে যুদ্ধের পথ ধরেছে, ফলে গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে উপত্যকায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে শুরু করেছেন তালিবান মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে উপত্যকাটি ঘিরে রেখেছেন এবং বাগলান, পারওয়ান, কাপিসা, লাগমান ও বদাখশান প্রদেশের দিক থেকে উপত্যকায় ঢুকতে শুরু করেছেন। গত ২ সেপ্টেম্বর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মুজাহিদগণ তীব্র লড়াইয়ের পর উপত্যকার আশপাশের অঞ্চলগুলোর ৩ টি জেলা বিদ্রোহীদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যাতে অনেক বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়েছে। জেলা তিনটি হলো- বানো, দেহ সালেহ, পুল-ই-হেসার। এই জেলাগুলো পাঞ্জশি উপত্যকার বাহিরের জেলা ছিল, যা বিদ্রোহীরা দখলে নিয়েছিল। জেলা ৩টি বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীরা পাঞ্জশিরের বাহিরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।

অপরদিকে ঐদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা উপত্যকার পারিয়ান জেলায় বিদ্রোহীদের সাথে তীব্র লড়াই হয় মুজাহিদদের। বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ করতে চাইলে তাদের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে দেন তালিবান মুজাহিদগণ, এসময় মুজাহিদদের হাতে ৩০ এরও বেশি বিদ্রোহী নিহত হয়, আহত হয় আরও অনেক। বাকি বিদ্রোহীরা জেলাটির ১১ টি চেকপোস্ট খালি করে পালিয়ে যায়।

সর্বশেষ আজ ৩ সেপ্টেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী, তালিবান মুজাহিদগণ পাঞ্জশিরের পারিয়ান জেলায় আজও বিদ্রোহীদের উপর ভারী হামলা চালিয়েছেন এবং দুপুর পর্যন্ত জেলাটির বৃহৎ এলাকা মুজাহিদগণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ ৪ টি ট্যাঙ্কসহ বেশ কিছু সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রশস্ত্র গনিমত পেয়েছেন। তবে এদিন বিকাল বেলায় বাদাখশান প্রদেশের দিক থেকে তালিবানদের বড় একটি ইউনিট জেলাটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেন এবং পূর্ব থেকেই জেলাটিতে আক্রমণকারী

মুজাহিদগণের সাথে তারা মিলিত হয়ে তীব্র অভিযান চালান। ফলে কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ জেলাটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র কৌশলী হামলায় হতাহত হয়েছে অনেক বিদ্রোহী।

অপরদিকে কাপিসা প্রদেশের দিক থেকে উপত্যকার দিকে অভিযান পরিচালনাকারী মুজাহিদগণ আজ উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ দ্বারাহ, দারবন্দ ও আনাবার জেলাগুলোর সমস্ত এলাকা বিদ্রোহীদের থেকে দখল মুক্ত করেছেন।

এমনিভাবে পারওয়ান প্রদেশের দিক থেকে অভিযান পরিচালনাকারী তালিবান মুজাহিদগণ শাতল জেলা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জোট পাঞ্জশির উপত্যকার ৫টি জেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। বর্তমানে উপত্যকার বাকি ৩ টি জেলার আংশিক এলাকার নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে বিদ্রোহী উত্তরাঞ্চলীয় জোট। এরমধ্যে আজ সন্ধ্যায় বাগলান প্রদেশের দিক থেকে তালিবান মুজাহিদগণ খাঞ্জা জেলাও ঢুকে বিদ্রোহীদের উপর ভারী হামলা চালাতে শুরু করেছেন, যেখানে এখন তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে। আশা করা যায় আজ রাতের মধ্যেই মুজাহিদগণ এই জেলাটিও বিদ্রোহীদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

এদিকে ইমারতে ইসলামিয়ার শীর্ষ আলোচক আমির খান মোত্তাকি হাফিজাহুল্লাহ্ 'এখনো বিদ্রোহ করতে থাকা লোকজনকে' বোঝাতে বা তাদের ছেড়ে চলে আসার জন্য পাঞ্জশিরের অধিবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিদ্রোহীরা কিছুই করতে পারবে না। ২০ বছর ধরে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটের সহায়তায়ই তারা কিছু করতে পারেনি। তারা এখনো কিছুই করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। এসময় তিনি আবারো সবার প্রতি সাধারণ ক্ষমার কথা ঘোষণা করেন।

সিরিয়া | দারআর যোদ্ধা ও মুসলিমদের সমর্থনে নুসাইরি সন্ত্রাসীদের উপর মুজাহিদদের হামলা

সিরিয়ার দারআ এর যোদ্ধা ও নির্যাতিত মুসলিম জনগণের সাথে একাত্মতা পোষণ করে ইদলিব প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নুসাইরি আসাদ ও ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর সেনাদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পন্থি আনসার আত-তাওহীদ গ্রুপের জানবায মুজাহিদগণ।

গত পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আনসার আত-তাওহীদের মুজাহিদগণ অন্তত ৮ বার নুসাইরি ও রাশিয়ান সেনাদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন।

গতকালের হামলার ব্যাপারে আনসার আত তাওহীদের নিউজ পোর্টাল থেকে জানা যায়, ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১১ টার দিকে সিরিয়ার ইদলিবের মা'রাত মুখাস ও হাযারিন গ্রামে আসাদ ও রাশিয়ান বাহিনীর সেনাদের ক্যাম্পে কাতইয়ুশা রকেট ও মর্টার শেল দিয়ে দুটি পৃথক হামলা চালান মুজাহিদীনরা।

হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিত জানানো হয়নি। তবে রকেট ও মর্টারগুলো নির্ভুলভাবে আঘাত হানায় অনেক শত্রু সেনা হতাহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

যখনই সিরিয়ার কোনো জায়গায় মুসলিমদের উপর শিয়া সন্ত্রাসী কিংবা রাশিয়ান ক্রুসেডাররা চড়াও হয়, তাওহীদের সিংহের রূপে তখনই কুফফারদের উপর হামলে পড়েন আনসার আত-তাওহীদের বীর মুজাহিদগণ।

https://ibb.co/ncPWH39

ফটো রিপোর্ট | কাবুল বিমানবন্দরে তালিবানদের "ভিক্টোরি ফোর্স" এর শোডাউন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন কাবুল বিমানবন্দর, আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে এটি ছিল ক্রুসেডার আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত বিমানবন্দর, পাশাপাশি একটি সামরিক ঘাঁটি।

ক্রুসেডার আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাধিক ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল আফগান যুদ্ধ। যেখানে গত দুই দশক ধরে তীব্র লড়াইয়ের পর তালিবান মুজাহিদদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের ৪০ টিরও বেশি দেশ।

আর এই পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই গত ৩১ আগস্ট রাতের আঁধারে আফগানিস্তান ছাড়ে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী। এদিন রাতের আঁধারে পরাজিত আমেরিকার সর্বশেষ ফ্লাইট ও সেনা সদস্য কাবুল বিমানবন্দর থেকেই আফগানিস্তান থেকে লেজগুটিয়ে বিদায় নেয়।

ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটোর পরাজয়ের শেষ বার্ষিকী উপলক্ষে কাবুল বিমানবন্দর একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক রেকর্ড করেছে।

ক্রুসেডার সৈন্যদের চলে যাওয়ার পর বিমানবন্দরটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন এলিট ফোর্সের আদলে গঠিত ইমারতে ইসলামিয়ার "ভিক্টোরি ফোর্স" নামক ইউনিটের মুজাহিদিনরা। তবে পূর্ব থেকেই বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছেন তালিবানদের অপর একটি বিশেষ ইউনিট "বদরী-৩১৩ ফোর্স" এর মুজাহিদগণ।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন- https://archive.org/details/Victory_Force

https://alfirdaws.org/2021/09/03/52228/

দিনেদুপুরে টাকা ও জমির দলিল ছিনতাই করে নিয়ে গেলো কিশোর গ্যাং

রাজধানী ঢাকা শহরসহ সারা দেশে বেপরোয়া কিশোর গ্যাং এর তাণ্ডবেঅতিষ্ঠ দেশবাসী। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠা এসব কিশোর গ্যাংরা খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও মারামারিতে অধিক সিদ্ধহস্ত।

জানা যায়, গত ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ সাবরেজিস্ট্রি অফিস এলাকায় দিনদুপুরে হামলা চালিয়ে সংবাদকর্মী জাহাঙ্গীর সাহেদের নগদ টাকা ও জমির দলিল-দস্তাবেজ ছিনতাই করেছে তেমনি এক মাদকাসক্ত কিশোর গ্যাং গ্রুপ।

এ ঘটনায় জাহাঙ্গীর সাহেদ বাদী হয়ে জকিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সংবাদকর্মী জাহাঙ্গীর সাহেদ জায়গা জমির জটিলতা সমাধানে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তুলতে সাবরেজিস্ট্রি অফিসের মুহুরির কাছে জায়গার দলিল ও ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যান। কাজ শেষ করে তিনি ফিরে আসার সময় কিশোর গ্যাংয়ের একটি সংঘবদ্ধ চক্র তার মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। তারপর আগ্রাসী কিশোর গ্যাংরা ধারালো চাকু দেখিয়ে ধস্তাধস্তি করে তার কাছে থেকে নগদ ২০ হাজার টাকা ও জায়গা জমির দলিলের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরাও জানান, সাবরেজিস্ট্রি অফিসের সামনে ওৎপেতে থাকা ১৪-১৫ জনের কিশোর গ্যাং গ্রুপ হঠাৎ করেই জাহাঙ্গীর সাহেদের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে ধারালো চাকু দেখিয়ে নগদ টাকা ও কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জেলা শহরগুলোর ন্যায় পৌর এলাকায়ও কিশোর গ্যাংয়ের অপরাধ প্রবণতা দিনদিন বেড়ে চলেছে।

কাশ্মীরে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ আলী শাহ গিলানীর ইন্তিকাল

কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ আলী শাহ গিলানী গতকাল নিজ বাসায় অবরুদ্ধ অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কাশ্মীরের মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে ও ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন এই মহান নেতা। শত অত্যাচার ও নির্যাতনেও তিনি আদর্শ থেকে ও আন্দোলন থেকে সরে আসেননি। তার মৃত্যু কাশ্মীর তো বটেই, সারা পৃথিবীর ইসলামী আন্দোলনের জন্য বেদনাদায়ক।

দুনিয়ার মাথা নত না করা মুসলিম নেতাদের একজন আলী শাহ গিলানী। মজলুম মুসলিমদের নেতা হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতের মত বর্ণবাদী ও দখলদার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার শির, জবান ও অস্ত্র সর্বদা উঁচু ছিল।
রাজনীতিবিদ হিসেবে ইসলামকেই তিনি আজাদীর মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জনগণকে আজাদীর জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছেন তাওহীদের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ভিত্তিতেই।
হৃদয়ের মিল। তিনিও আজাদী চান, কাশ্মীরীরাও আজাদী চায়। ইসলামকে তিনি মুক্তির রাজপথ হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। একে কেন্দ্র করেই কাশ্মীরে পরিচালিত হত আজাদীর আন্দোলন। রাজনৈতিক ও সশস্ত্র আজাদী আন্দোলন। আজাদীর জন্য, কালেমার জন্য যুদ্ধ না করলে কাশ্মীরের মত উপত্যকায় ঈমান টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। হোয়াট ইফ, কেউ কালেমাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংগ্রাম করল না। আর ইন্ডিয়ান সেনারা গিয়ে প্রতিটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিল। তাদের কারিকুলামে স্কুল খুলল। শিক্ষা দিতে লাগল?

এটা হচ্ছে এখন। সেখানকার ইসলামপন্থীরা অনেক স্কুল খুলেছিল। সেগুলো এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছ

আলী শাহ গিলানী উত্তর কাশ্মীরের সোপোর বারামুল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাল। শিক্ষাদীক্ষা সেখানেই। এরপর বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজ হতে পড়াশোনা শেষ করেন।

কর্ম জীবনের শুরুতেই গ্রেফতার হন। জেল খাটেন দশ বছর। কাশ্মীরী এ তরুণ ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবে নাই। এই যে লেখাপড়া শেষ করা মাত্রই তাকে দশ বছর জেল খাটতে হল, এটা নিয়ে সারাজীবনে আফসোস করেছেন কিনা? করেন নাই।

আজাদীর স্বপ্নে বিভোর যুবক হয়ত জেলখানায় ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখতেন, ভারতের দখলদারির সমাপ্ত হয়েছে। পুরো কাশ্মীর এক হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে। সবার হাতে অস্ত্র। আল্লাহু আকবার বলে সামনে ঝাপিয়ে পড়ছে তারা। ভারতীয় সেনারা পরাজিত হচ্ছে। তাদের জুলুম আর পাপাচারে ভরা নোংরা দেহ জমিনে লুটিয়ে পড়ছে। জমিনও যেন তাদের গ্রহণ করতে চায় না। জমিনও আজ তাদের প্রত্যাখ্যান করছে যেন!

কাশ্মীরের আজাদীর নেশায় মত্ত যুবকেরা যুদ্ধ করছে এভাবে। তারাও শহীদ হচ্ছে। এদের মধ্যে একজন সে— আলী শাহ গিলানী। বীর দর্পে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনিও। তার সাথীদের অনেকেই দখলদার ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হচ্ছে। মৃত্যু মুহূর্তেও তাদের কণ্ঠে তাওহিদের বানী- লা ইলাহা ইল্লালাহ! শাহাদাত, বীরত্ব, ত্যাগ এসব মিলিয়ে বিজয় আসল। ভারতীয় সেনারা পালিয়েছে। মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছে। শহীদদের জানাজা শেষে সবাই একত্রিত হয়ে একটাই স্লোগান দিচ্ছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! স্বপ্নে স্লোগান দিচ্ছেন আলী শাহ গিলানিও। আল্লাহু আকবার বলতে বলতে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আলী শাহ দেখলেন, তিনি জেলখানায় বন্দী! তিনি কি কাশ্মীর নিয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেছিলেন? এভাবে হয়ত অনেক রাত কেটেছে! দশ বছর! হাজার বার সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠে পশ্চিমে অস্ত গেছে। আলী শাহ গিলানীর আবদ্ধ রুমে সূর্যের আলো পৌঁছাত কি? সে গল্প আমরা জানি না। কারণ আমরা বিপ্লবীদের জানতে ভয় পাই। কাপুরুষ তো বিপ্লবীদের জানার সাহস করবে না। তার কাপুরুষতা তখন আরো স্পষ্ট হবে। এটাই তার ভয়!

আলী শাহ কাশ্মীরের জন্য যেভাবে পেরেছেন কাজ করেছেন।

গিলানী ভোটের রাজনীতিও করেছেন। বিপ্লবীদের সাথেও ছিলেন। মুক্তিকামী মানুষ যখন লড়াইয়ে নামে, তখন তিনি গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজি বুজতে পেরে পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেন। সংহতি প্রকাশ করেন মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি।

আলী শাহ গিলানীর সময়ে গাদ্দার ছিল। সব জায়গায় গাদ্দার থাকে। এরা এসে বলে, এভাবে হবে না। যুদ্ধ করা যাবে না। ওদিকে ভারতীয় বাহিনী থামে না, কিন্তু আলী শাহ গিলানীদের থামতে বলা হয়। মুক্তির লড়াইকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। মুসলমানদের মুক্তির জন্য তাওহীদের কালেমাকে কেন্দ্র একত্রিত হওয়া, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া তাদের পছন্দ নয়। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী বের হয়, রাজনৈতিক উপদল বের হয়, নেতা বের হয়। এরা ইসলাম ছেড়ে, এক পাশে রেখে তারপর কথা বলে। অন্যরা তাদের অনুসরণ না করলে এদের ভাষার সাথে দখলদার ও জালিমদের ভাষা মিলে যায়। যেন একই মাইকে দুজনের সঙ্গীত বাজে। পরাধীনতার সঙ্গীত। মাথা নোয়ানোর সঙ্গীত। ভীরুতা ও কাপুরুষতার সঙ্গীত।"

তিনি স্লোগান দিয়েছেন। যোদ্ধা তৈরি করেছেন। আজাদীর জন্য। মুক্তির জন্য। স্বাধীনতার জন্য। তার স্লোগান কেমন ছিল? —

— নারায়ে তাকবীর!

— আল্লাহু আকবার!

— নারায়ে তাকবীর!!

— আল্লাহু আকবার!!

— ইসলাম!

— জিন্দাবাদ!!

— ইসলাম!

— জিন্দাবাদ!!

— হাম কিয়া চাতি?

— আজাদী!

— হাম কিয়া চাতি?

— আজাদী!

— আজাদী কা মতলব কিয়া?

— লা ইলাহা ইল্লালাহ

— আজাদী কা মতলব কিয়া?

— লা ইলাহা ইল্লালাহ

— জিঞ্জির কাটেগি

— ইন শা আল্লাহ! ইন শা আল্লাহ!

— জিঞ্জির কাটেগি

— ইন শা আল্লাহ! ইন শা আল্লাহ!

..

সাইয়্যেদ আলী শাহ গিলানী রাহিমাহুল্লাহ গত ১ সেপ্টেম্বর ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। আমরা এই মহান সংগ্রামী সাধকের জন্য রহম ও ক্ষমার দোয়া করি। আরো দোয়া করি, কাশ্মীর যেন মুক্ত স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে যেন আজাদী কা মতলব 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়। আমিন।-

---

সিরিয়া । সাধারণ মানুষের উপর হামলার প্রতিবাদে নুসাইরীদের উপর মুজাহিদদের প্রবল হামলা

সিরিয়ার দারআ প্রদেশে সাধারণ মানুষদের উপর নৃশংসভাবে বোমা হামলা চালানোর জবাবে আনসার আত-তাওহীদ গ্রুপের মুজাহিদগণ ইদলিব ও হামা প্রদেশে নুসাইরি ও ক্রুসেডার রাশিয়ান সেনাদের ক্যাম্পে আর্টিলারি ও মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

আনসার আত তাওহীদের নিউজ পোর্টাল থেকে জানা গেছে, আজ ২ সেপ্টেম্বর মর্টার ও ১৩০ মিলিমিটারের আর্টিলারি শেল দিয়ে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়া ও ক্রুসেডার রাশিয়ান সেনাদের উপর ৩টি পৃথক হামলা চালান আনসার আত তাওহীদের মুজাহিদগণ। হামলাগুলো যথাক্রমে ইদলিবের দার আল কাবিরাহ, হামা প্রদেশের সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের দারাবলাহ, আল-জাইদ ও আইন-সালমো গ্রামগুলোতে চালানো হয়েছে।

হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

সূত্রটি জানিয়েছে, দারআ এর মানুষদের উপর আক্রমণের প্রতিশোধস্বরূপ মুজাহিদগণ এই হামলাগুলো চালিয়েছেন।

হামলার কিছু দৃশ্য...

https://ibb.co/nk6Fx70
https://ibb.co/W2FJvPQ
https://ibb.co/PwYrd9v
https://ibb.co/Gt1QHSz
https://ibb.co/bQvdxRh
https://ibb.co/yY9q8Q7

সিরিয়া । দারআ যোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নুসাইরি শিয়া সন্ত্রাসীদের উপর ৩ বার হামলা

সিরিয়ার দারআ এর বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আনসার আত তাওহীদের জানবায মুজাহিদীনরা ইদলিবের আশেপাশে নুসাইরি ও রাশিয়ান সেনাদের ক্যাম্পে ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

আনসার আত তাওহীদের নিউজ পোর্টাল থেকে জানা যায়, গত পহেলা সেপ্টেম্বর বুধবার, মুজাহিদগণ সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের হাযারিন, আল-মালাজাহ ও দার-আল-কাবিরাহ গ্রামগুলোর কাছে অবস্থিত কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়া ও ক্রুসেডার রাশিয়ান সেনাদের ক্যাম্পগুলোতে আর্টিলারি ও মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

সূত্রটি জানায়, হামলাগুলো প্রায় ১৫ মিনিটের ব্যবধানে একের পর এক চালানো হয়। হামলার ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে নিউজ পোর্টালটি বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

হামলার কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://ibb.co/rsgBH7Q
https://ibb.co/CPGyW22
https://ibb.co/hc8ZcjQ
https://ibb.co/0mM3Pqz

সোমালিয়া | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ১০ কুফ্ফার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার আফ্রিকান জোট ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি পৃথক সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে সরকারের অন্যতম কর্মকর্তা "মোহাম্মদ উইদো" কে টার্গেট করে বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। সূত্র জানায়, মুজাহিদদের উক্ত বোমা বিস্ফোরণে "মোহাম্মদ উইদো" সহ তার ২ দেহরক্ষী নিহত হয়েছে।

এদিন দক্ষিণ সোমালিয়ার মাহদায়ী শহরেন বার্নি এলাকায় ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর সেনা সদস্যদের টার্গেট করেও সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যাতে ২ ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়।

এমনিভাবে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের জানালি শহরের উপকণ্ঠে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলায় হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং তাতে থাকে সৈন্যরা হতাহত হয়।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর আফজাউয়ী শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার এক সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বিভাগের মুজাহিদিন। যার ফলে উক্ত গোয়েন্দা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এর আগে গত ১লা সেপ্টেম্বর রাজধানী মোগাদিশুর কারান জেলার তাবিলা এলাকায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন মুজাহিদগণ। যাতে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং মুজাহিদগণ সেনাদের সাথে থাকা ক্লাশিনকোভগুলো গনিমত লাভ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার সুযোগ পেলে দিল্লি বিমানবন্দরে লাখো ভারতীয় জড়ো হবে: তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের একজন প্রাক্তন সিনিয়র মুখপাত্র বলেছেন, মার্কিন প্রশাসন যদি ভারতীয়দের বিমানে করে নিয়ে যাওয়া এবং আমেরিকায় বসবাসের প্রস্তাব দেয়, তাহলে দিল্লি বিমানবন্দরে দেশটির লাখো মানুষ জড়ো হবে। তালিবান দেশটির দখল নেওয়ার কারণেই লাখো আফগান নাগরিক দেশ ছাড়ছেন বলে মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরকে ‘প্রোপাগান্ডা’ উল্লেখ করে মুহতারাম সুহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্ এই মন্তব্য করেছেন।

ভারতীয় সম্প্রচারমাধ্যম টিভি৯-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্'র কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আপনারা বারবার মানুষকে তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্থ করছেন। সাধারণ ক্ষমারও ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরও দলে দলে আফগান ছাড়ছে। এমনকি কেন হচ্ছে?

জবাবে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন যদি ভারতে ঘোষণা দেয়, আমেরিকায় যেতে যারা আগ্রহী তাদের তিন ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছাতে হবে। তাহলে আপনি দেখতে পাবেন লাখ লাখ ভারতীয় সেখানে হাজির হয়েছে।

উপস্থাপককে পাল্টা প্রশ্ন করে সুহাইল শাহীন জানতে চান, এর অর্থ কী এসব মানুষ ভারত সরকারের ভয়ে ভীত?

সুহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্'র প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উপস্থাপক জানতে চান, একদিন আগে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর একই স্থানে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে আফগানিস্তান ছাড়তে বেপরোয়া চেষ্টার অংশ হিসেবে। এটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

তখন সুহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, আপনি বলছেন বিমানবন্দরে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। এটি সত্য নয়। এখানে জড়ো হওয়া বেশিরভাগ মানুষ কখনও যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমাদের সঙ্গে কাজ করেনি। তারা আফগানিস্তান ছাড়ার এবং পশ্চিমা দেশে বসবাসের একটি সুযোগ পেয়েছে। -বাংলা ট্রিবিউন

https://ibb.co/qR62RMR

০২রা সেপ্টেম্বর, ২০২১

মাসিক রিপোর্ট | পাক-তালিবানের ৩২টি হামলায় ৯০ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) চলতি বছরের আগস্ট মাসে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর তাদের হামলার বিবরণ প্রকাশ করেছে।

ইনফোগ্রাফিক আকারে প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে, গত আগস্ট মাসে টিটিপির মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বমোট ৩২ টি হামলা চালিয়েছেন, যা এই বছরের অন্য যেকোন মাসের তুলনায় বেশি।

সূত্রটি আরও জানায়, টিটিপির মুজাহিদগণ তাদের পরিচালিত অভিযানগুলোর মধ্য থেকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ১৫ টি, এরপর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ৭ টি, বাজোর এজেন্সিতে ৫ টি, লোয়ার দির জেলায় ৪ টি হামলা চালিয়েছেন। অপরদিকে বান্নু, খাইবার এজেন্সি এবং মর্দানে একটি করে হামলা করেছেন মুজাহিদগণ।

সবচাইতে অধিক পরিমাণ হামলা চালানো হয়েছে মাইন/বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে, যার সংখ্যা ১৪টি। সেইসাথে স্নাইপার হামলা ৬ টি ও পজিশন ঠিক করে ৪টি অভিযান চালানো হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৮ টি টার্গেট কিলিং, গুলি ও সম্মুখ অভিযান।

মুজাহিদদের এসব হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীর প্রায় ৯০ জন সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে সেনা সদস্য রয়েছে ৫৭ জন, এফসি কর্মী রয়েছে ২১ জন এবং পুলিশ সদস্য রয়েছে ১২ জন। সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ছিল ৫২ এবং আহতের সংখ্যা ছিল ৩৮ জন।

আগস্টে ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদগণ পুরো আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এরপর থেকে পাক-তালিবান কর্তৃক মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলাও বৃদ্ধি পায়, যা বর্তমানে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আফগান তালিবান পাকিস্তানকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা কাউকে তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না। কিন্তু পাকিস্তান প্রশাসন আফগান তালিবানের এই কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কেননা তারা চাচ্ছিল যে, আফগান তালিবান যেন পাক-তালিবানকে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালানো থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়। কিন্তু আফগান তালিবান এমনটি না করে তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, পাক-তালিবানের ইস্যুটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়, আর আমরা কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। আর টিটিপির যুদ্ধের বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা আমাদের কাজ বা দায়িত্বও নয়।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আজান দিয়ে ভিডিও পোস্ট করায় দুই মাদরাসা শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার

সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক। চট্টগ্রামের একটি দর্শনীয় স্থান। সুউচ্চ পাহাড়, ঝর্ণা ও পার্ক সবমিলিয়ে দর্শনার্থীদের একটি পছন্দের জায়গা। সবার মতো বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে যায় কিছু মাদরাসা শিক্ষার্থী। নামাজের সময় হলে আজান দিয়ে নামাজ আদায় করে তারা। ঘোরাঘুরির ছবি এবং অন্যান্য ছবির সঙ্গে আজানের ছবিও ফেসবুকে পোস্ট করে তারা।

ক্যাপশনে লিখে :

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আজান দিলাম আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ অতিশীঘ্রই সেখানে ইসলামের পতাকা উড়বে। ব্যাস, এতেই ক্ষেপে গেলো হিন্দুরা। এটাকে রূপ দিলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আঘাত হিসেবে। মামলা হলো।

মঙ্গলবার (৩১ আগস্ট) রাতে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুর থেকে তাদের গ্রেফতার করা হলো।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মালাউন কেশব চক্রবর্তী এ তথ্য জানিয়েছে। সে বলেছে, সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়ে ধর্মীয় উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে আমরা দুই জনকে গ্রেফতার করেছি। তাদের মধ্যে একজন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়ে আজান দেওয়ার ছবি তুলে ফেসবুকে উস্কানিমূলক পোস্ট দেন। অন্যজন সেটি শেয়ার করেন। দুই জনকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সীতাকুণ্ড থানায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গ্রেফতার দুই ছাত্র ঢাকার মোহাম্মদপুরের একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। পড়ালেখার পাশাপাশি তাদের একজন একটি ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠানে ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করছেন। গত ২৭ আগস্ট পর্যটক নিয়ে ওই শিক্ষার্থী চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে যান। পরে সেখানে গিয়ে তিনি আজান দেন। ওই ঘটনার ছবি ফেসবুকে আপলোড করে পোস্ট দেন। অপর শিক্ষার্থী ওই পোস্ট শেয়ার করেন।

বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বাসুদেব রায় মামলাটি দায়ের করেছে। মামলায় ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া শিক্ষার্থীসহ যারা ওই পোস্ট শেয়ার এবং তাতে কমেন্ট করেছেন তাদেরসহ অজ্ঞাতদের আসামি করা হয়। মামলাটি জেলা গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত করছে।’

আসলে এখানে এমন কী উস্কানী ছিলো?

এমন কী আঘাত ছিলো?

পুরো দুনিয়াটাই মুসলমানদের জন্য মসজিদ। তো পাহাড়ে আযান দিয়ে নামায পড়লে সমস্যা কোথায়? এছাড়া, বাংলাদেশের কুফরী সংবিধানের ৪১ এর ১ এর (ক) ধারা অনুযায়ী, "প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে"।

তারা সীতাকুণ্ড পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দিরে কিংবা মন্দির চত্বরে আজান কিংবা নামাজ পড়েনি। তবুও এ অবস্থা! তাহলে আমরা কেন বলতে পারি না, এতে একজন স্বাধীন নাগরিককে তাঁর ধর্মপালনে বাঁধা দেয়া হয়েছে? তাদের গ্রেফতার করে কোটি-কোটি মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে?

ফেসবুকে আযানের ভিডিও দিয়ে ক্যাপশনে ভবিষ্যতে সেখানে ইসলামের পতাকা উড়বে লিখা কী অনেক বড় অধরাধ হয়ে গেছে। যে, মামলা দিতে হবে। গ্রেফতার করতে হবে!?

পক্ষন্তরে, হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্যজোটের নেতা গৌবিন্দ প্রমাণিক যখন প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে রাম রাজত্বের অংশ করার ঘোষণা করেছিল। তার কিছুই হয়নি। তখনতো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কারো নামে মামলাও করা হয়নি।

তাহলে মুসলিমদের সাথে এমন আচরণ কেনো?

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে এক জায়গায় মন্দির থাকায় সেটাকে হিন্দুদের তীর্থস্থান দাবি করা হচ্ছে। তাহলেতো যে যে এলাকায় মন্দির আছে সেসব স্থানে মুসলিমদের আযাো দেওয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে পাশের দেশ ভারতে যে যে এলাকায় মন্দির আছে সেখানে গরু জবাই আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হিন্দুদের মন্দিরতো যেকেউ যখন তখন মাটির মূর্তি রেখে কিছু ইট,পাথর দিয়ে মন্দির বানিয়ে ফেলতে পারে।

হরিয়ানায় আন্দোলনরত কৃষকদের উপরে পুলিশের লাঠিচার্জ

আরও একবার কৃষকদের রক্ত ঝরল। লজ্জায় ভারতের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।’ কৃষকরা কেন্দ্রীয় কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন।

গত (শনিবার) বিজেপিশাসিত হরিয়ানার কারনালে বস্তারা টোল প্লাজার কাছে জাতীয় সড়কে জড়ো হয়েছিলেন প্রতিবাদী কৃষকরা। এ সময়ে কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ করলে রক্তাক্ত অবস্থায় আহত হয় কৃষকরা। ওই ঘটনার ছবি ও ভিডিও দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই কৃষকরা রাজ্যের হিসার, সিরসা, ফতেহাবাদ, ভিওয়ানি, জিন্দ, রোহতক, আম্বালা, কার্নাল, পানিপথ, সোনিপথসহ সমস্ত জেলায় জাতীয় মহাসড়ক এবং টোল প্লাজা অবরোধ করেন। এরফলে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের নেতা গুরনাম সিংহ চাধুনি বলেন, ‘সরকার যদি কৃষকদের কাছে এসে কথা না বলে, অনির্দিষ্টকাল ধরে অবরোধ চলবে। তাঁর কথায়, ‘দরকার হলে আমরা রাস্তাতেই মরব। কিন্তু দেশকে বেচতে দেব না।’

উল্লেখ্য, ভারতের মিডিয়াগুলো শুধু আফগান আর তালেবান নিয়ে মিথ্যে বিদ্বেষ ছড়াতে ব্যস্ত। নিজ দেশের অন্যায় অবিচারগুরোর ব্যাপারে তারা অন্ধ হয়ে গেছে।

মধ্য প্রদেশে বিভিন্ন ঠুনকো অজুহাতে মুসলিম যুবকদের মারধর, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

ভারতের বিজেপিশাসিত মধ্য প্রদেশে মুহাম্মাদ আসাদ খান নামে এক মুসলিম যুবককে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে নির্মমভাবে মারধর করেছে।

এনডিটিভি হিন্দি ওয়েবসাইট সূত্রে প্রকাশ, আহত মুহাম্মাদ আসাদ খান সিভিল লাইন থানা এলাকার ট্রান্সপোর্ট নগরে পেইন্টিংয়ের কাজ করেন। গত (শনিবার) ব্যাটারি চুরির অনুহাতে এই মুসলিম যুবককে ব্যাপকভাবে মারধর করা হয়।

আসাদ খান বলেন, ট্রান্সপোর্ট নগরে কিছু ট্রাক-বাসের ব্যাটারি চুরি হয়েছিল। শনিবার, ব্যাটারি চুরির সন্দেহে এই লোকেরা আমাকে মারধর করে। তিনি বলেন, তিনি চুরি করেননি কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি। তারা বেল্ট দিয়ে মারধর এবং লাথি মারছিল। এ সময়ে ওই যুবক দয়া ভিক্ষা করতে থাকে কিন্তু অভিযুক্তরা তাকে ব্যাপকভাবে মারধর করে।

রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা কমলনাথ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত যে ভিডিও শেয়ার করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে কিছু লোক ওই যুবককে মারধর করছে। একজন তাকে বেল্ট দিয়ে মারছে, কেউ বা তার বুকের উপরে লাফিয়ে পড়ছে, কেউ লাথি মারছে। এ সময়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ওই যুবক এবং তাকে রেহাই দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছে।

রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক বার্তায় কংগ্রেস নেতা কমলনাথ বলেছে, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, সাতনা, দেওয়াস, নিমচ, উজ্জয়নের পরে, এবার রীভাতে বর্বরতা ও অমানবিকতার ঘটনা ঘটেছে? চুরির সন্দেহে একজন যুবককে কতটা নির্মমভাবে মারধর করা হচ্ছে? আমাদের রাজ্য শেষপর্যন্ত কোথায় যাচ্ছে?

এছাড়া নিমচে একজন আদিবাসীকে চুরির সন্দেহে গাড়িতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পরে হত্যা করা হয়েছিল। এবার দেখুন রেভাতে কীভাবে মারা হচ্ছে!'

মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস পার্টি ওই ঘটনা সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় বলেছে, 'মধ্যপ্রদেশের ইন্দৌর, সাতনা, দেওয়াস, নিমুচ, উজ্জয়নের পরে, এবার রেভাতে বর্বরতা ও অমানবিক ঘটনা। শিবরাজ জী (মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান) কেন মধ্য প্রদেশকে গণপিটুনি রাজ্যে পরিণত করছে?'

ওই ঘটনার একদিন আগে মধ্য প্রদেশের নিমচে আরও একটি ভয়াবহ ঘটনা সামনে এসেছিল। চুরির সন্দেহে এক আদিবাসী যুবককে কিছু লোক এত মারধর করে যে, তিনি মারা যান। ওই যুবককে চোর সন্দেহে অভিযুক্তরা তাকে ধরে মারধর করাসহ একটি ট্রাকের পিছনে পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেও ওই যুবককে তারা পিটিয়ে হত্যা করেছে।

সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের দেওয়াস জেলায় ৪৫ বছর বয়সী হকার জাহির খানকে বেধড়ক মারধর করে হিন্দুরা। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে টোস্ট বিস্কুট বিক্রি করার সময় আচমকা মালাউনরা জাহির খানের ওপরে হামলা চালায়। তারা এসময়ে জাহির খানের কাছে আধার কার্ড দেখতে চায়। কিন্তু ওই সময় আধার কার্ড না দেখাতে পারায় তাকে রাস্তায় ফেলে ব্যাপকভাবে মারধর করা হয়। এমনকি লাঠি, বেল্ট দিয়েও ব্যাপক মারে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের ইন্দৌরে আরও একজন মুসলিম যুবককে দুর্বৃত্তরা মারধর করে। ২৫ বছর বয়সী চুড়ি বিক্রেতা তসলিম আলীর ওপরে দুর্বৃত্তরা আক্রমণসহ তাঁর ধর্ম পরিচয় তুলে গালিও দেয়। এসময়ে তার কাছে থাকা টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তার মোবাইল ফোন, আধার কার্ড, অন্যান্য নথিপত্রও কেড়ে নেয় হামলাকারীরা। পুলিশ এ ব্যাপারে অভিযুক্ত চার দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করেছে।

সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের উজ্জয়িনীর মাহিদপুরের কাছে একটি গ্রামে এক মুসলিম হকারকে জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয়। তাদের দাবি, গ্রামে ব্যবসা করতে হলে 'জয় শ্রীরাম' বলতে হবে।

এসব ঘটনার পরে বিজেপিশাসতি মধ্য প্রদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিজেপি-আরএসএস-সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টি করার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরণের হামলার ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ফটো রিপোর্ট | নানগারহার প্রদেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত "ভিক্টোরি ফোর্স"

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নতুন প্রশাসন, নানগারহার প্রদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের ২টি স্পেশাল ফোর্সকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে 'ভিক্টোরি ফোর্স' এর মুজাহিদদের নিয়োজিত করা হয়েছে প্রদেশটির গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে।

প্রদেশটির নিরাপত্তায় সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছেন দায়িত্বরত "ভিক্টোরি ফোর্স" এর জানবায মুজাহিদগণ।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন-https://archive.org/details/nangarhar_victory

https://alfirdaws.org/2021/09/02/52172/

তালিবানের বিজয়ে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে ভারতের হিন্দুরা; বেড়েছে মুসলিম বিদ্বেষ

আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী আমেরিকার পরাজয় এবং তালেবানের বিজয়ে ভারতের মুসলিমদের উপর কট্টরপন্থী হিন্দুদের বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করেছে।হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর যুগ যুগ ধরে চলমান নির্যাতনের আরেকটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে তালিবানের বিজয়কে।

মুসলিম রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক, সোশ্যাল মিডিয়া এক্টিভিস্ট এবং সাধারণ মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তালেবান মুজাহিদীনের দ্বারা সন্ত্রাসী আমেরিকার পরাজয় এবং তার পুতুল সরকারকে উৎখাত করার সাথে সাথে #Go To Afganistan বা আফগানিস্তানে চলে যাও হ্যাশট্যাগটি ভারতীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যপকভাবে প্রচার হতে থাকে। এতোদিন GoToPakistan স্লোগান দিয়ে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। এভাবে তারা ভারতকে একটি জাতিগত হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে ইসলামি পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ এবং স্থানীয় সাংবাদিকসহ ১৫ জন মুসলিমকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তালেবানকে সমর্থন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

হুসাইন হায়দরি নামের এক লোক আল-জাজিরাকে বলেন, যেসব মুসলিম হিন্দুদের বিদ্বেষপরায়ণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বা মুসলিমদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাদের বিরুদ্ধে তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার অভিযোগ আনা হচ্ছে।

উত্তর প্রদেশের রাজনীতিবিদ শফিকুর রহমান বারক, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মার্কিন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সংগ্রামের সাথে তুলনা করায় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আনা হয়।

এদিকে উত্তর প্রদেশের কুখ্যাত মুসলিমবিদ্বেষী যোগী আদিত্যনাথ উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠের শহর দেওবন্দে মুসলিমদের দমনের উদ্দেশ্যে একটি তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দেয়।

তথাকথিত এই সন্ত্রাস-বিরোধী কেন্দ্রের বিষয়ে মন্তব্য করে, রাজ্যের মুখপাত্র শালভ মণি ত্রিপাঠি টুইটারে বলেছে, তালেবানের 'বর্বরতার' মধ্যে, ইউপির খবরও শুনুন। যোগী দেওবন্দে সন্ত্রাসবিরোধী কমান্ডো সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে'।

শফিকুর রহমান বারকে বলেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার মুসলিম বিরোধী নীতি তৈরিতে ব্যস্ত। দেওবন্দকে একটি সন্ত্রাসের কেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং সেখানে "ঘৃণার রাজনীতি" করার আরও একটি মাধ্যম হিসেবে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করে।"

তিনি আরও বলেন, 'দেওবন্দকে এমনভাবে চিহ্নিত করার কারণ কী? এটি একটি ইসলামী কেন্দ্র যেখানে আলিমরা পড়াশোনা করেন, সেখানে কী দোষ হয়েছে?

এটি একটি ঘৃণার নীতি। তারা মনে করে যে এর মাধ্যমে তারা নির্বাচনে জিতবে।'

ভারতে মুসলমানদের উপর হামলা, তাদের ব্যবসাকে টার্গেট করা এখন মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত বছর, কথিত করোনাভাইরাস মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, ভারতে ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাবলিগ জামাতকে দায়ী করা হয়েছিল।

প্রায় প্রতিদিনই তুচ্ছ অজুহাতে মুসলিমদের উপর আক্রমণ, কটুক্তি, এবং বিভিন্ন অন্যায় বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিচ্ছে সেখানকার বর্বর মুশরিক হিন্দুত্ববাদীরা।

কয়েকদিন আগে ইন্দোরের গোবিন্দ নগরে। মুসলিম চুড়ি বিক্রেতাকে মারধরের একটা ঘটনা ভাইরাল হয়েছে টুইটার ফেসবুক সহ একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। যাতে দেখা যাচ্ছে উত্তেজিত হিন্দু জনতা কার্যত ঘিরে ধরে ওই যুবকের পরিচয় জানতে চাইছে। পরিচয় জানার পরেই শুরু হয় মারধর। চলে কিল, চড়, ঘুঁষি। এমনকী মাটিতে ফেলে লাথিও মারা হতে থাকে তাকে। পাশাপাশি এও হুমকি দেওয়া হয় আগামীতে আর কোনও হিন্দু এলাকায় যদি সে চুড়ি বিক্রির জন্য যায় তাহলে তার খেসারত আবার তাকে দিতে হবে।

হাতিয়ে নেওয়া হয় যাবতীয় সামগ্রী, টাকাও। ওই যুবকে মারতে মারতেই একজনকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের মা-বোনেরা আফগানিস্তানে এত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে মুসলমানরা এখানে চুড়ি বিক্রি করছে?" সেই সময়েই অন্য একজন বাকিদেরকেও ওই মুসলিম যুবককে মারতে এগিয়ে আসতে বলে। চলতে থাকে হুমকি। এদিকে উত্তেজিত জনতার মুখে পরে কার্যত হাতজোড় করে বারবার প্রাণ ভিক্ষা করতে দেখা যায় ওই চুড়ি বিক্রেতাকে। কিন্তু তারপরেও থামেনি মার।

সূত্র : আল-জাজিরা

সমকামিদের হত্যাকারী উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ফাঁসির রায় দিয়েছে কুফরি আদালত

বাংলাদেশ নামক একটি মুসলিম প্রধান দেশে সমকামিতার মত একটি জগণ্যতম কাজের বিস্তার ও বৈধতার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে কিছু কুলাঙ্গার। যাদেরকে হত্যার মাধ্যমে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিলেন এই ভূমিরই কয়েকজ শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই কুলাঙ্গারদের হত্যা করায় সেইসব সাহসী যুবকদের ফাঁসির রায় দিয়েছে দেশটির কুফরি আদালত।

জানা যায় যে, আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাদেশি হালাকার সঙ্গে জড়িত থাকা ও পাঁচ বছর আগে ক্রুসেডার আমেরিকার সহায়তায় বাংলাদেশে সমকামীতা প্রচারকারী দুই এলজিবিটি কর্মীকে হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে মুসলিম প্রধান দেশটির একটি কুফরি আদালত উম্মাহর সাহসী ছয়জন যুবককে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে।

https://ibb.co/fGHY1Lh

বাংলাদেশে নামক একটি মুসলিম প্রধান দেশে ক্রুসেডার আমেরিকার সরাসরি সহায়তায় জুলহাজ মান্নান এবং মাহবুব রাব্বি তনয় নামে দেহ-মাংশে মানুষ হলেও জগতের এই দুই নিকৃষ্ট প্রাণী দেশে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সমকামিতার প্রচার প্রশারে কাজ

শুরু করে। সেই লক্ষ্যে তারা সমকামিতার পক্ষ্যে "রূপবান" নামক একটি এলজিবিটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। এছাড়াও সমকামিতার বিস্তার ও বৈধতার লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন গান আর নাট্য মঞ্চকেও বেঁচে নেয়। আর তাদের এই কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এই দেশেরই কিছু হলুদ মিডিয়া।

পরে ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল বিকেলে কয়েকজন সাহসী যুবক কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মী সেজে রাজধানীর কলাবাগানে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডির কর্মকর্তা, সমকামিতার প্রচারক ও রূপবান পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশক এলজিবিটি কর্মী জুলহাজ মান্নান ও তাঁর সঙ্গী নাট্যকর্মী মাহবুব রাব্বী তনয়কে নিজ বাসায় কুপিয়ে হত্যা করেন।

https://ibb.co/xFRxrVb

এই প্রশংসনীয় ও বীরত্বপূর্ণ কাজকে অপরাধ হিসাবে দেখে বাংলাদেশ কুফরি আদালত, ফলে আদালত ছয় যুবকের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। আর দুজনকে খালাস দেওয়া হয়। গত ৩১ আগস্ট মঙ্গলবার ঢাকার কথিত সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মজিবুর রহমান এই রায় ঘোষণা করে।

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ছয় যুবক হলেন- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক, আকরাম হোসেন, মোজাম্মেল হোসেন ওরফে সায়মন, মো. আরাফাত রহমান, মো. শেখ আবদুল্লাহ জোবায়ের ও আসাদুল্লাহ। আর খালাস পাওয়া দুজন হলেন সাব্বিরুল হক চৌধুরী ও মো. জুনাইদ আহমদ। তাঁরা দুজন সহ এখনো নিরাপদে আছেন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া যুবকদের মধ্যে মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক ও আকরাম হোসেন।

https://ibb.co/Y3WnkbS

উল্লেখ্য যে, ঐদিন তাদেরকে আদালতে হাজির করার জন্য প্রিজন ভ্যান থেকে নামানোর পর থেকে এই চার যুবককে বেশ হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায়। নিজেদের মধ্যে আলাপকালেও হাসতে দেখা যায় তাদের। এরপর তাদের ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হলেও তাদেরকে হাস্যোজ্জ্বল এবং আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে দেখা যায়। আদালত থেকে নিয়ে যাওয়ার সময়ও গণমাধ্যমে সবাইকে হাসিমুখে দেখা যায়।

ভাইদের চির অমলিন চেহারায় জান্নাতি হাসি...

https://ibb.co/nwBWSf1
https://ibb.co/TP1DtzM
https://ibb.co/RBFqQRd
https://ibb.co/yBtcSDZ
https://ibb.co/pxgpPRf
https://ibb.co/gy4TnkQ
https://ibb.co/YT6HDww

০১লা সেপ্টেম্বর, ২০২১

অভিশপ্ত ইসরাইল কর্তৃক ১৩০ জন ফিলিস্তিনি নারীকে গ্রেফতার

অভিশপ্ত ইসরাইল চলতি বছরের গত সাত মাসে ১৩০ জন ফিলিস্তিনি নারীকে আটক করেছে। সন্ত্রাসী ইসরাইলের কারাগারে বন্দী কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলতি বছরের গত সাত মাসে অভিশপ্ত ইহুদী সৈন্যরা অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের ১৩০ জন মুসলিম নারীকে জোড়পূর্বক কারাগারে বন্দী করেছে, যাদের অধিকাংশকেই রাজধানী জেরুজালেম থেকে আটক করা হয়।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনি নারী গ্রেফতারে অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে সাম্প্রতিক বছরের নতুন রেকর্ড গড়েছে।

গত ২০২০ সালে সন্ত্রাসী ইসরাইল সর্বোচ্চ ১২৮ জন ফিলিস্তিনি নারীকে গ্রেফতার করেছিল।

কারাবন্দী কমিটি জানায়, দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গণহারে মুসলিমদের উপর ব্যপকভাবে গ্রেফতার-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক প্রত্যক্ষদর্শী ওয়াচডগ জানায়, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে ফিলিস্তিনের নাবালিকা মেয়ে, ছাত্রী, দুগ্ধপানকারী শিশুর মা, গর্ভবতী মহিলা, আহত ও অসুস্থ নারীসহ প্রায় ১৭ হাজারেরও অধিক ফিলিস্তিনি নারীকে দখলদার ইসরাইল অন্যায়ভাবে আটক করেছে।

ওয়াচডগ আরো জানায়, মজলুম ফিলিস্তিনিদের থেকে সন্ত্রাসী ইসরাইল মনগড়া স্বীকারোক্তি আদায় করতে, বন্দীদের হুমকিধামকি প্রদানের পাশাপাশি আটককৃত ব্যক্তির পরিবারের আরো সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়। তাছাড়াও জিজ্ঞাসাবাদের নামে কারাবন্দীদের উপর চালানো হয় কঠোর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

ওয়াচডগ মতে, বর্তমানে ইসরাইলি কারাগারে ১১ জন মা সহ ৪০ জন ফিলিস্তিনি নারী মানবেত জীবনযাপন করছেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের গত মার্চ মাসে গ্রেফতার হওয়া সন্তানসম্ভবা আনহার আল দিক ইসরাইলি কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতে সন্তান ভূমিষ্ঠের প্রহর গুনছেন। তাছাড়াও আরেক ফিলিস্তিনি নারী ইসরাইলি কারাগারের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই সন্তান প্রসব করেছেন।

কারাবন্দী কমিটি জানায়, ইসরাইলি কারাগারে ফিলিস্তিনি জাকিয়া শামমৌত ১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম ও ২০০৯ সালে গাজার অধিবাসী ফাতিমা রিস্ক সর্বশেষ কারা অভ্যন্তরে সন্তান প্রসব করেন।

কারাবন্দী কমিটি আরো জানায়, পরিবার-পরিজন থেকে দূরে চিকিৎসাহীন অবস্থায় ইসরাইলি কারাগারে ফিলিস্তিনি নারীদের ইহুদি কারারক্ষীদের সামনে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় সন্তান প্রসব করতে হয়।

তথাকথিত বৈশ্বিক নারীবাদী সংগঠন কিংবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে নারী অধিকার নিয়ে কথা বলতে দেখা গেলেও, দেখা যায় নি মুসলিমদের ক্ষেত্রে, যেমনিভাবে তাদেরকে কখনো দেখা যায় নি ফিলিস্তিনি নারী অধিকারের পক্ষে কাজ করতে।

কুখ্যাত বাগরাম কারাগার পরিদর্শন করলেন আনাস হাক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তরুণ কর্মকর্তা শাইখ আনাস হাক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্ বাগরাম কারাগার পরিদর্শন করেছেন। যেখানে তাকে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল।

শাইখ জালালুদ্দিন হাক্কানী রহিমাহুল্লাহ এর পুত্র শাইখ আনাস হাক্কানী, যাকে "তালিবানের নতুন প্রজন্মের আইডল" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি আজ ১লা সেপ্টেম্বর বুধবার বাগরাম কারাগার পরিদর্শন করেন। এই কারাগারটি একসময় বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত ছিল। যেখানে আনাস হাক্কানীকে দীর্ঘ ৫ বছর বন্দী করে রাখা হয়েছিল, এসময় কঠিন শারীরিক নির্যাতনের ফলে তাকে মানসিক রোগের শিকার হয়েছে।

২০১৪ সালে শাইখ আনাস হাক্কানিকে বন্দী করা হয় এবং কুখ্যাত এই বাগরাম কারাগারে পাঠানো হয়। তিনি দীর্ঘ ৫ বছর বাগরাম কারাগারে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। অতঃপর কাতারে তালিবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ের দীর্ঘ আলোচনার পর ২০১৯ সালে বন্দি বিনিময়ে তিনি মুক্তি পান।

উল্লেখ্য যে, চলতি বছরের আগস্ট মাসে তালিবান মুজাহিদিন বাগরাম কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নেন। এরপর বাগরাম কারাগারটি পরিদর্শন করেন আনাস হাক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্।

https://ibb.co/GWFhLy9
https://ibb.co/2Y09cSn
https://ibb.co/Y79R0PP
https://ibb.co/5h5JWn8
https://ibb.co/KyjSZfk

তালেবান বিজয়ের পর জালালাবাদে নেই অপহরণ, কমেছে অপরাধ

গত ১৫ আগস্ট কাবুল দখলের ঠিক আগ মুহূর্তে লড়াই ছাড়াই আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর জালালাবাদ দখল করে তালেবান। শহরটি আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একেবারে গা ঘেঁষে অবস্থিত।

তালেবান বিজয় করার পর আল জাজিরার সাংবাদিক ওসমান বিন জাভিদ শহরটিতে ঘুরে দেখেছেন। তিনি শহরটির বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

আল জাজিরার এই সাংবাদিক বলেন, জালালাবাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে।

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, শহরটির সাবেক গভর্নর এবং তালেবানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ চুক্তির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ১৫ আগস্ট সকালে জালালাবাদের গভর্নর নিজ থেকেই আত্মসমর্পণ করেন। তাই জালালাবাদ দখলে যুদ্ধের প্রয়োজনই পড়েনি তালেবানের। শান্তিপূর্ণভাবে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

আল জাজিরার সাংবাদিক ওসমান বিন জাভিদ জানিয়েছেন, শহরের প্রধান প্রধান সড়কে তালেবানের পাহারা চোখে পড়েছে। রাস্তাগুলো মানুষে পরিপূর্ণ।

এই সাংবাদিক জালালাবাদের কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তারা জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা বেশ খুশি। কারণ, রাস্তায় আর আগের মতো ছিনতাই নেই, নেই কোনো অপহরণ। অপরাধের মাত্রাও কমে গেছে।

মালাউন মোদির আচ্ছে দিন; ফের দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের

লাগাতার বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রান্নার গ্যাসের দামও। এ যেন শাঁখের করাত। মাঝে আটকা পড়েছে মধ্যবিত্তরা। একদিকে গ্যাস আর একদিকে পেট্রোল, এই দুইয়ের দামের মাঝে পড়ে নাজেহাল অবস্থা আমজনতার। এরই মধ্যে ভোগান্তি বাড়িয়ে ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। পনেরো দিনের মাথায় আরও ২৫ টাকা বাড়ল দাম।

আজ, বুধবার থেকে কলকাতায় ১৪.২ কেজি ভর্তুকিবিহীন রান্নার গ্যাস কিনতে খরচ হবে ৯১১ টাকা। গত ডিসেম্বর থেকে গ্যাসের দাম বাড়ল ২৯০.৫০ টাকা। হোটেল-রেস্তোরাঁয় ব্যবহৃত সিলিন্ডারও (১৯ কেজি) ৭৩.৫০ টাকা বেড়ে হয়েছে ১৭৭০.৫০ টাকা।

এদিকে, পেট্রোল-ডিজেলের দাম সামান্য কমেছে। আজ কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০১.৭২ টাকা। প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ৯১.৮৪ টাকা।

করোনা পরিস্থিতিতে যখন সাধারণ রোজগেরে মানুষের এমনিতেই বেহাল দশা, তখন লাগাতার ভর্তুকি বাড়িয়ে চলেছে মোদী সরকার। স্বস্তি পাচ্ছেন না গ্রাহকরা। এতে কেন্দ্রের কোনও হেলদোল না থাকলেও গ্রাহকদের মাথায় হাত। যেখানে তেমন রোজগারই নেই, সেখানে গ্যাসের খরচ মেটাবেন কী করে? দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের।

বিশ্বভারতীতে জোড়ালো হচ্ছে সন্ত্রাসী আর এস এস ঘনিষ্ঠ উপচার্য হটানোর আন্দোলন

বিশ্বভারতীতে জোরালো হচ্ছে পড়ুয়াদের আন্দোলন। বরখাস্ত ৩ পড়ুয়ার শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে বিশ্বভারতীতে মিছিল করে পড়ুয়ারা। -জি নিউজ

এদিন পড়ুয়াদের সমর্থনে বোলপুর স্টেশন রোড থেকে বিশ্বভারতীর মূল অফিস পর্যন্ত মিছিল করা হয়। তারপর এক সভায় বক্তারা বলেন, উপাচার্যের ফ্যাসিবাদী কাজকর্ম চলবে না। শাস্তিপ্রাপ্ত ৩ পড়ুয়ার বরখাস্তের আদেশ তুলে নিতে হবে। আলোচনায় বসতে হবে উপাচার্যকে।

সবারই বক্তব্য, একজন উপাচার্যের ভূমিকা হওয়া উচিত অভিভাবকের মতো। কিন্তু তিনি ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা তৈরি করবেন, তার ভিত্তিতে পড়ুয়াদের বরখাস্ত করবেন এটা কাম্য নয়। ছাত্রদের বরখাস্তের নির্দেশ প্রত্যাহার করুন। ছাত্র-অধ্যাপকদের সঙ্গে যে সমস্যা রয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে হবে।

এদিকে, চারদিনে পড়ছে পড়ুয়াদের আন্দোলন। এর মধ্যে বাসভবন থেকে বের হয়নি সন্ত্রাসী আর এস এস ঘনিষ্ঠ উপচার্য বিদ্যুত্‍ চক্রবর্তী। বরং সে নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশকে মেল করেছে।

এ থেকে বুঝা যায় উনি চাইছে, আরএসএসের এজেন্ডাকে ক্যাম্পাসে লাগু করবে। ছাত্ররা তাতে বাধা দেবে।

অন্যদিকে, জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী ঐশী ঘোষ বলেন, আরএসএসের এজেন্ডা বিশ্বভারতীতে চলতে দেওয়া হবে না। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। তা না হলে আন্দোলন চলবে।

আমীরুল মু'মিনিনের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী শূরা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমীরুল মু'মিনিন শায়খুল হাদীস মৌলভী হেবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিজাহুল্লাহ্'র নেতৃত্বে তালিবানের নেতৃত্ব পরিষদের (শূরা কাউন্সিল) সদস্যরা আগামী সরকার প্রণয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক তিন দিনব্যপি গুরুত্বপূর্ণ শহর কান্দাহারে অনুষ্ঠিত হয়।

তালিবান এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বৈঠকটি গত শনিবার শুরু হয়ে সোমবার শেষ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে "ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা এবং সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।" বৈঠকে নিরাপত্তা পরিস্থিতি, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা উন্নত করার জন্যও বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্বচ্ছতা, কোষাগার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সুরক্ষা, জনগণের সাথে ভাল আচরণ করা এবং তাদের সুবিধা প্রদান করার মত গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইস্যু নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দেশে নতুন ইসলামী সরকার ও কেবিনেট কবে হবে, তা কিভাবে গঠণ করা হবে, সেসব বিষয়েও প্রয়োজনীয় আলোচনা ও পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠক শেষে ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শূরা কাউন্সিল পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকটি এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন আফগানিস্তান থেকে ক্রুসেডার বাহিনীর সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়েছে এবং পুরো আফগানিস্তান ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালিবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলছেন, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি নতুন সরকার গঠণ এবং ঘোষণা করার চেষ্টা করছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত, আহত আরও অনেক

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাবের পৃথক ২টি হামলায় কমপক্ষে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত এবং অন্য হামলায় আরও অনেক সেনা হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ৩১ আগস্ট সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর কারাণ জেলা এবং তাবিলহা জেলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। অভিযানে মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর ২ সেনা সদস্য নিহত এবং কতক সেনা আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ সেনাদের থেকে দুটি ক্লাশিনকোভ জব্দ করেন।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুর আফজাউয়ী শহরে অন্য একটি পৃথক হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বিভাগের মুজাহিদগণ। এতে ১ মুরতাদ পুলিশ অফিসার নিহত হয়।

এছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ বে-বুকুল রাজ্য ও শাবেলী সুফলা রাজ্যে এদিন আরও ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। যাতে বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়েছে। তবে অভিযান ২টি শত্রু নিয়ন্ত্রিত এলাকা হওয়ায় হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান এখনো জানা যায় নি।

শরীয়তপুরে আওয়ামিলীগ নেতার বাড়িতে সরকারি চালের স্তূপ

শরীয়তপুর জেলার এক আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি বরাদ্দকৃত চাল উদ্ধার করেছে শরীয়তপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসিল্যান্ড।

শরীয়তপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ আগষ্ট, সোমবার দুপুরে শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলার আংগারিয়া ইউনিয়নের চরপাতাং এলাকার ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রব হাওলাদার ও তার পার্শ্বের বাড়ির প্রবাসী বাবুল সরদারের ভবন থেকে সরকারি ৫২ বস্তা চাল উদ্ধার করেছেন শরীয়তপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসিল্যান্ড।

শরীয়তপুর জেলা খাদ্য কর্মকর্তা নুরুল হক সরেজমিনে পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

উক্ত ঘটনাস্থল থেকে শরীয়তপুর পুলিশ সুপারের নামে ডিও করা প্রায় ৪ টন সরকারি চালের অর্ডার কপি আওয়ামীলীগ সভাপতি আব্দুর রব হাওলাদারের বাড়িতে পাওয়া যায়।

কাবুলের আকাশে তালিবানের বিজয় উল্লাস, রাতের আঁধারে দখলদারিত্বের অবসান

অবশেষ ক্রুসেডার ন্যাটো জোট ও দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। আর সেটা ঘটেছে আঁধারে মধ্যরাতে। এটিই ছিল আফগানিস্তানে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর শেষ রাত।

https://ibb.co/6bH94Mv

আফগানিস্তানে দু'দশকের লাঞ্ছনাকর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ সি-১৭ সামরিক বিমানটি কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে আকাশে ডানা মেলে সোমবার মধ্য রাতের পর -- ৩১শে আগস্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই।

তবে এখনও সে দেশে ১০০ থেকে ২৫০ দখলদার আমেরিকান রয়ে গেছে বলে জানিয়েছে ঐ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সামরিক কমান্ডার জেনারেল কেনেথ ম্যাকেঞ্জি।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের মাটি ত্যাগ করার পর রাতের বেলাতেই শুরু হয় তালিবান মুজাহিদিন ও আফগান জনগণের আনন্দ উল্লাস। ফাঁকাগুলির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে কাবুলের আকাশ।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান ত্যাগের খবর আফগান জনগণ কোন বার্তা সংস্থা থেকে পাওয়ার আগে, পেয়েছিলেন আকাশে ফাঁকাগুলির গোলাগুলির শব্দ থেকে। এরপর দিনের আলোয় আফগানিস্তানের প্রতিটি প্রদেশ থেকেই জনগণ বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তাদের তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে পুরো আফগানিস্তান। বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেন আফগান জনগণ। শুরু হয় ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয় স্লোগান ও বিজয়ের তারানা।

https://ibb.co/KKSzPmx

ক্রুসেডার মার্কিন সৈন্যরা কাবুল বিমানবন্দর ছাড়ার সাথে সাথে এগিয়ে আসেন তালিবান মুজাহিদরা। তারা দলে দলে কাবুল বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান নেন। এসময় তাঁরা রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

https://ibb.co/sW2jP3V

রাতের বেলা তালিবান মুজাহিদরা কাবুল বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়ার পর মঙ্গলবার সকালে সেখানে হাজির হন ইমারতে ইসলামিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন দায়িত্বশীল। যাদের মাঝে আছেন ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদও।

এসময় সেখানে মোতায়েন করা তালিবান মুজাহিদদের প্রতি বক্তব্য রাখেন উমারাগণ। বিমানবন্দরের টারম্যাকে দাঁড়িয়ে তালিবান মুজাহিদদের বিজয় ঘোষণা করেন জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ।

https://ibb.co/fSPBsh5

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, এটা শুধু তালিবানদের বিজয় না, এটা আফগান জনগণের বিজয়। ভবিষ্যতে কেউ আফগানিস্তান দখল করার চিন্তা করলে তারও এই হাল হবে বলে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন।

এরপর জাবিউল্লাহ মুজাহিদ তালিবান মুজাহিদদের প্রতি আফগান জনগণের সাথে সদয় আচরণ করার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, "আপনাদের জনগণের সাথে আচরণের প্রশ্নে আমি আপনাদের সতর্ক হতে বলবো। এই দেশ বহু দু:খ কষ্ট ভোগ করেছে। আপনাদের ভালবাসা ও সহমর্মিতা তাদের প্রাপ্য। তাই তাদের সাথে কোমল আচরণ করুন। আমরা তাদের সেবক। তাদের ওপর আমরা নিজেদের চাপিয়ে দিতে পারি না।"

শাইখ ওসামা (রহ) এর সিকিউরিটি প্রধান বিজয়ী হয়ে ফিরেছে নিজ শহর নানগারহারে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন গত ১৫ আগস্ট রাজধানী কাবুল বিজয় করেছেন। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছেন তালিবান উমারাগণ। যার ধারাবাহিতায় এবার সামনে আসলেন ঐতিহাসিক তোরা বোরা যুদ্ধে শহিদ শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুমুল্লাহ'র নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আমিন-উল-হক হাফিজাহুল্লাহ্।

তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক আফগানিস্তান দখলদারিত্ব মুক্ত করণের দুই সপ্তাহের মাথায় গত ৩১ আগস্ট, পূর্ব আফগানিস্তানে তার নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

শহিদ শাইখ বিন লাদেন (রহ) এর নিরাপত্তা গার্ডের প্রাক্তন প্রধান ড. আমিন-উল-হক নানগারহার প্রদেশের একটি চেকপয়েন্ট দিয়ে একটি বড় কনভয়ে নানগারহারে প্রবেশ করেন। এসময় আমিন-উল-হক (হাফিজাহুল্লাহ)-এর নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল ইমারতে ইমলামিয়ার সশস্ত্র তালিবান মুজাহিদদের একটি বিশাল কাফেলা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, শাইখ আমিন-উল-হকের সাথে দেখা করতে ভিড় করছেন আফগান জনগন। এসময় তারা তাঁর হাতে চুম্বন ও হাতে হাত মিলান।

দীর্ঘ এক দশক পর প্রথমবারের মতো খোলা জায়গায় ভ্রমণ এবং জনগণের সামনে তিনি প্রকাশ্যে আসেন।

আল-কায়েদা উমারাগণ এবং মুজাহিদগণ গত দুই দশক ধরে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদদের সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে গেছেন। গত দুই দশক ধরে আল কায়েদা মুজাহিদিন পাকিস্তানের শহর এবং উপজাতীয় এলাকাগুলিকে নিজেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

আমেরিকার পলায়ন এবং মুজাহিদিনদের বিজয় অন্যান্য হানাদারদের জন্য বড় একটি শিক্ষা: তালেবান

গত মঙ্গলবার আফগানিস্তান থেকে সন্ত্রাসী আমেরিকান বাহিনীর লেজগুটিয়ে পলায়ন এবং তালেবান মুজাহিদদের বিজয়কে অন্যান্য হানাদারদের জন্য একটি বড় শিক্ষা বলে মন্তব্য করেছে তালিবান। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাকি বিশ্বকে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শাসনকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

সন্ত্রাসী আমেরিকার সর্বশেষ সামরিক বিমান কাবুলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করার কয়েক ঘণ্টা পর তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ) এই মন্তব্য করেন।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ) বিজয়ী আফগানদের অভিনন্দন জানান এবং সন্ত্রাসী আমেরিকার সামরিক বাহিনীকে বের করে দেওয়ায় বিজয় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'এই বিজয় আমাদের সকলের'।

মুসলিমদের শত্রু আমেরিকা এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা প্রায় ২০ বছর আগে অন্যায়ভাবে মুসলিমদের ভূমি আফগানিস্তানে আক্রমণ করে। লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করে। সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা ইসলামি ইমারাতকে ধ্বংস করে সেখানে অন্যায় দখলদারিত্ব ও জুলুমের শাসন কায়েম করে।

গত মঙ্গলবার তালেবানের বদরি বাহিনীর একটি ইউনিটের সাথে কথা বলার সময় তিনি তাদেরকে আফগান মুসলিমদের সাথে কঠোর আচরণ না করে সদয় এবং সুন্দর ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। তিনি তাদের আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে তারা জনগণের সেবক এবং তাদের উচিত নয় তাদের সাথে কঠোর হওয়া।